বার্ষিক মানবাধিকার প্রতিবেদন ২০১৯
বাংলাদেশ

অধিকার

প্রকাশকাল: ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২০

মুখবন্ধ

স্বৈরশাসক লেফটেন্যান্ট জেনারেল হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ এর সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অংশ নেয়া কয়েকজন মানবাধিকারকর্মী, আইনজীবী ও শিক্ষকের প্রচেষ্টায় ১৯৯৪ সালের ১০ অক্টোবর মানবাধিকার সংগঠন *অধিকার* প্রতিষ্ঠিত হয়। ২০১৯ সালে *অধিকার* এর ২৫ বছর পূর্ণ হয়।

প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে *অধিকার* জনগণের নাগরিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার রক্ষায় নিরলসভাবে সংগ্রাম করে চলেছে। মানবাধিকারকর্মীদের সংগঠন হিসেবে *অধিকার* রাষ্ট্রের হাতে সংঘটিত সমস্ত মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলো তুলে ধরে জনগণকে সচেতন করা এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারের বিষয়ে প্রচারাভিযান চালানো, প্রতিবাদ জানানো এবং রাষ্ট্রকে মানবাধিকার লঙ্ঘন থেকে বিরত রাখবার জন্য সব সময়ই সচেষ্ট থেকেছে। দেশে কর্তৃত্ববাদী সরকার ব্যবস্থা চালু থাকার কারণে ব্যাপকভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটছে। এই পরিস্থিতিতে *অধিকার* মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে বার্ষিক মানবাধিকার প্রতিবেদন ২০১৯ প্রকাশ করেছে। তথ্য সংগ্রহ, দেশের বিভিন্ন জেলার মানবাধিকারকর্মীদের পাঠানো প্রতিবেদন এবং বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্য-উপাত্তের ওপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে এই বার্ষিক মানবাধিকার প্রতিবেদন ২০১৯।

অধিকার তার মানবাধিকার সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে গিয়ে ২০১৩ সাল থেকে রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন ও হয়রানির সম্মুখিন হয়ে আসছে। রাষ্ট্রের চলমান হয়রানি ও প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও *অধিকার* তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছে এবং মানবাধিকার রক্ষা ও প্রতিবেদন প্রকাশের মাধ্যমে মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়সমূহ তুলে ধরেছে। সরকার কর্তৃক নিপীড়ন, নিয়ন্ত্রণ ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপের কারণে *অধিকারকেও* প্রতিবেদন প্রকাশের ক্ষেত্রে সেল্ফসেন্সরশিপ আরোপ করতে হয়েছে।

দেশী-বিদেশী মানবাধিকারকর্মী, সহযোগী সংগঠন এবং শুভানুধ্যায়ী যাঁরা *অধিকারকে* সহযোগিতা করেছেন এবং *অধিকারের* সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করেছেন *অধিকার* তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে। তাঁদের এই সহযোগিতা ও সংহতি মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে অধিকারের সংগঠিত সংগ্রামকে শক্তিশালী করেছে।

সূচীপত্র

বার্ষিক মানবাধিকার প্রতিবেদন ২০১৯ .... ১

বাংলাদেশ ১

মুখবন্ধ ২

সারসংক্ষেপ ৫

ভূমিকা ৯

ক .সাংবিধানিক ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ১০

নির্বাচনী ব্যবস্থা ও নির্বাচন কমিশন ১০

দুর্নীতির ব্যাপকতা এবং দুর্নীতি দমন কমিশন ১৩

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ১৪

খ. রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন ও দায়মুক্তি ১৫

বিচারবহির্ভুত হত্যাকাণ্ড ১৫

নির্যাতন ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের জবাবদিহিতার অভাব ১৯

গুম ২০

অকার্যকর ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থা ও কারাগারে মানবাধিকার লঙ্ঘন ২৪

মৃত্যুদণ্ড ও মানবাধিকার ২৫

গণপিটুনিতে মানুষ হত্যা ২৭

গ. রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন, দমন-পীড়ন এবং সভা-সমাবেশে বাধা ২৮

সরকারদলীয় নেতাকর্মীদের দুর্বৃত্তায়ন ও অভ্যন্তরীণ কোন্দল ২৮

চার্ট: ৬ .... ৩১

বিরোধী রাজনৈতিক দল ও ভিন্নমতাবলম্বীদের ওপর দমন-পীড়ন এবং সভা-সমাবেশে বাধা ও হামলা ৩৩

বিদেশে রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা ৩৮

ঘ.মতপ্রকাশ ও সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ এবং নিবর্তনমূলক আইন ৩৯

মতপ্রকাশের কারণে ভিন্নমতাবলম্বীদের ওপর নিপীড়ন ৩৯

গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ৩৯

নিবর্তনমূলক ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ও তথ্য প্রযুক্তি আইনের ৫৭ ধারা ৪১

ঙ.বাংলাদেশ এবং এর প্রতিবেশী রাষ্ট্র ৪২

বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে ভারতীয় বিএসএফ কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন..৪২

বাংলাদেশের ওপর ভারতের আগ্রাসন..৪৭

মিয়ানমারে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠির ওপর নৃশংস অপরাধসমূহ...৪৯

চ. শ্রমিকদের অধিকার...৫১

তৈরি পোশাক শিল্পের শ্রমিক ৫১

পাটকল শ্রমিকদের অবস্থা... ৫৩

কারখানায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে শ্রমিক হতাহত ৫৪

নির্মাণ শ্রমিকদের অবস্থা...৫৪

অভিবাসী শ্রমিকদের মানবাধিকার...৫৫

ছ. নারীর প্রতি সহিংসতা...৫৬

ধর্ষণ ৫৬

বখাটেদের দ্বারা উত্ত্যক্তকরণ ও যৌন হয়রানি ৫৮

যৌতুক সহিংসতা ৬০

এসিড সহিংসতা ৬১

ঝ.ক্ষুদ্রজাতিগোষ্ঠি, ধর্মীয় ও ভাষাগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানবাধিকার ৬৩

ঞ. মানবাধিকার কর্মকাণ্ডে বাধা...৬৫

সুপারিশ ৬৬

এপেনডিক্স..৬৮

মানবাধিকার লঙ্ঘনের পরিসংখ্যান: ২০০৯ - ২০১৯...৬৮

সারসংক্ষেপ

১. ২০১৯ সালে বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি ছিল যথেষ্ট উদ্বেগজনক। *অধিকার* এর ২০১৯ সালের বাৎসরিক মানবাধিকার সংক্রান্ত এই প্রতিবেদনে বাংলাদেশের গণতন্ত্র, বাক্ স্বাধীনতা ও সভা-সমাবেশের অধিকার হরণ এবং জীবনের অধিকার থেকে জনগণকে বঞ্চিত করার বিষয়গুলো আলোকপাত করা হয়েছে। ২০০৯ সালে ক্ষমতায় আসার পর থেকে আওয়ামী লীগ সরকার ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সরকারি এবং স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলোকে দলীয়করণের মাধ্যমে তাদের আজ্ঞাবহ প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করতে থাকে। এরপর ২০১৪[১] সালের বিতর্কিত ও প্রহসনমূলক নির্বাচনের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ ক্ষমতা গ্রহণের পর মানবাধিকার লঙ্ঘন, দলীয়করণ ও দুর্বৃত্তায়ন ব্যাপক আকার ধারণ করে। নির্বাচন কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন, জাতীয় মানবাধিকার কমিশনসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে সরকার তার রাজনৈতিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার সুযোগ পায়।

২. ২০১৪ সালের দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মতো একইভাবে সরকার নির্বাচন কমিশনকে ব্যবহার করে ২০১৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর[২] প্রহসনমূলক জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত করে। দুই দফা প্রহসনমূলক নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশের নির্বাচনী ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে দেয়ার ফলে জনগণ নির্বাচনবিমূখ হয়ে পড়েছে। ফলে ২০১৯ সালে অনুষ্ঠিত উপজেলা নির্বাচনসহ অন্যান্য স্থানীয় সরকার নির্বাচনে জনগণ ভোট বর্জন করায় অধিকাংশ ভোটকেন্দ্রই ছিল ভোটার শূন্য।[৩]

৩. ২০১৯ সালে বাংলাদেশে দুর্নীতির ধারাবাহিকতা বিগত বছরগুলোর মতোই বজায় ছিল। দীর্ঘ ১১ বছর ধরে ক্ষমতায় থাকা আওয়ামী লীগ সরকার দেশে ব্যাপক উন্নয়ন হচ্ছে বলে জনগণের কাছে ধারণা দেয়ার চেষ্টা করলেও মূলতঃ উন্নয়নের নামে ব্যাপক লুটপাট, অবৈধ ব্যবসা, টেন্ডারবাজি, চাঁদাবাজি, শেয়ার মার্কেট কারসাজি, বিদেশে টাকা পাচার এবং ব্যাংকিং সেক্টরে ব্যাপক লুটপাটের[৪] অভিযোগ রয়েছে ক্ষমতাসীনদলের নেতাকর্মী ও সরকার সমর্থক বিভিন্ন শ্রেণী পেশার ব্যক্তি এবং সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিরুদ্ধে। আইন অনুযায়ী দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)[৫] একটি স্বতন্ত্র ও নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান, অথচ দুদক পক্ষপাতমূলক

---

১ প্রধান দুটি রাজনৈতিক দল (বিএনপি এবং আওয়ামী লীগ) পরস্পরের প্রতি ক্রমাগত বিদ্বেষ অবিশ্বাস ও সহিংসতার ধারাবাহিকতায় আওয়ামী লীগ বিরোধীদলে থাকাকালীন ১৯৯৪ থেকে ১৯৯৬ পর্যন্ত সময়ে তাদের নেতৃত্বাধীন জোট ও জনগণের আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংযোজিত হয় যা ব্যাপক জনসমর্থন লাভ করে। অথচ ২০১১ সালে কোন রকম গণভোট ছাড়াই এবং সচেতন জনগোষ্ঠীর সমস্ত প্রতিবাদ উপেক্ষা করে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল করার মধ্যে দিয়ে সংবিধানে পঞ্চদশ সংশোধনী এনে আওয়ামী লীগ দলীয় সরকারের অধীনে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবার বিধান বলবৎ করে। এর ফলে ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি'র দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রায় সমস্ত রাজনৈতিক দলের বর্জন সত্ত্বেও একতরফাভাবে অনুষ্ঠিত হয়। এই সংসদ নির্বাচনে জনগণ তাদের ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হয় এবং ১৫৩ জন সংসদ সদস্য ভোটগ্রহণের আগেই বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন।

২ ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থীদের পক্ষে ৩০ ডিসেম্বর একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগের রাতে ব্যালট পেপারে সিল মেরে বাক্সে ভরে রাখা, জাল ভোট দেয়া, প্রকাশ্যে ক্ষমতাসীনদলের প্রার্থীকে ভোট দিতে ভোটারদের বাধ্য করা, কেন্দ্র দখল ও বিরোধীদল মনোনীত প্রার্থীর এজেন্টদের আটক ও বের করে দেয়া এবং ভোটারদের ভয়ভীতি প্রদর্শনসহ বিভিন্ন অনিয়মের ঘটনা ঘটেছে। ফলে দেশের অধিকাংশ মানুষ ভোট দিতে পারেনি। https://www.ti-bangladesh.org/beta3/index.php/en/highlights/5749-2019-01-15-07-24-53

৩ প্রথম আলো ১১ মার্চ ২০১৯; https://epaper.prothomalo.com/?pagedate=2019-3-11&edcode=71&subcode=71&mod=1&pgnum=1&type=a

৪ ২০১৪ সালে বিতর্কিত নির্বাচনের মাধ্যমে দ্বিতীয়বারের মত আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর দলীয় নেতাকর্মীদের অনুকুলে অনেকগুলো ব্যাংকের লাইসেন্স দেয় এবং বিভিন্ন ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদে নেতাকর্মীদের সম্পৃক্ত করে। ফলে সোনালী ব্যাংক থেকে হলমার্ক নামে একটি প্রাইভেট কোম্পানী কয়েক হাজার কোটি টাকা দুর্নীতির মাধ্যমে হাতিয়ে নেয় বলে অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া বেসিক ব্যাংক (ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান শেখ আবদুল হাই বাচ্চুর সঙ্গে সরকারের উচ্চ মহলের সখ্যতার কারণে বেসিক ব্যাংকের দুর্নীতির মামলায় এখনও তাঁকে আসামী করেনি দুর্নীতি দমন কমিশন, https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1615028), আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য এবং ২০১২ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্বে থাকা মহিউদ্দিন খান আলমগীরের মালিকাধীন ফারমার্স ব্যাংক, যা বর্তমানে পদ্মা ব্যাংক নামে পরিচিত (পরিচালনা পর্ষদে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের সাবেক নেতাসহ ক্ষমতাসীন দলের সমর্থনপুষ্ট বুদ্ধিজীবী রয়েছেন) এবং জনতা ব্যাংকসহ বিভিন্ন ব্যাংকে ব্যাপক দুর্নীতি ও ঋণ কেলেঙ্কারি মাধ্যমে হাজার হাজার কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগ রয়েছে।

৫ দেশে দুর্নীতি প্রতিরোধের লক্ষ্যে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ (সংশোধিত) ২০১৬ এর ৩ (২) অনুচ্ছেদে বলা আছে, 'এই কমিশন একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ কমিশন হইবে'।

প্রতিষ্ঠান হওয়ার কারণে সরকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে তেমন কোন কার্যকর পদক্ষেপ নিতে সক্ষম হয়নি।[৬]

৪. ২০১৯ সালে ব্যাপকভাবে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, গুম, নির্যাতন, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা হরণ, সভা-সমাবেশে বাধাসহ বিভিন্ন ধরনের মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটেছে। এই সময়ে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের বিরুদ্ধে নাগরিকদের গ্রেফতার, হয়রানি, চাঁদা আদায় ও তাঁদের ওপর নির্যাতন করার ব্যাপক অভিযোগ পাওয়া যায়। বিভিন্ন ধরনের মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটলেও জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে এই ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য কোন ভূমিকা রাখতে দেখা যায়নি।

৫. সরকার ২০১৮ সালের ১৫ মে থেকে দেশব্যাপী মাদকবিরোধী অভিযান শুরু করার পর বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ব্যাপক আকার ধারণ করে, যা অব্যাহত ছিল ২০১৯ সালেও। এই অভিযানের নামে অনেক নিরীহ মানুষকে হয়রানি করা হয়েছে। 'ক্রসফায়ারের' ভয় দেখিয়ে বা মামলায় ফাঁসিয়ে দিয়ে টাকা আদায় করা এবং সাজানো বন্দুকযুদ্ধের ঘটনা ঘটানো হয়েছে।[৭] এছাড়া ঘটনার সঙ্গে যুক্ত মূল অপরাধীকে আড়াল করার জন্যও বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ রয়েছে। বাংলাদেশী নাগরিকদের পাশাপাশি মিয়ানমারে গণহত্যার শিকার হয়ে বাংলাদেশে আশ্রয়গ্রহণকারী রোহিঙ্গা শরণার্থীরাও বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন।

৬. দেশে গুমের ঘটনা অব্যাহত থাকলেও সরকার তা প্রতিনিয়ত অস্বীকার করছে। ২০১৯ সালের জুলাই মাসে জাতিসংঘের নির্যাতনবিরোধী কমিটির ৬৭তম অধিবেশনে বাংলাদেশের ওপর পর্যালোচনা চলাকালে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধিরা গুমের বিষয়টি অস্বীকার করলেও কমিটি তাদের চূড়ান্ত পর্যবেক্ষণে অঘোষিত আটক ও গুমের ঘটনাগুলোর বিষয়ে সরকারের তথ্য প্রকাশের ব্যর্থতায় উদ্বেগ জানায়।[৮]

৭. দেশের প্রায় সব কারাগারে আটক বন্দিদের ওপর নির্যাতনসহ বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতির বিষয়ে অভিযোগ পাওয়া গেছে।[৯] কারাগারগুলোতে অতিরিক্ত বন্দি থাকার কারণে কারাবন্দিরা মানবেতর জীবনযাপন করছেন এবং চিকিৎসক ও চিকিৎসা ব্যবস্থার অপ্রতুলতার পাশাপাশি কারাগার কর্তৃপক্ষের গাফিলতির কারণে কারাবন্দিদের মৃত্যু ঘটেছে বলেও অভিযোগ রয়েছে।

৮. পুলিশ ও বিচার ব্যবস্থার ওপর মানুষের আস্থা কমে যাওয়ায় অপরাধী সন্দেহে পুলিশে সোপর্দ না করে গণপিটুনি দিয়ে মেরে ফেলার ঘটনা ঘটেছে। ২০১৯ সালে গুজবের ওপর ভিত্তি করে গণপিটুনিতে বৃদ্ধ, মানসিক প্রতিবন্ধী ও নারীর মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে।

৯. বাংলাদেশের বিভিন্ন আইনে মৃত্যুদণ্ডের বিধান চালু রয়েছে। অভিযোগ রয়েছে যে, পুলিশ রিমান্ডে নিয়ে নির্যাতনের মাধ্যমে অভিযুক্তদের স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি[১০] দিতে বাধ্য করে এবং ওই জবানবন্দির ওপর ভিত্তি করে আদালত অভিযুক্তকে সর্বোচ্চ সাজা প্রদান করে থাকে। ফলে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত বন্দিরা বছরের পর বছর কারাগারের কনডেমন্ড সেলে বন্দি থাকে। ২০১৯ সালে নিম্ন আদালত ৩২৭ ব্যক্তিকে সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেছে।[১১]

---

[৬] ফুটনোট ৪ দ্রষ্টব্য (সুপ্রা ৪)
[৭] প্রথম আলো, ২৮ অগাস্ট; https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1611486/
[৮] প্রথম আলো, ১০ অগাস্ট ২০১৯; https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1608889/
[৯] মানবজমিন, ১০ জুলাই ২০১৯; https://www.mzamin.com/article.php?mzamin=180571
[১০] যুগান্তর, ৩১ অগাস্ট ২০১৯; https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/215370/
[১১] যুগান্তর, ৫ এপ্রিল ২০১৯; https://www.jugantor.com/todays-paper/city/163442/

১০. ২০১৯ সালে সরকার বিরোধীদল ও ভিন্নমতাবলম্বীদের সভা-সমাবেশ করার অধিকার লঙ্ঘন করেছে। বিরোধী রাজনৈতিকদল ও আন্দোলনকারী অন্যান্য সংগঠনগুলোর মিছিল সমাবেশে পুলিশ এবং ছাত্রলীগ ও যুবলীগের নেতাকর্মীরা হামলা করেছে। সরকার বিরোধীদলের সভা-সমাবেশ করার ক্ষেত্রে কড়াকরি আরোপ করলেও ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ এবং তাদের জোটভুক্ত রাজনৈতিকদলগুলো অবলীলায় সভা-সমাবেশ করছে। সরকারের দমন-পীড়নের কারণে অনেক বিরোধী রাজনৈতিকদলের নেতাকর্মী বিদেশে পালিয়ে গিয়ে রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন। জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক সংস্থা ইউএনএইচসিআর এর হিসাব মতে গত পাঁচ বছরে এক লাখ ৬০ হাজার ৭৩৭ জন বাংলাদেশী নাগরিক বিভিন্ন দেশে রাজনৈতিক আশ্রয়ের জন্য আবেদন করেছেন; যা আগের পাঁচ বছরের তুলনায় দ্বিগুণেরও বেশি।[১২]

১১. ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর থেকে ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন নিবর্তনমূলক আইন প্রণয়ন ও সংশোধন করেছে এবং তা প্রয়োগ করে নাগরিকদের মতপ্রকাশের স্বাধীনতা লঙ্ঘন করেছে। ২০১৯ সালের মধ্যে সরকার তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ দুই দফা (২০০৯ ও ২০১৩) সংশোধন এবং নিবর্তনমূলক ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ প্রণয়ন করে। এই সময়ে সরকার ও ক্ষমতাসীনদলের উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তি বা দলের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে লেখা বা কোন পোস্টে 'লাইক/শেয়ার' দেয়ার কারণে ভিন্নমতের অনুসারী, বিরোধীদলের নেতাকর্মী, সাংবাদিক ও সাধারণ নাগরিকদের ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা দিয়ে তাঁদের গ্রেফতার করে কারাগারে পাঠানোর ঘটনা ঘটেছে। এছাড়া সরকার বিভিন্নভাবে সংবাদমাধ্যমের ওপর চাপ সৃষ্টি করায় বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদ প্রচার ব্যাহত হয়েছে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাংবাদিকদের সেল্ফ সেন্সরশিপ প্রয়োগ করতে বাধ্য করা হচ্ছে।

১২. ২০১৯ সালে সারাদেশে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগ ও যুবলীগের নেতাকর্মীরা ব্যাপক অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড ঘটিয়েছে এবং তারা সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় দায়মুক্তি ভোগ করেছে।

১৩. ২০১৯ সালে প্রয়োজনীয় সুরক্ষার অভাবে বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত শ্রমিকদের প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে। অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায়ও অনেক শ্রমিক নিহত হয়েছেন। সারাবছর জুড়েই পোশাক শিল্পের শ্রমিকরা চাকরিচ্যুতির প্রতিবাদ ও বকেয়া বেতনের দাবিসহ বিভিন্ন বিষয়ে আন্দোলন করেছেন। এই সময় আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরা তাঁদের ওপর হামলা করলে তাঁরা হতাহতের শিকার হন। একই সময়ে দেশের বহু পোশাক তৈরি কারখানা শ্রমিকদের চাকরিচ্যুত করা হয়েছে।[১৩] রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকল শ্রমিক বিভিন্ন দাবিতে অনশন কর্মসূচি পালন করাকালীন অবস্থায় তাঁদের দুইজন শ্রমিক মারা যান।[১৪] অধিকাংশ নির্মাণ শ্রমিক সুরক্ষা ব্যবস্থা ছাড়াই কাজ করছেন। ফলে অনেকে হতাহতের শিকার হয়েছেন। ২০১৯ সালে বিদেশে কর্মরত ব্যাপক সংখ্যক বাংলাদেশী নারী শ্রমিক তাঁদের ওপর যৌন হয়রানিসহ নানা ধরনের নিপীড়ন-সহিংসতার কারণে জীবিত ও মৃত অবস্থায় দেশে ফিরে এসেছেন।

১৪. ২০১৯ সালে ধর্ষণ, যৌতুক সহিংসতা, এসিড নিক্ষেপ এবং যৌন হয়রানিসহ নারীর ওপর বিভিন্ন সহিংসতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। বিশেষ করে এই সময়ে নজিরবিহীনভাবে ধর্ষণ ও যৌন হয়রানির ঘটনা ঘটে এবং শিশুদের ওপর এই ধরনের সহিংসতা মারাত্মক আকার ধারণ করে। এই সময়ে রাজনৈতিক কারণে

---

[১২] মানবজামিন, ১০ জুলাই ২০১৯; https://www.mzamin.com/article.php?mzamin=180571

[১৩] যুগান্তর, ৪ সেপ্টেম্বর ২০১৯; https://www.dailyinqilab.com/article/231639

[১৪] যুগান্তর, ৯ মে ২০১৯; https://www.jugantor.com/todays-paper/last-page/175494/

সরকারিদলের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে বিরোধীদলের কর্মীর স্ত্রীকে গণধর্ষণের অভিযোগ পাওয়া গেছে। এছাড়া পুলিশ হেফাজতেও ধর্ষণের অভিযোগ রয়েছে।[১৫]

১৫. অন্যান্য বছরের মতো ২০১৯ সালেও ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)'র বাংলাদেশী নাগরিকদের হত্যা, অপহরণ ও নির্যাতনের ঘটনা অব্যাহত ছিল। এই সময়ে দেশের অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে ভারত বাংলাদেশের ওপর তার আধিপত্য বিস্তার করেছে।[১৬] ভারতের অবৈধ অভিবাসী শণাক্তকরণের জন্য প্রণীত জাতীয় নাগরিকপঞ্জি (এনআরসি)'র থেকে বাদ পড়া ব্যক্তিদের ভারত সরকার বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পুশ-ইন করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে।[১৭]

১৬. মিয়ানমারে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠির ওপর চালানো নৃশংস অপরাধের অভিযোগে ২০১৯ সালে আন্তর্জাতিক পরিসরে আইনগত বিষয়টি দৃশ্যমান হয়। মিয়ানমারে মানবতাবিরোধী অপরাধের তদন্তের বিষয়ে ৪ জুলাই আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (আইসিসি) এর কৌঁসুলি ফাতু বেনসুদার আবেদনের প্রেক্ষিতে ১৪ নভেম্বর আইসিসি'র বিচারক ওলগা হেরেরা কারবুসিয়ার নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের প্রাক শুনানী চেম্বার সে বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ তদন্তের জন্য ফাতু বেনসুদাকে নির্দেশ দেয়।[১৮] অন্যদিকে ১১ নভেম্বর জাতিসংঙ্গের সর্বোচ্চ বিচারিক সংস্থা আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে মিয়ামারের বিরুদ্ধে মামলা করেছে পশ্চিম আফ্রিকার দেশ গাম্বিয়া।[১৯] একই অভিযোগে ১৩ নভেম্বর মিয়ানমারের স্টেট কাউন্সিলর অং সান সুচি এবং দেশটির একাধিক শীর্ষ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আর্জেন্টিনায় মামলা দায়ের করে লাতিন আমেরিকার বেশ কয়েকটি মানবাধিকার সংগঠন।[২০]

১৭. ২০১৯ সালে ক্ষুদ্রজাতিগোষ্ঠির নাগরিক, ধর্মীয় এবং ভাষাগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্যদের মানবাধিকার লংঘনের ঘটনা ঘটেছে। বেশিরভাগ ঘটনার সঙ্গে সরকারদলীয় নেতাকর্মীরা জড়িত বলে অভিযোগ রয়েছে।

১৮. জনগণের নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার নিয়ে সোচ্চার থাকায় ২০১৩ সালে *অধিকার* এর ওপর যে সরকারি নিপীড়ন-হয়রানি ব্যাপক রূপ ধারণ করে, ২০১৯ সালেও তা অব্যাহত থেকেছে। ২০১৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর বিতর্কিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে সরকার *অধিকার* এর কণ্ঠরোধ করার জন্য সরকারপন্থী মিডিয়া ব্যবহার করে *অধিকার* এর বিরুদ্ধে নানা ধরনের অপপ্রচার চালায়। এই সময়ে *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকারকর্মীরা মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়ে সোচ্চার থাকার কারণে নজরদারি, মামলা-গ্রেফতার এবং কর্মসূচিতে বাধাসহ বিভিন্ন ধরনের হয়রানির সম্মুখিন হয়েছেন।

---

[১৫] প্রথম আলো, ৪ সেপ্টেম্বর ২০১৯

[১৬] মানবজমিন, ৩ অগাস্ট ২০১৯; https://www.mzamin.com/article.php?mzamin=184311

[১৭] মানবজমিন,৩ সেপ্টেম্বর ২০১৯, http://mzamin.com/article.php?mzamin=188659&cat=2

[১৮] প্রথম আলো, ১৫ নভেম্বর ২০১৯; https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1624379

[১৯] নিউ এজ, ১২ নভেম্বর ২০১৯; https://www.newagebd.net/article/90354 এবং নয়া দিগন্ত, ১২ নভেম্বর ২০১৯; http://www.dailynayadiganta.com/first-page/455413

[২০] মানবজমিন, ১৫ নভেম্বর ২০১৯; http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=199169&cat=6/

ভূমিকা

জনগণের ভোটে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের নিয়ে গঠিত জাতীয় সংসদ একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলেও বাংলাদেশের ৪৮ বছর সময়কালে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সংসদ সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে অনেক ব্যত্যয় ঘটেছে। পাকিস্তানের স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের বিরুদ্ধে ১৯৭১ সালে যে মুক্তিসংগ্রাম সংগঠিত হয়েছিল; তার অন্যতম লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশকে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু স্বাধীনতার পর সংবিধান সভার নির্বাচন ছাড়াই সংবিধান রচনা করা হয়, যা গণতান্ত্রিক নীতিকে পরাস্ত করে। ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনিয়ম ও কারচুপির মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠিত হওয়ায় স্বাধীন বাংলাদেশে নির্বাচনী ব্যবস্থা অংকুরেই হোঁচট খায়।[২১] পরবর্তীকালে দীর্ঘ সময় জনগণ তাঁদের গণতান্ত্রিক ও ভোটাধিকার আদায়ের আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। যার ফলশ্রুতিতে ১৯৯০ সালে গণআন্দোলনের মুখে স্বৈরাচারী শাসক লেফটেন্যান্ট জেনারেল হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ এর পতনের পর ১৯৯১ সালে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভের পর সবচেয়ে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন হিসেবে গণ্য করা হয়। কিন্তু পরবর্তীতে এর ধারাবাহিকতা রক্ষা না হওয়ায় অনেক সংগ্রাম ও ত্যাগের মধ্যে দিয়ে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠিত করার লক্ষ্যে সর্বসম্মতি ক্রমে ১৯৯৬ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতি চালু করা হয়।

২০০৯ সালে সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনে জয়লাভ করে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন জোট সরকার গঠন করে। ২০১১ সালে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে নাগরিক সমাজ এবং সরকার বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর আপত্তি উপেক্ষা করে এবং গণভোট ছাড়াই একতরফাভাবে সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে সর্বসম্মত তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল করার মধ্যে দিয়ে ভয়াবহ রাজনৈতিক সংকটের সৃষ্টি করে বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিলের ফলশ্রুতিতে বিরোধীদলের বয়কটের মধ্যে দিয়ে ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি'র ভোটারবিহীন ও প্রহসনমূলক[২২] দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং আওয়ামী লীগ আবার ক্ষমতায় আসে। ২০১৮ সালের ৩০ ডিসেম্বরের একাদশতম জাতীয় সংসদ নির্বাচনও ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত হয় এবং তাদের দেয়া অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন করার প্রতিশ্রুতির ফলে সবকটি বিরোধী রাজনৈতিকদল এতে অংশ গ্রহণ করে। কিন্তু এই নির্বাচনে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ তার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে নজিরবিহীন[২৩] অনিয়ম ও প্রহসনের[২৪] মধ্যে দিয়ে পুনরায় ক্ষমতায় আসে। নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতার পালাবদলের বিষয়টি সরকার ধ্বংস করে দিয়ে একটি নিপীড়নমূলক শাসন ব্যবস্থা চালু করার মাধ্যমে কর্তৃত্ববাদী সরকারে রূপান্তরিত হয়। দুটি বিতর্কিত নির্বাচন দেশে গণতন্ত্র, জবাবদিহিতা ও আইনের শাসনের ক্ষেত্রে ব্যাপক শূন্যতার সৃষ্টি করে এবং রাষ্ট্রীয় বাহিনী ও ক্ষমতাসীনদলের নেতাকর্মীরা বেপরোয়াভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘনে নিয়োজিত থাকার কারণে নিপীড়নের মাত্রা আরো ব্যাপকতর হয়।

---

[২১] আমার জবানবন্দি, নির্মল সেন/ পৃষ্টা নম্বর -৪৮৫

[২২] আওয়ামী লীগ বিরোধীদলে থাকাকালীন ১৯৯৪ থেকে ১৯৯৬ পর্যন্ত তাদের নেতৃত্বাধীন জোট ও জনগণের আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংযোজিত হয়। অথচ ২০১১ সালে কোন রকম গণভোট ছাড়াই এবং সচেতন জনগোষ্ঠীর সমস্ত প্রতিবাদ উপেক্ষা করে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল করার মধ্যে দিয়ে সংবিধানে পঞ্চদশ সংশোধনী এনে আওয়ামী লীগ দলীয় সরকারের অধীনে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবার বিধান বলবৎ করে। এর ফলে ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি'র দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রায় সমস্ত রাজনৈতিক দলের বর্জন সত্ত্বেও একতরফাভাবে অনুষ্ঠিত হয়। এই সংসদ নির্বাচনে ৩০০ আসনের মধ্যে ১৫৩ জন সংসদ সদস্য ভোটগ্রহণের আগেই বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন।

[২৩] https://www.ti-bangladesh.org/beta3/index.php/en/highlights/5749-2019-01-15-07-24-53

[২৪] আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থীদের পক্ষে আগের রাতে ব্যালট পেপারে সিল মেরে বাক্সে ভরে রাখা, জাল ভোট দেয়া, ভোটারদের প্রকাশ্যে ক্ষমতাসীনদলের প্রার্থীকে ভোট দিতে বাধ্য করা, কেন্দ্র দখল ও বিরোধীদল মনোনীত প্রার্থীর এজেন্টদের আটক ও বের করে দেয়া এবং ভোটারদের ভয়ভীতি প্রদর্শনসহ অন্যান্য অনিয়মের ঘটনা ঘটে।

ক .সাংবিধানিক ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান

১. ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই বিভিন্ন সরকারি, সাংবিধানিক এবং স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলোকে ব্যাপকভাবে দলীয়করণ করা শুরু করে। ফলে রাজনৈতিক অসহনশীলতা, রাষ্ট্রের অগণতান্ত্রিক আচরন এবং মানবাধিকার লঙ্ঘন রোধের ক্ষেত্রে কার্যকর প্রতিষ্ঠানের অনুপস্থিতি ২০১৯ সালেও বরাবরের মতো লক্ষ্য করা গেছে। ক্ষমতাসীনদলের রাজনৈতিক মতাদর্শের সমর্থক না হওয়ায় যোগ্য ব্যক্তিদের রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান এবং প্রশাসনিক ক্যাডারে নিয়োগ না দেয়ারও অভিযোগ পাওয়া গেছে।

২. সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা হলো বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (বিসিএস) পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় তিন ধাপে (প্রিলিমিনারি, লিখিত ও মৌখিক) উত্তীর্ণ হয়েও গোয়েন্দা প্রতিবেদনে আপত্তি থাকায় গত ১০টি বিসিএস পরীক্ষায় চুড়ান্তভাবে উত্তীর্ণ মেধাবীদের মধ্যে থেকে ২৩০ জনকে নিয়োগ দেয়া হয়নি। 'রাজনৈতিক বিবেচনায়' তাঁরা নিয়োগ পাচ্ছেন না বলে বঞ্চিত ব্যক্তিরা অভিযোগ করেছেন। গোয়েন্দা প্রতিবেদনে নিয়োগ বঞ্চিতদের ব্যাপারে বলা হয়েছে যে, প্রার্থী বা প্রার্থীদের নিকটাত্মীয়রা সরকারবিরোধী রাজনৈতিক মতাদর্শের সমর্থক এবং তাঁদের ব্যাপারে জনমনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া রয়েছে।[২৫]

নির্বাচনী ব্যবস্থা ও নির্বাচন কমিশন

৩. ২০১৪ সাল থেকে বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণভাবে অকার্যকর করে দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশ জাতিসংঘের নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তিতে[২৬] (আইসিসিপিআর) অনুস্বাক্ষর করলেও অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনী ব্যবস্থাকে অকার্যকর করার মধ্যে দিয়ে তা লঙ্ঘন করা হচ্ছে। জনগণের ভোটাধিকার রক্ষার দায়িত্ব সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে নির্বাচন কমিশনের। কে এম নূরুল হুদা'র নেতৃত্বাধীন বর্তমান নির্বাচন কমিশন একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ক্ষমতাসীনদলের পক্ষে ব্যাপক পক্ষপাতিত্বমূলক আচরণ করার মধ্যে দিয়ে অকার্যকর প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।[২৭] এই ধরনের প্রহসনমূলক নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের ভোটাধিকার হরণ করে ক্ষমতায় আসে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন জোট। নির্বাচনী ব্যবস্থা ও নির্বাচন কমিশনের প্রতি জনগণ আস্থা হারিয়ে ফেলায় এর প্রতিফলন ঘটে পরবর্তীতে অনুষ্ঠিত স্থানীয় সরকার নির্বাচনগুলোতে। ২০১৯ সালের ১০ মার্চ থেকে ১৮ জুন পর্যন্ত দেশের ৪৮০টি[২৮] উপজেলার নির্বাচন পাঁচটি ধাপে অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান বিরোধীদল বিএনপি এবং বাম রাজনৈতিক দলগুলো এই নির্বাচন বয়কট করায় ক্ষমতাসীনদল আওয়ামী লীগ ও তার শরীক রাজনৈতিক দলগুলো এই নির্বাচনে দলীয়ভাবে প্রার্থী দিয়ে অংশ নেয়। অধিকাংশ উপজেলায় আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী এবং আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী প্রার্থীরা স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। এরই মধ্যে ১২০টি উপজেলায় বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় আওয়ামী লীগ মনোনীত চেয়ারম্যান প্রার্থীরা বিজয়ী হন।[২৯] এই নির্বাচনগুলোতে ভোটার উপস্থিতি ছিল নজীরবিহীনভাবে কম।[৩০]

---

[২৫] নয়াদিগন্ত, ৩১ অক্টোবর ২০১৯; http://www.dailynayadiganta.com/first-page/452430

[২৬] এই চুক্তির ২৫(খ) অনুচ্ছেদে সার্বজনীন ও সম ভোটাধিকারের ভিত্তিতে এবং নির্বাচকদের অবাধে মতপ্রকাশের নিশ্চয়তা প্রদানের মাধ্যমে গোপন ব্যালটে নির্দিষ্ট সময়ান্তরে অনুষ্ঠিত সুষ্ঠু নির্বাচনে ভোট দান করা ও নির্বাচিত হওয়ার কথা রয়েছে।

[২৭] নয়াদিগন্ত, ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮; http://www.dailynayadiganta.com/more-news/376801; http://www.dailynayadiganta.com/last-page/376825/; প্রথম আলো, ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮; https://epaper.prothomalo.com/?mod=1&pgnum=7&edcode=71&pagedate=2018-12-31;

[২৮] প্রথম আলো, ৮ মার্চ ২০১৯; https://epaper.prothomalo.com/?pagedate=2019-3-8&edcode=71&subcode=71&mod=1&pgnum=1&type=a

[২৯] প্রথম আলো, ২৭ মার্চ ২০১৯; https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1585543/

ভোটকেন্দ্রে ভোটার উপস্থিতি অত্যন্ত কম হলেও নির্বাচন চলাকালে অনেক জায়গাতেই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে এবং আওয়ামী লীগ মনোনীত চেয়ারম্যান প্রার্থীদের বিরুদ্ধে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মতো আগের রাতে ব্যালট পেপারে সিল মারা [৩১], ব্যালট পেপার ছিনতাই করা, ইভিএম মেশিন ভাংচুর[৩২] ও কেন্দ্র দখল করার অভিযোগ পাওয়া যায়।[৩৩]

নাটোরের লালপুরে ভোটারশূন্য ওয়ালিয়া উচ্চবিদ্যালয় কেন্দ্রের একটি বুথে ঘুমাচ্ছেন একজন পোলিং এজেন্ট। ছবিঃ প্রথম আলো ১১ মার্চ ২০১৯

উপজেলা নির্বাচনে পঞ্চগড় সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ভোটকেন্দ্র প্রায় নির্জন ও ভোটার শূন্য। সকাল ১১ টা পর্যন্ত ৪১৪৯ জন ভোটারের মধ্যে মাত্র ৩৫৯ জন ভোটার ভোট দেন। ছবিঃ ডেইলি স্টার, ১১ মার্চ ২০১৯

[৩০] ফেনীর ছাগলনাইয়া উপজেলা নির্বাচনে জাফর ইমাম আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে (মহিলা ভোট কেন্দ্র) মোট ভোটার সংখ্যা ২ হাজার ১৭৫ জন। কিন্তু ভোট পড়েছে মাত্র ৪টি। যুগান্তর, ১৯ জুন ২০১৯; https://www.jugantor.com/todays-paper/news/189371/

[৩১] প্রথম আলো, ২৫ মার্চ ২০১৯; https://epaper.prothomalo.com/?pagedate=2019-3-25&edcode=71&subcode=71&mod=1&pgnum=1&type=a

[৩২] প্রথম আলো, ১৯ জুন ২০১৯; https://epaper.prothomalo.com/?pagedate=2019-6-19&edcode=71&subcode=71&mod=1&pgnum=1&type=a

[৩৩] নয়াদিগন্ত, ১১ মার্চ ২০১৯; http://www.dailynayadiganta.com/first-page/394476

রামগঞ্জ উপজেলার ভাটরা ইউনিয়নের পাচঁরুখী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে উপজেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি আজাদ শেখ (ডানে) ও ওয়ার্ড মেম্বার ইসমাইল হোসেন দুলালের (বামে) নেতৃত্বে সরকারদলীয় নেতাকর্মীরা ব্যালট পেপার ছিনিয়ে নিয়ে গণহারে নৌকা প্রতীকে সিল মারেন। ছবিঃ নয়াদিগন্ত, ২৫ মার্চ ২০১৯

একদল যুবক জালভোট দিয়ে চলে যাওয়ার পর নির্বাচনী কর্মকর্তা সিল মারা ব্যালট হাতে নিয়ে বসে আছেন। কুমিল্লা বুড়িচং উপজেলার নিমসার উচ্চবিদ্যালয় কেন্দ্রে। ছবিঃ প্রথম আলো, ১ এপ্রিল ২০১৯

দুর্নীতির ব্যাপকতা এবং দুর্নীতি দমন কমিশন

৪. বাংলাদেশে প্রতিটি ক্ষেত্রে দুর্নীতি ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। এর প্রভাবে দেশের সাধারণ জনগণের জীবন-জীবিকা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। অধিকাংশ সংবাদমাধ্যম বিশেষত ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াগুলো সরকার সমর্থক হওয়ায় তারা দুর্নীতির ভয়াবহতা প্রকাশ করছে না। তবে কিছু সংবাদমাধ্যম সাহস করে দুর্নীতির সংবাদ প্রকাশ করেছে। যদিও সংঘটিত দুর্নীতির তুলনায় প্রকাশিত প্রতিবেদনের হার খুবই কম। দীর্ঘ ১১ বছর ধরে বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আছে। দেশে ব্যাপক উন্নয়ন হচ্ছে বলে সরকার জনগণের কাছে ধারণা দেয়ার চেষ্টা করলেও মূলতঃ উন্নয়নের নামে ব্যাপক লুটপাট, অবৈধ ব্যবসা, টেন্ডারবাজি, চাঁদাবাজি, বিদেশে টাকা পাচার এবং শেয়ারবাজার কারসাজির অভিযোগ রয়েছে ক্ষমতাসীনদলের নেতাকর্মী ও সরকার সমর্থক বিভিন্ন শ্রেণী পেশার ব্যক্তি এবং সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিরুদ্ধে।

৫. ২০১৯ সালের এপ্রিল থেকে নভেম্বর পর্যন্ত সাত মাসে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) এর বাজার মূলধন ৬৫ হাজার কোটি টাকা উধাও হয়ে গেছে। ফলে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অসংখ্য মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন।[৩৪] এই পরিস্থিতিতে দেশে কোটিপতির তালিকায় প্রতি বছর গড়ে সাড়ে পাঁচ হাজার ব্যক্তি নুতন করে যুক্ত হচ্ছেন বলে জানা গেছে। ২০১৯ সালের মার্চ মাস শেষে ব্যাংক খাতে কোটিপতি আমানতকারী সংখ্যা ৭৬ হাজার ২৮৬ জন। ২০০৯ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত ব্যাংক খাতে আমানতকারী ছিলেন ১৯ হাজার ৬৩৬ জন। এই হিসেবে গত ১০ বছরে ৫৬ হাজার ৬৫০ ব্যক্তি নতুন করে কোটিপতির তালিকায় নাম লিখিয়েছেন। কোটিপতির সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায় ধনী-দরিদ্রের মধ্যে অসমতা প্রকট আকার ধারণ করেছে।[৩৫] এছাড়া অবৈধভাবে উপার্জিত এই সমস্ত অর্থ বিদেশে পাচার করা হচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। প্রতি বছর দেশ থেকে ৭৫ হাজার কোটি টাকা বিদেশে পাচার হচ্ছে।[৩৬] সুইজারল্যান্ডের বিভিন্ন ব্যাংকে (সুইস ব্যাংক) বাংলাদেশীদের অর্থ জমার পরিমান বছরের পর বছর বাড়ছে। ২০০৯ সালে জমার পরিমাণ ছিল ১৪ কোটি ৯০ লাখ সুইস ফ্র্যাংক তা ২০১৮ সালে এসে দাঁড়িয়েছে ৬১ কোটি ৭৭ লাখ ফ্র্যাংক, যা বাংলাদেশী মুদ্রায়[৩৭] ৫ হাজার ৩৭৩ কোটি টাকা।[৩৮] সেপ্টেম্বর মাসে অবৈধভাবে ক্যাসিনো চালানোসহ বিভিন্ন দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগে আওয়ামী যুবলীগের ঢাকা দক্ষিণের সভাপতি ইসমাইল হোসেন সম্রাট, সাংগঠনিক সম্পাদক খালেদ মোহাম্মদ ভূঁইয়া, কেন্দ্রীয় কমিটির সমবায় বিষয়ক সম্পাদক জি কে শামিমসহ কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হয়। পুলিশ ও ক্ষমতাসীনদলের নেতারা এই সমস্ত অবৈধভাবে অর্জিত টাকার ভাগ পেতেন বলে জানা গেছে। এরমধ্যে উচ্চ পর্যায়ের রাজনৈতিক নেতা ও আমলারাও রয়েছেন। এই যুব নেতারা তাঁদের অবৈধভাবে অর্জিত কোটি কোটি টাকা বিদেশে পাচার করেছেন বলেও অভিযোগ রয়েছে।[৩৯]

৬. আইনানুযায়ী দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)[৪০] একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান হলেও সরকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যাংকের বিপুল পরিমান টাকা আত্মসাৎ এবং বিদেশে পাচারসহ দুর্নীতির অভিযোগ থাকলেও দুদক তেমন কোন কার্যকর ব্যবস্থা নিতে পারছে না। উপরন্তু বিভিন্ন সময়ে দুদকের কর্মকর্তাদের

[৩৪] যুগান্তর, ৪ নভেম্বর ২০১৯; https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/239905/
[৩৫] নয়াদিগন্ত, ৫ অক্টোবর ২০১৯; http://www.dailynayadiganta.com/first-page/445520/
[৩৬] যুগান্তর, ৮ সেপ্টেম্বর ২০১৯; https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/218415/
[৩৭] প্রতি সুইস ফ্র্যাংক ৮৭ টাকা হিসেবে
[৩৮] যুগান্তর, ২৮ জুন ২০১৯; https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/192760
[৩৯] যুগান্তর, ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৯; https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/222532/
[৪০] দেশে দুর্নীতি প্রতিরোধের লক্ষ্যে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ (সংশোধিত) ২০১৬ এর ৩ (২) অনুচ্ছেদে বলা আছে, 'এই কমিশন একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ কমিশন হইবে'।

বিরুদ্ধে ঘুষ নেয়াসহ ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া গেছে।[৪১] এছাড়া দুদকের কবলে পড়ে সাধারণ মানুষকে নাজেহাল হতে হয়েছে এবং নিরপরাধ মানুষকে দীর্ঘদিন কারাগারে আটক রাখারও উদাহরণ রয়েছে।[৪২] এদিকে ১৮ জুলাই জেলা প্রশাসকদের সম্মেলনে দুদক চেয়ারম্যান ইকবাল মাহমুদ বলেছেন, জেলা প্রশাসকদের সংশ্লিষ্ট জেলার সার্বিক প্রশাসনিক কার্যক্রম তত্ত্বাবধানের অংশ হিসেবে মাঠ পর্যায়ে দুদকের কার্যক্রম দেখভাল করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।[৪৩] এর ফলে মাঠ পর্যায়ে প্রশাসনকেন্দ্রিক দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত কর্মকর্তাদের তদন্ত ও বিচারের আওতায় আনার ক্ষেত্রে দুদকের ওপর অর্পিত ও প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্ব বাধাগ্রস্ত হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

৭. মানবাধিকার কমিশন আইন অনুযায়ী একটি স্বাধীন মানবাধিকার কমিশন গঠন করার কথা থাকলেও তা অনুসরণ করা হয়নি। ফলে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকার তার অনুগত ব্যক্তিদের নেতৃত্বে কমিশন গঠন করে এটিকে একটি সরকারের আজ্ঞাবহ প্রতিষ্ঠানে[৪৪] পরিণত করেছে। দেশে ব্যাপকভাবে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, গুম, নির্যাতন এবং মতপ্রকাশ ও সভা-সমাবেশের স্বাধীনতা হরণসহ বিভিন্ন ধরনের মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটলেও এগুলোকে পাশ কাটিয়ে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে সাধারণ প্রকৃতির অপরাধ, জমি-জমা সংক্রান্ত বিরোধ, চাঁদাবাজি, মাদকের অপব্যবহারসহ জনগণের সেবা সংক্রান্ত বিষয়গুলো নিয়ে ব্যস্ত থাকতে দেখা গেছে।[৪৫] ফলে দাতাসংস্থাগুলো মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে ভূমিকা রাখতে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে যে বিপুল পরিমাণ অর্থায়ন করছে; তার কোন সুফল পাওয়া যায়নি। দেশে ব্যাপক মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলো নিয়ে যেসব মানবাধিকারকর্মী সোচ্চার রয়েছেন তাঁদের ওপর সরকারের বিভিন্ন সংস্থা এবং ক্ষমতাসীনদলের কর্মীদের নজরদারি, হুমকি ও হামলার ব্যাপারে এই কমিশন নিষ্ক্রিয় থেকেছে।

৮. ২০১৯ সালের ২২ সেপ্টেম্বর কাজী রিয়াজুল হকের নেতৃত্বাধীন কমিশনের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে সাবেক সিনিয়র সচিব নাছিমা বেগম এবং সার্বক্ষণিক সদস্য হিসেবে সাবেক সচিব ড. কামাল উদ্দিন আহমেদসহ পাঁচ সদস্যকে নিয়োগ দিয়ে এক প্রজ্ঞাপন জারি করে আইন মন্ত্রণালয়।[৪৬] সরকারের আজ্ঞাবহ সাবেক সরকারি কর্মকর্তাদের নিয়োগ দিয়ে মানবাধিকার কমিশন গঠন করা হয়েছে। ফলে তাঁরা মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়ে নিরব থেকেছেন এবং মানবাধিকার কমিশনকে একটি ব্যর্থ প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছেন।

[৪১] অবৈধ সম্পদ অর্জনসহ নানা দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত পুলিশের ডিআইজি মিজানুর রহমান মিজান দুদক পরিচালক খন্দকার এনামুল বাসেরের বিরুদ্ধে তাঁর কাছ থেকে ঘুষ নেয়ার অভিযোগ করেছেন।

[৪২] মানবজমিন, ৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৯; http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=157885&cat=3

[৪৩] মানবজমিন, ২০ জুলাই ২০১৯; http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=182060&cat=3/

[৪৪] ২০১৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর নজিরবিহীন কারচুপি, প্রহসন ও মানবাধিকার লংঘনের মধ্য দিয়ে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলেও জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান কাজী রিয়াজুল হক ২০১৯ সালের ১ জানুয়ারি এক সংবাদ সম্মেলন করে, একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মানবাধিকার লঙ্ঘনের মতো ঘটনা ঘটেনি বলে মতামত দেন। তিনি বলেন নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হয়েছে। এছাড়া ৩০ ডিসেম্বর নির্বাচনের দিন নোয়াখালীর সুবর্ণচরে বিএনপির প্রার্থীকে ধানের শীষে ভোট দেয়ার কারণে সুবর্ণচর আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা বিএনপির এক কর্মীর স্ত্রীকে গণধর্ষণ করে। এই ব্যাপারে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে। তদন্ত কমিটির রির্পোটের বরাত দিয়ে কমিশনের চোরম্যান কাজী রিয়াজুল হক বলেন, সুবর্ণচরে ধর্ষণ ও গুরুতর আঘাতের সঙ্গে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের কোনো সম্পর্ক আছে বলে প্রমাণ পায়নি কমিশনের তদন্ত কমিটি।

[৪৫] নিউ এজ, ১০ ডিসেম্বর ২০১৯; http://www.newagebd.net/article/93186/

[৪৬] মানবজমিন, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৯; https://www.mzamin.com/article.php?mzamin=191493

খ. রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন ও দায়মুক্তি

৯. ২০১৮ সালে বাংলাদেশ চতুর্থবারের মত জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচিত হয়। ২০১৮ সালের ৭ জুন মানবাধিকার কাউন্সিলের প্রার্থীতার অংশ হিসাবে নির্বাচনের আগে জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনের সভাপতির কাছে প্রেরিত চিঠিতে বাংলাদেশ সরকার মানবাধিকার সংশ্লিষ্ট অংগীকার ও প্রতিশ্রুতিপত্র জমা দিয়েছিল।[৪৭] কিন্তু সে অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে সরকার ২০১৯ সালেও গুম, বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, নির্যাতন, মতপ্রকাশ ও সভা-সমাবেশে বাধাসহ ব্যাপক মানবাধিকার লঙ্ঘন করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

১০. জাতিসংঘের নির্যাতনবিরোধী সনদ অনুমোদন করার ২০ বছর পর বাংলাদেশ[৪৮] প্রথম বারের মত ২০১৯ সালের ২৩ জুলাই প্রাথমিক প্রতিবেদন জমা দিলে বাংলাদেশের নির্যাতন বিষয়ক পরিস্থিতির ওপর ৩০ ও ৩১ জুলাই নির্যাতনবিরোধী কমিটি পর্যালোচনা করে। কমিটির চূড়ান্ত পর্যবেক্ষণে বলা হয়, বাংলাদেশে নির্যাতনের অভিযোগ যথাযথ বা পর্যাপ্তভাবে তদন্ত হয় না এবং নির্যাতনের শিকার ব্যক্তির পরিবারের অভিযোগ গ্রহণে পুলিশ প্রায়ই অস্বীকৃতি জানায়। এমনকি অভিযোগকারী পরিবারগুলোকে পরে হুমকি, হয়রানি ও প্রতিশোধমূলক পদক্ষেপের শিকার হতে হয়। কমিটি র‍্যাবের বিরুদ্ধে নির্যাতন, নির্বিচারে গ্রেফতার, অঘোষিত আটক, গুম এবং তাদের হেফাজতে থাকাকালীন বিচারবহির্ভূত হত্যার বিশ্বাসযোগ্য অভিযোগ রয়েছে বলে উল্লেখ করেছে।[৪৯]

বিচারবহির্ভুত হত্যাকাণ্ড

১১. ২০১৯ সালে ব্যাপকভাবে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে । এই সময়ে **প্রতিদিন গড়ে একজনের বেশি ব্যক্তি বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন**। উল্লেখ্য, আইনপ্রয়োগকারী সংস্থা বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের ঘটনাগুলোকে ‘ক্রসফায়ার’, ‘বন্দুকযুদ্ধ’, ‘শুটআউট’ নামে অবিহিত করে থাকে। ২০১৮ সালের ১৫ মে থেকে দেশব্যাপী মাদকবিরোধী অভিযান শুরু করার পর থেকে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ব্যাপক আকার ধারণ করে, যা ২০১৯ সালে অব্যাহত ছিল। বেশরিভাগ ক্ষেত্রেই নিহত ব্যক্তিকে তাঁর বাসস্থান থেকে আটক করে নিয়ে যাওয়ার পর পরবর্তীতে তিনি ‘বন্দুকযুদ্ধে’ নিহত হয়েছেন। কিন্তু আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরা বিষয়টি অস্বীকার করেছেন। ‘বন্দুকযুদ্ধের’ ঘটনাগুলো সর্ম্পকে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার বক্তব্য ও মামলার এজাহার বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, প্রতিটি ঘটনার বর্ণনা প্রায় একই রকম।[৫০] এই সময় মাদকবিরোধী অভিযানের নামে অনেক নিরীহ মানুষকে হয়রানি করা হয় এবং কোন কোন কর্মকর্তা ‘ক্রসফায়ারের’ ভয় দেখিয়ে বা মামলায় ফাঁসিয়ে দিয়ে টাকা আদায় করেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। জমি-জমা বা অর্থনৈতিক বিরোধ নিয়ে প্রতিপক্ষকে রাজনৈতিক প্রভাবে এবং অর্থের বিনিময়ে ‘বন্দুকযুদ্ধের’ মাধ্যমে হত্যা করারও অভিযোগ রয়েছে।

১২. ***অধিকার* এর তথ্যানুযায়ী জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত ৩৯১ জন বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার ৩৯১ জনের মধ্যে ৩৭৬ জন ক্রসফায়ার/**

---

[৪৭] A/73/90; https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/73/90

[৪৮] ১৯৯৮ সালের ৫ অক্টোবর বাংলাদেশ জাতিসংঘের নির্যাতন বিরোধী সনদ অনুমোদন করে বাংলাদেশ।

[৪৯] প্রথম আলো, ১০ অগাস্ট ২০১৯; https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1608889/ Concluding observations on the initial report of Bangladesh, CAT/ C/BGD/CO/1

[৫০] প্রথম আলো, ২৮ অগাস্ট ২০১৯; https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1611486/

বন্দুকযুদ্ধ/ শুটআউটে নিহত হয়েছেন। এছাড়া ৬ জন পুলিশের নির্যাতনে মারা গেছেন। এই সময়ে ৮ জন গুলিতে ও ১ জন পুলিশের পিটুনিতে নিহত হয়েছেন।

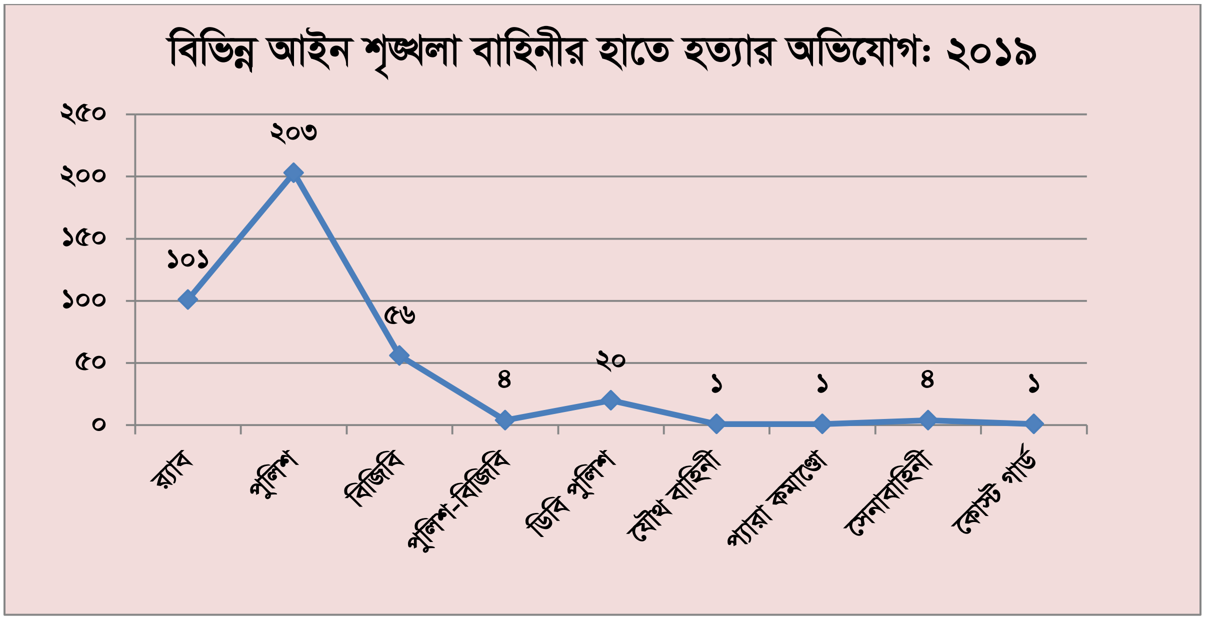

চার্টঃ ১

কক্সবাজার জেলার টেকনাফের সাতঘড়িয়াপাড়ায় ১১ এপ্রিল কাশেম ও ২০ জুলাই মোহাম্মদ হোসেন নামে দুই ভাই পুলিশের সঙ্গে কথিত বন্দুকযুদ্ধে নিহত হন। হোসেনের স্ত্রী সানজিদা বেগম বলেন, তাঁর স্বামী কৃষিকাজ করতেন। ২০ জুলাই দুপুরে সাদা পোশাকের পুলিশ তাঁকে ধরে নিয়ে যায়। পরদিন পুলিশের সঙ্গে 'ক্রসফায়ারে' হোসেনের নিহত হওয়ার খবর পান তিনি। নিহতের স্বজন ও এলাকাবাসী জানিয়েছেন, কাশেম-হোসেনদের পরিবারের সঙ্গে এলাকার মোহাম্মদ আলম ওরফে বাবুল এবং তাঁর ভাই আওয়ামী ওলামা লীগ নেতা মৌলভী বদিউল আলমের জমি-জমা নিয়ে বিরোধ ছিল।[৫১] *১২ সেপ্টেম্বর সিলেটের জকিগঞ্জ উপজেলার মানকিপুর ইউনিয়নের আবদুল বাছিত নামে এক ব্যক্তিকে জকিগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মীর মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন ফোন করে ডেকে নেয়। এরপর তাঁকে হাতকড়া পরিয়ে গাড়িতে তুলে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরিয়ে ভোর রাত আনুমানিক আড়াইটায় রারাই গ্রামে ভারত সীমান্তসংলগ্ন সড়কে নিয়ে যায় এবং হাতবাঁধা অবস্থায় বাছিতকে দৌড়াতে বলে ওসি মীর মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন ও এসআই মিজান। এই সময় বাছিত 'বাঁচাও' 'বাঁচাও' বলে চিৎকার করলে টহলরত বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)র সদস্যরা এগিয়ে আসলে তাঁকে আর হত্যা করা সম্ভব হয় নাই। পরবর্তীতে বাছিতকে একটি ডাকাতি মামলায় আদালতে পাঠানো হলে আদালত তাঁকে কারাগারে পাঠায়। বাছিতের স্ত্রী রুমা বেগম অভিযোগ করেন, পুলিশ অর্থের বিনিময়ে তাঁর স্বামীকে 'ক্রসফায়ারে' হত্যা করার চেষ্টা করেছিল।*[৫২]

[৫১] প্রথম আলো, ২৮ অগাস্ট ২০১৯; https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1611486/
[৫২] যুগান্তর, ১৪ অক্টোবর ২০১৯; https://www.jugantor.com/todays-paper/news/231713/

১৩. বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের আরেকটি ধরন হলো, গুরুত্বপূর্ণ অপরাধমূলক ঘটনাগুলোর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অভিযুক্তদের ‘বন্দুকযুদ্ধ’ বা ‘ক্রসফায়ারের’ নামে হত্যা করা। ঘটনার সঙ্গে যুক্ত মূল অপরাধীকে আড়াল করার জন্য এই বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের ঘটনাগুলো ঘটছে বলে অভিযোগ রয়েছে। ফলে প্রকৃত সত্য জানার সুযোগ হারিয়ে যাচ্ছে। এমনকি আত্মসমর্পণের পরেও আটক ব্যক্তি ‘বন্দুকযুদ্ধে’ নিহত হয়েছেন।

ক্রসফায়ার/ বন্দুকযুদ্ধ/ শুটআউট: ২০১৯

মাস	র‍্যাব	পুলিশ	ডিবি পুলিশ	সেনাবহিনী	বিজিবি	পুলিশ-বিজিবি	যৌথ বাহিনী	কোস্টগার্ড	মোট
জানুয়ারি	৭	১৬	০	০	২	১	০	০	২৬
ফেব্রুয়ারি	৮	১৬	০	০	৩	০	০	১	২৮
মার্চ	৪	১৭	৩	০	৫	৩	০	০	৩২
এপ্রিল	৯	১৭	১	০	৩	০	১		৩১
মে	১৮	২৩	০	০	৬	০	০	০	৪৭
জুন	১৩	১৬	১	০	৮	০	০	০	৩৮
জুলাই	১১	১৪	২	০	৬	০	০	০	৩৩
অগাস্ট	৭	১৮	৩	৪	৫	০	০	০	৩৭
সেপ্টেম্বর	৭	২২	৪	০	৪	০	০	০	৩৭
অক্টোবর	৯	১৪	২	০	৫	০	০	০	৩০
নভেম্বর	২	৯	২	০	৩	০	০	০	১৬
ডিসেম্বর	৬	১১	১	০	৩	০	০	০	২১
মোট	১০১	১৯৩	১৯	৪	৫৩	৪	১	১	৩৭৬

ছক: ১

বরগুনা জেলা শহরে রিফাত শরীফ নামে এক যুবককে হত্যার প্রধান অভিযুক্ত সাব্বির হোসেন ওরফে নয়ন ২ জুলাই সদর উপজেলার পুরাকাটা এলাকায় পায়রা নদীর তীরে পুলিশের গুলিতে নিহত হয়। এই ঘটনার আগে পুলিশ নয়নকে গ্রেফতার করে।[৫৩] *নয়নের মা শাহেদা বেগম অভিযোগ করে বলেন, নয়নকে নির্যাতন করে হত্যা করা হয়েছে। নয়নের শরীর জুড়ে ছিল আঘাতের চিহ্ন। তার হাতের নখ ছিল ওঠানো এবং কান কাটা ছিল। নয়নের মায়ের দাবি, প্রভাবশালী মহলবিশেষকে আড়াল করতেই তাঁর ছেলেকে ‘ক্রসফায়ারে’ হত্যা করা হয়েছে।*[৫৪] *উল্লেখ্য, বরগুনা-১ আসনের ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য ধীরেন্দ্র দেবনাথ শম্ভুর ছেলে জেলা আওয়ামী লীগের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক সুনাম দেবনাথ ছিলেন নয়নের পৃষ্ঠপোষক। রাজনৈতিক নেতাদের পাশাপাশি পুলিশের সঙ্গেও ছিলো নয়নের সখ্যতা এবং তাঁদের সহায়তায় নয়ন শহরে বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড চালাতো।*[৫৫]

[৫৩] যুগান্তর, ২ জুলাই ২০১৯; https://www.jugantor.com/country-news/194498/
[৫৪] বাংলাদেশ প্রতিদিন, ২৪ জুলাই ২০১৯; https://www.bd-pratidin.com/first-page/2019/07/24/442632
[৫৫] প্রথম আলো, ২৮ জুলাই ২০১৯; https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1606530/

সেপ্টেম্বর মাসে কক্সবাজার জেলার টেকনাফে পুলিশের সঙ্গে 'ক্রসফায়ারে' যুবলীগ নেতা ওমর ফারুক হত্যা মামলায় অভিযুক্ত নুর মোহাম্মদ[৫৬] মোহাম্মদ শাহ, আব্দুস শুক্কুর[৫৭], হাসান[৫৮], মোহাম্মদ আব্দুল করিম, নেসার আহমেদ[৫৯] ও হাবিবুল্লাহ[৬০] নামে ৭ জন রোহিঙ্গা নিহত হয়েছেন।

৪ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রাম শহরের খুলসী থানায় মোহাম্মদ বেলাল (৪৩) নামে এক ব্যক্তি আত্মসমর্পণ করেন। এদিনই রাত ১টায় জালালাবাদ পাহাড়ে পুলিশের সঙ্গে 'বন্দুকযুদ্ধে' বেলাল নিহত হন। পুলিশের দাবি নিহত বেলালের বিরুদ্ধে ১৩টি মামলা রয়েছে।[৬১]

১৪. অনেক ক্ষেত্রে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা দাবী করেছে যে, দুই দল মাদক কারবারীর মধ্যে বন্দুকযুদ্ধে মাদক কারবারীরা নিহত হয়েছে। কিন্তু নিহতদের স্বজনরা অভিযোগ করেছেন যে, তাঁদের স্বজনদের ধরে নিয়ে যাওয়ার পরে তাঁদের আর কোন খোঁজ পাওয়া যায় নাই। পরবর্তীতে তাঁরা নিহত হয়েছেন বলে তাঁরা জানতে পেরেছেন।

মাদক বিরোধী অভিযানে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার হাতে হত্যার অভিযোগের তথ্য: ২০১৯						
মাস	র‍্যাব	পুলিশ	ডিবি পুলিশ	বিজিবি ও পুলিশ	বিজিবি	মোট
জানুয়ারি	৭	১১	০	১	২	২১
ফেব্রুয়ারি	২	৮	০	০	৩	১৩
মার্চ	০	১০	০	৩	৪	১৭
এপ্রিল	৪	৭	১	০	৩	১৫
মে	৫	১৫	০	০	৬	২৬
জুন	৬	৮	১	০	৮	২৩
জুলাই	৫	৮	১	০	৬	২০
অগাস্ট	৪	৩	১	০	৫	১৩
সেপ্টেম্বর	২	১	৩	০	৪	১০
অক্টোবর	০	৮	০	০	৩	১১
নভেম্বর	২	০	১	০	১	৪
ডিসেম্বর	২	৪	১	০	৩	১০
মোট	৩৯	৮৩	৯	৪	৪৮	১৮৩

ছক: ১.১

২৩ অগাস্ট সাতক্ষীরা সদর উপজেলার বাঁকাল ইসলামপুর চরে মনসুর শেখ (৪৫) নামে এক ব্যক্তির গুলিবিদ্ধ লাশ পাওয়া যায়। পুলিশের বক্তব্য মাদক ব্যবসা নিয়ে দুই গ্রুপের গোলাগুলিতে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। অন্যদিকে মনসুরের স্ত্রী

[৫৬] যুগান্তর, ১ সেপ্টেম্বর ২০১৯; https://www.jugantor.com/country-news/216002/
[৫৭] দি ডেইলি স্টার, ২৫ অগাস্ট ২০১৯; https://www.thedailystar.net/top-news/bangladesh-jubo-league-leader-murder-2-rohingyas-killed-in-gunfight-1790092
[৫৮] দি ডেইলি স্টার, ২৭ অগাস্ট ২০১৯; https://www.thedailystar.net/backpage/news/omar-murder-one-more-rohingya-suspect-shot-dead-1791091
[৫৯] নিউ এজ, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৯; https://www.thedailystar.net/frontpage/news/jubo-league-man-murder-two-more-accused-killed-gunfight-1799668
[৬০] নিউ এজ, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৯; http://www.newagebd.net/article/84687/another-rohingya-killed-in-gunfight
[৬১] যুগান্তর, ৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯; https://www.jugantor.com/country-news/217491/

শাহনাজ খাতুনের দাবী, ২২ অগাস্ট দুপুরে পুলিশ তাঁর স্বামীকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যায়। এরপর তাঁর কয়েকজন আত্মীয় পুরাতন সাতক্ষীরা পুলিশ ফাঁড়িতে গিয়ে মনসুরের সঙ্গে দেখাও করেন।[৬২]

নির্যাতন ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের জবাবদিহিতার অভাব

১৫. ২০১৯ সালে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের বিরুদ্ধে নাগরিকদের গুলি করে হত্যা, গ্রেফতার, হয়রানি, চাঁদা আদায় ও তাঁদের ওপর নির্যাতন করার অভিযোগ পাওয়া গেছে। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে দমন করার কাজে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে ব্যবহার করার কারণে এইসব বাহিনীর সদস্যরা অত্যন্ত বেপরোয়া হয়ে উঠে এবং তারা দায়মুক্তি ভোগ করেছে। এটি প্রতিষ্ঠিত যে, পুলিশ রিমান্ডে নিয়ে নির্যাতন এবং অমানবিক আচরণ করে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি আদায় করে থাকে।[৬৩] ২০১৩ সালে 'নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন পাস হলেও দেশে যে ব্যাপক নির্যাতন চালানো হয়েছে সেই তুলনায় মামলা দায়েরের সংখ্যা খুবই কম। ভয় ও হুমকির কারণে নির্যাতিত ব্যক্তি বা ব্যক্তির পরিবার এই আইনে মামলা করতে পারেন নাই বলে অভিযোগ রয়েছে। আবার মামলা করলেও হুমকির মুখে মামলা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়েছেন এবং নির্যাতিত ব্যক্তিকেই আদালতের মাধ্যমে সাজা দেয়া হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, খুলনার খালিশপুর থানা হেফাজতে থাকা অবস্থায় নির্যাতনের কারণে দুই চোখ হারিয়ে অন্ধ শাহজালালকে[৬৪] 'ছিনতাইয়ের' মামলায় ৪ নভেম্বর দুই বছরের কারাদণ্ড ও পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন খুলনার মহানগর হাকিমের বিচার আদালত-১ এর (দ্রুতবিচার) বিচারক আমিরুল ইসলাম।[৬৫]

১৬. অনেক ক্ষেত্রে নির্যাতনের ফলে হেফাজতে আটক ব্যক্তি মারা গেলে সেই মৃত্যুকে ধামাচাপা দেয়ার জন্য 'আত্মহত্যা' বলে প্রচার করা হয় বলে অভিযোগ রয়েছে। ২০১৯ সালে এরকম ঘটনায় স্থানীয় জনসাধারণ থানা ও পুলিশ তদন্ত কেন্দ্র ঘেরাও করে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের বিরুদ্ধে নির্যাতন করে হত্যার অভিযোগ এনে বিক্ষোভ করে।

গত ১০ অগাস্ট মামুন (২৩) নামে এক যুবককে গরু চুরির সঙ্গে যুক্ত থাকার সন্দেহে নীলফামারী পুলিশ গ্রেফতার করার পর তিনি থানা হাজতে মারা যান। পুলিশ জানায়, মামুন থানা হাজতে কাঁথা ছিঁড়ে রশি বানিয়ে তা ভেন্টিলেটারের রডের সঙ্গে ঝুলিয়ে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। কিন্তু নিহতের স্বজন এবং এলাকাবাসী মামুনকে পুলিশ পিটিয়ে হত্যা করেছে বলে দাবি করে থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ করেন।[৬৬]

---

[৬২] যুগান্তর, ২৪ অগাস্ট ২০১৯; https://www.jugantor.com/todays-paper/news/212773/

[৬৩] ১৯৯৮ সালের ২৩ জুলাই ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের ছাত্র শামীম রেজা রুবেলকে ৫৪ ধারায় গ্রেফতারের পরদিন ডিবি কার্যালয়ে তাঁর মৃত্যু হয়। এই ঘটনায় বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) ফৌজদারি কার্যবিধির ৫৪ ও ১৬৭ ধারা চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে রিট করে। ২০০৩ সালে হাইকোর্ট এক রায়ে ৫৪ ও ১৬৭ ধারার কিছু বিষয় সংবিধানের কয়েকটি অনুচ্ছেদের সঙ্গে সাংঘর্ষিক ঘোষণা করেন। ৫৪ ধারায় গ্রেফতার ও হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের প্রচলিত বিধি ছয়মাসের মধ্যে সংশোধন করতে বলেন। এই রায়ের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপক্ষের করা আপিল খারিজ করে দেন আপিল বিভাগ এবং পরবর্তীতে ২০১৬ সালের ১০ নভেম্বর ১৯ দফা নির্দেশনা সংবলিত একটি নীতিমালা প্রণয়ন করে দেন। https://www.blast.org.bd/content/pressrelease/10-11-2016-press-release-54-en.pdf

[৬৪] ২০১৭ সালের ১৮ জুলাই শাহজালাল খুলনা মহানগরীর নয়াবাটি রেললাইন বস্তি কলোনির শ্বশুরবাড়ি থেকে রাত ৮টায় শিশুর দুধ কেনার জন্য ঐ বাসার পার্শ্ববর্তী দোকানে যান। এই সময় খালিশপুর থানার তৎকালীন ওসি নাসিম খানের নির্দেশে তাঁকে থানায় ডেকে নেয়া হয়। পরিবারের সদস্যরা থানায় গেলে ওসি তাকে ছাড়ানোর জন্য দেড় লাখ টাকা দাবি করেন। দাবি করা টাকা দিতে ব্যর্থ হওয়ায় রাত সাড়ে ১১টার দিকে পুলিশ কর্মকর্তারা শাহজালালকে পুলিশের গাড়িতে করে বাইরে নিয়ে যায়। পরদিন ১৯ জুলাই খুলনা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে গিয়ে তাঁকে দুটি চোখ উপড়ানো অবস্থায় দেখতে পান পরিবারের সদস্যরা। এ সময় শাহজালাল জানান, পুলিশ কর্মকর্তারা তাঁকে গাড়িতে করে গোয়ালখালী হয়ে বিশ্ব রোডের (খুলনা বাইপাস সড়ক) নির্জন স্থানে নিয়ে যায়। সেখানে তাঁর হাত-পা চেপে ধরে এবং মুখের মধ্যে গামছা ঢুকিয়ে স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে দ'চোখ উপড়ে ফেলে। শাহজালালের পরিবার নির্যাতনের জন্য পুলিশের বিরুদ্ধে 'নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইনে মামলাা দায়ের করলেও পরবর্তীতে পুলিশের চাপে মামলা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হন।

[৬৫] চোখ হারানো সেই যুবকের কারাদণ্ড/ প্রথম আলো, ৫ নভেম্বর ২০১৯ এবং *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার কর্মীর প্রতিবেদন

[৬৬] যুগান্তর, ১১ অগাস্ট ২০১৯; https://www.jugantor.com/country-news/209393/

থানা ঘেরাও করে এলাবাসীর বিক্ষোভ। ছবিঃ যুগান্তর ১১ আগস্ট ২০১৯

১৭. ১৮ অক্টোবর ভোলায় কলেজ ছাত্র বিপ্লব চন্দ্র শুভর ফেসবুক ম্যাসেঞ্জারে ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে কটুক্তি করে বার্তা পাঠানোর অভিযোগে বিপ্লবের শাস্তির দাবিতে বিক্ষোভ শুরু হয়। ২০ অক্টোবর বিপ্লবের শাস্তির দাবিতে বোরহানউদ্দিন ঈদগাহ মাঠের আশে পাশে হাজার হাজার মানুষ জমায়েত হয়ে বিক্ষোভ করতে থাকে। এই সময় ইমামদের গ্রেফতার করা হয়েছে বলে খবর ছড়িয়ে পড়লে জনতার সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ বাঁধে। এই সময় পুলিশের গুলিতে ৪ জন নিহত হন এবং পুলিশের ১০ সদস্যসহ দেড় শতাধিক মানুষ আহত হন। [৬৭]

গুম

১৮. বাংলাদেশে গুমের ঘটনাগুলোর সঙ্গে রাষ্ট্রীয় বাহিনীগুলোর জড়িত থাকার প্রমাণ[৬৮] পাওয়া গেলেও সরকারের উচ্চমহল থেকে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রতিনিয়ত এই বিষয়টি অস্বীকার করা হচ্ছে। জাতিসংঘের নির্যাতনবিরোধী কমিটি বাংলাদেশের ওপর প্রতিবেদন পর্যলোচনার সময় সরকার গুমের বিষয়টি অস্বীকার

[৬৭] প্রথম আলো, ২১ অক্টোবর ২০১৯; https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1620209

[৬৮] গুম হয়ে যাওয়া সাতক্ষীরার মোখলেছুর রহমান জনির স্ত্রী জেসমিন নাহার রেশমা ২০১৭ সালের ২ মার্চ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে তার স্বামীকে ফিরে পাওয়ার জন্য একটি রিট পিটিশন দায়ের করেন। এই রিট আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গত ১৬ মে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি কাজী রেজা-উল হক ও বিচারপতি মোহাম্মদ উল্লাহর সমন্বয়ে গঠিত ডিভিশন বেঞ্চ মোখলেছুর রহমান জনির ব্যাপারে ৩ জুলাইয়ের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য সাতক্ষীরার চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটকে নির্দেশ দেন। সাতক্ষীরা জেলার সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট হাবিবুল্লাহ মাহমুদ ৪ জুলাই ২০১৭ একটি তদন্ত প্রতিবেদন হাইকোর্টে দাখিল করেন যেখানে বলা হয়েছে যে, সাতক্ষীরা পুলিশের এসপি মোহাম্মদ আলতাফ হোসেন এবং সাতক্ষীরা সদর থানার সাবেক ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ইমদাদুল হক শেখ ও সাবেক এসআই হিমেল হোসেন মোখলেছুর রহমান জনি নামে একজন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসককে গ্রেফতার করার পর তাঁকে গুম করার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তদন্ত প্রতিবেদনে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ইমদাদুল হক শেখ ও এসআই হিমেল হোসেন সরাসরি এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত রয়েছেন বলে উল্লেখ আছে। (http://www.newagebd.net/article/19321/) আরেকটি ঘটনার ক্ষেত্রে নারায়ণগঞ্জে ৭ ব্যক্তিকে গুম করার পর হত্যা করার অপরাধে ২০১৭ সালের ১৬ জানুয়ারি নারায়ণগঞ্জ জেলা ও দায়রা জজ সৈয়দ এনায়েত হোসেন এক রায়ে র‍্যাব-১১ এর অধিনায়ক লে.কর্নেল (অব.) তারেক সাইদসহ ১৬ জন র‍্যাব কর্মকর্তা ও সদস্যসহ ২৬ জন অভিযুক্তকে ফাঁসির আদেশ দেন। (https://www.jugantor.com/news-archive/first-page/2017/01/17/93821/)

করে। কিন্তু নির্যাতনবিরোধী কমিটি তাদের চূড়ান্ত পর্যবেক্ষণে অঘোষিত আটক ও গুমের ঘটনাগুলোর বিষয়ে সরকারের তথ্য প্রকাশের ব্যর্থতায় উদ্বেগ জানায়।[৬৯] গুমের শিকার ব্যক্তিদের পরিবারগুলো নজরদারি, হয়রানি ও হুমকির মধ্যে রয়েছে। আর্থিক সংকটের কারণে গুমের শিকার ব্যক্তি এবং তাঁদের পরিবারগুলো বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখিন হচ্ছে। শিশু সন্তানদের অনেকেরই মানসিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

১৯. **২০১৯ সালে ৩৪ জনকে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য পরিচয়ে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর থেকে তাঁদের গুম হওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। এঁদের মধ্যে ৮ জনের লাশ পাওয়া গেছে এবং ১৭ জনকে গুম করার পর পরবর্তীতে ছেড়ে দেয়া হয়েছে বা তাঁদের আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত বাকি ৯ জনের কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি।**

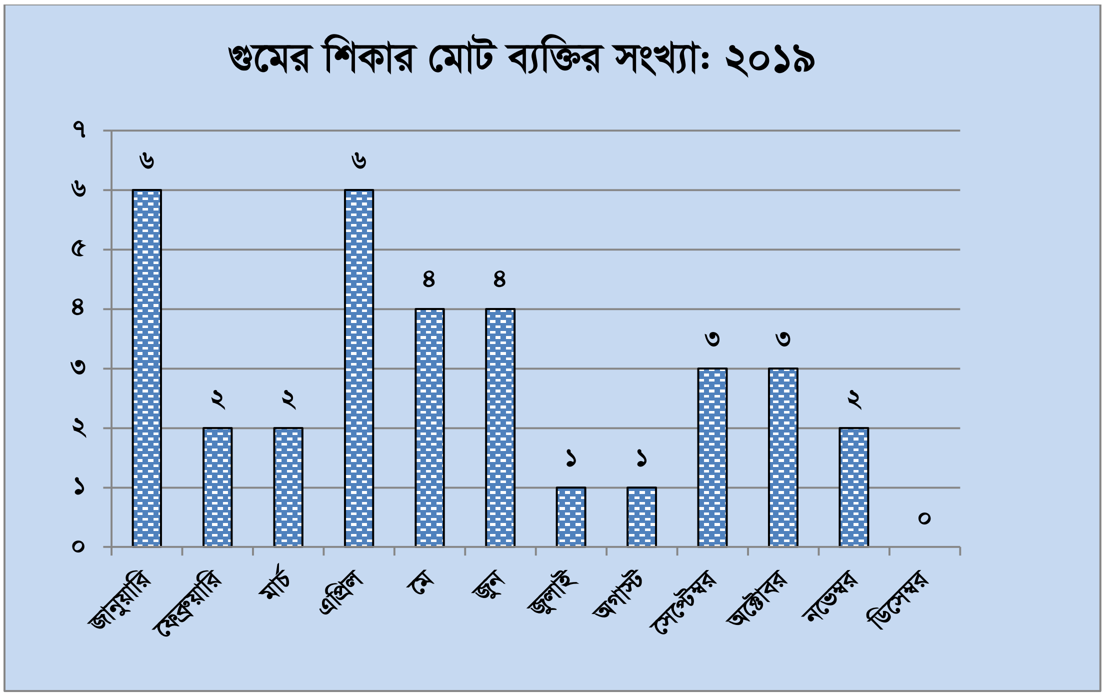

চার্ট: ২

২০. অনেক ক্ষেত্রে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী প্রথমে ধরে নিয়ে যাওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করলেও পরবর্তীতে আটক ব্যক্তিটিকে জনসম্মুখে হাজির করছে অথবা কোন থানায় নিয়ে হস্তান্তর করছে বা গুম হওয়া ব্যক্তিটির লাশ পাওয়া গেছে। উল্লেখ্য, সন্ত্রাস দমনের নামে 'ইসলামি জংগী' পরিচয়ে কোন কোন ব্যক্তিকে গুম করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ রয়েছে।

---

[৬৯] প্রথম আলো, ১০ অগাস্ট ২০১৯; https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1608889/ Concluding observations on the initial report of Bangladesh, CAT/ C/BGD/CO/1

গুম: ২০১৯				
মাস	সর্বমোট গুমের শিকার ব্যক্তি	লাশ পাওয়া গেছে	জীবিত ফেরত এসেছেন	এখন পর্যন্ত কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি
জানুয়ারি	৬	৪	২	০
ফেব্রুয়ারি	২	০	২	০
মার্চ	২	০	২	০
এপ্রিল	৬	০	২	৪
মে	৪	০	৩	১
জুন	৪	০	৩	১
জুলাই	১	০	১	০
অগাস্ট	১	০	১	০
সেপ্টেম্বর	৩	৩	০	০
অক্টোবর	৩	১	০	২
নভেম্বর	২	০	১	১
ডিসেম্বর	০	০	০	০
মোট	**৩৪**	**৮**	**১৭**	**৯**

ছক: ২

২০১৯ সালের ১৩ জানুয়ারি আনুমানিক ২০ জন অস্ত্রধারী কালো পোশাক পরিহিত আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য (র‍্যাবের পোশাক কালো) সাবেক ক্যাপ্টেন জহিরুল হক খন্দকার এবং তাঁর দুই সহকর্মী খোরশেদ আলম পাটোয়ারী ও সৈয়দ আকিদুল আলীকে ঢাকা থেকে ধরে নিয়ে যায়। এরপর তাঁদের পরিবারের সদস্যরা তাঁদের ব্যাপারে কোন খোঁজ পাননি। ২৩ সেপ্টেম্বর পুলিশ হঠাৎ করে তিনজনকে ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হাজির করে এবং "নিষিদ্ধ সন্ত্রাসী সংগঠনের" সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য রিমান্ড চাইলে; আদালত ৯ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করে। ১১ অক্টোবর ঢাকায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে কারাগার হেফাজতে জহিরুল হক খন্দকার মারা যান। আটকাবস্থায় নির্যাতনের শিকার হয়ে পুলিশ হেফাজতে তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। নিহতের পেটের মধ্যে অসংখ্য কালো দাগ ছিলো বলে সুরতহাল রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়। খোরশেদ আলম পাটোয়ারী ও সৈয়দ আকিদুল আলী শহীদ উদ্দিন খানের বিরুদ্ধে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিতে রাজি হওয়ার ৪ দিন পর জহিরুল হক খন্দকার মারা যান। ৮ মাস গুম করে রাখার পর জহিরুল হক খন্দকারের মৃত্যু এবং তাঁর দুই সহকর্মীর 'স্বীকারোক্তিমূলক' জবানবন্দি দিতে রাজি হওয়ার বিষয়টি 'সন্দেহজনক'। অপরদিকে ২০১৯ সালের এপ্রিলে শহীদ উদ্দিন খানের দুই ভাই গিয়াস উদ্দিন ও মোহাম্মদ আলীকে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরা তুলে নিয়ে যায়। এঁদের মধ্যে গিয়াস উদ্দিনকে ১১ দিন গুম রাখার পর ছেড়ে দেয়া হলেও মোহাম্মদ আলীর কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি। এছাড়া শহীদ উদ্দিন খানের কর আইনজীবী মোহাম্মদ শাহবুদ্দিনকে ২০১৮ সালের মে মাসে সরকারি কর্তৃপক্ষ তুলে নিয়ে যায়। এই ব্যাপারে শাহবুদ্দিনের ছেলে পুলিশের কাছে একটি অভিযোগও দাখিল করেন।[৭০]

[70] Employee of UK-based Bangladeshi businessman died in custody: Johirul Haque Khandaker, a former army captain, was picked up from his Dhaka home in January/ by David Bergman, 22 November 2019; https://www.aljazeera.com/news/2019/11/employee-uk-based-bangladeshi-businessman-dies-custody-191122110819149.html

২ মে গভীর রাতে র‌্যাব-৬ এর সদস্যরা খুলনা মহানগরীর পূর্ব বানিয়াখামার বড় মসজিদ সংলগ্ন নজরুল ইসলামের বাড়ি থেকে এসএম হাফিজুর রহমান সাগর (৪৩) সহ চারজনকে তুলে নিয়ে গেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। সাগরের স্ত্রী হোসনে আরা তানিয়া অধিকারকে জানান, সাগর গত ২ মে নজরুল ইসলামের বাড়িতে অবস্থান করার সময় রাত আনুমানিক আড়াইটায় র‌্যাব-৬ এর একটি দল সেখানে অভিযান চালিয়ে সেখান থেকে এসএম হাফিজুর রহমান সাগর এবং তাঁর ব্যবসায়িক পার্টনার মোঃ হাবিবুর রহমান (২৪), মোঃ রাফিউর রহমান রাজীব (৩০) ও মোঃ আব্দুল মান্নান (৫০) কে আটক করে নিয়ে যায়। খবর পেয়ে ৪ মে তাঁরা র‌্যাব-৬ এর কার্যালয়ে গিয়ে যোগাযোগ করলে পরিচালক (সিও) লে. কর্নেল সৈয়দ মোহাম্মদ নূরুস সালেহীন ইউসুফ এবং স্পেশাল কোম্পানি কমান্ডার মোঃ শামীম শিকদার অন্য তিনজনের আটকের কথা স্বীকার করলেও সাগরকে আটকের বিষয়টি অস্বীকার করেন। এই ব্যাপারে সাগরের পরিবার খুলনা সদর থানায় সাধারণ ডায়রি (জিডি) করতে গেলে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোঃ হুমায়ূন কবির জিডি গ্রহণ করেননি।[৭১] ২৮ আগস্ট রাতে র‌্যাব-১ এর সদস্যরা ঢাকার আশকোনা এলাকায় অভিযান চালিয়ে 'আল্লার দল' এর চারজনকে গ্রেফতার করে। তাঁদের মধ্যে সাগর একজন।[৭২]

গুম: ২০১৯					
মাস	মোট গুমের শিকার ব্যক্তির সংখ্যা	বিভিন্ন আইন শৃঙ্খলা বাহিনী কর্তৃক গুমের অভিযোগ			
		র‌্যাব	পুলিশ	ডিবি পুলিশ	অন্যান্য আইন শৃঙ্খলা বাহিনী
জানুয়ারি	৬	৩	১	০	২
ফেব্রুয়ারি	২	০	০	১	১
মার্চ	২	০	১	০	১
এপ্রিল	৬	০	০	২	৪
মে	৪	২	০	০	২
জুন	৪	৩	১	০	০
জুলাই	১	০	০	০	১
অগাস্ট	১	০	০	০	১
সেপ্টেম্বর	৩	০	১	২	০
অক্টোবর	৩	১	০	২	০
নভেম্বর	২	০	১	০	১
ডিসেম্বর	০	০	০	০	০
মোট	**৩৪**	**৯**	**৫**	**৭**	**১৩**

ছক: ২.১

[৭১] *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট খুলনার মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন
[৭২] কালের কণ্ঠ, ২৮ আগস্ট ২০১৯; https://www.kalerkantho.com/online/national/2019/08/29/808650

অকার্যকর ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থা ও কারাগারে মানবাধিকার লঙ্ঘন

২১. বাংলাদেশের অকার্যকর ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার ফলে বহু নিরাপরাধ মানুষ সাজাপ্রাপ্ত হয়ে অথবা সাজার অপেক্ষায় কারাগারে আটক রয়েছেন বলে অভিযোগ আছে। মাঝে মাঝে দুই একটি ঘটনার রহস্য উৎঘাটন হওয়ার পর জানা যায় যে, ভুল ব্যক্তি কারাগারে আটক আছেন।[৭৩] এই সমস্ত নিরাপরাধ বন্দিরা কারাগারে বিভিন্ন নিপীড়ন ও নির্যাতনের শিকার হন। দেশের প্রায় সব কারাগারের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিরুদ্ধে কারাগারে আটক বন্দিদের ওপর নির্যাতন, বন্দিদের খাবার নিয়ে বাণিজ্য, স্বজনদের সঙ্গে সাক্ষাৎ বাণিজ্য, অসুস্থ না হয়েও হাসপাতালে থাকার জন্য ও কারাগারে ভালো জায়গায় থাকার ব্যবস্থা করার জন্য টাকা আদায়সহ বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতি করার ব্যাপক অভিযোগ পাওয়া গেছে।[৭৪] এছাড়া কারাগারগুলোতে ধারণক্ষমতার অতিরিক্ত বন্দি থাকার কারণে মানবিক বিপর্যয় দেখা দেয়ায় এবং চিকিৎসক, নার্স ও এ্যাম্বুলেন্সের অভাবে অপ্রতুল চিকিৎসা ব্যবস্থার কারণে বন্দিদের মৃত্যু ঘটছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। প্রায় দশহাজার বন্দির জন্য মাত্র একজন ডাক্তার রয়েছেন।[৭৫] সারাদেশে ১৩টি কেন্দ্রীয় কারাগার এবং ৫৫টি জেলা কারাগারে মোট ধারণক্ষমতা ৩৬ হাজার ৭১৪ জন।[৭৬] কিন্তু ২০১৯ সালে কারাগারগুলোতে বন্দি ছিল ধারণক্ষমতার চেয়ে তিনগুণ বেশি। গত ২২ ডিসেম্বর পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন কারাগারে বন্দি ছিলেন ৮৯,৯১০ জন।[৭৭]

২২. দেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী এবং বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া (৭৪) ২২ মাস ধরে বন্দি রয়েছেন। গুরুতর অসুস্থ হওয়ায় তাঁকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এর আগে তাঁকে নির্জন কারাবাসে[৭৮] রাখা হয়েছিল বলে অভিযোগ আছে। ২৫ অক্টোবর ও ১৬ ডিসেম্বর হাসপাতালে খালেদা জিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন তাঁর মেজো বোন সেলিমা ইসলাম। তিনি জানান, খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থা খুবই খারাপ। যথোপযুক্ত চিকিৎসা থেকে তাঁকে বঞ্চিত করা হচ্ছে।[৭৯] ডাক্তার ঠিকমত ঔষধ দিচ্ছেন না। মেডিকেল বোর্ডের রিপোর্টের সঙ্গে তাঁর শারীরিক অবস্থার বাস্তব কোনো মিল নেই।[৮০] ১৯ ডিসেম্বর এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল বিএনপি'র চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থা নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বিবৃতি দেয়।[৮১]

২৩. ৩০ এপ্রিল পঞ্চগড় জেলা কারাগারের বন্দি আইনজীবী পলাশ কুমার রায় ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে মারা যান।[৮২] পলাশ কুমার রায়ের মা মিরা রানী তাঁর ছেলের অগ্নিদগ্ধ হওয়ার

---

[৭৩] ২০ অক্টোবর পুলিশ বাবু শেখ নামে এক সিরিয়াল কিলারকে নাটোর থেকে গ্রেফতার করে। বাবু শেখ ২০১৪ সালের ৬ মে নলডাঙ্গা উপজেলায় সপ্তম শ্রেণী পড়ুয়া এক ছাত্রীকে ধর্ষণের পরে হত্যা করে। এই ঘটনায় মেয়েটির বাবার করা মামলায় দুই তরুণকে আদালত যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়। বাবু শেখ ২০১৯ সালের ১৫ মে রাতে নাটোর উপজেলার নলডাঙ্গায় হালিমা খাতুনকে ধর্ষন করে হত্যা করে এবং তাঁর দুই বছরের প্রতিবন্ধি ছেলে আবদুল্লাকেও বাড়ির পাশের পুকুরে ফেলে হত্যা করে। এই ঘটনায় পুলিশ নিহত গৃহবধুর দেবর মাহাবুল আলমকে রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে এবং মাহবুল আদালতে আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেয়।
https://epaper.prothomalo.com/?mod=1&pgnum=20&edcode=71&pagedate=2019-11-9

[৭৪] মানবজমিন, ৮ জুলাই ২০১৯; http://mzamin.com/article.php?mzamin=180233&cat=3

[75] দি ডেইলি স্টার, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৯; https://www.thedailystar.net/frontpage/9-prison-doctors-for-90000-inmates-in-bangladesh-1801108

[৭৬] প্রথম আলো, ২ এপ্রিল ২০১৯/ https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1586549/

[৭৭] প্রথম আলো, ১৫ জানুয়ারি ২০২০; https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1634430

[৭৮] নির্জন কারাবাসের প্রথা বিলোপসহ বন্দিদের মানবিক মর্যাদা প্রদান, চিকিৎসাসেবার ব্যবস্থা করা এবং কারাকর্মীদের জন্য পালনীয় নীতিমালার যে প্রস্তাবটি অনুমোদন করে, তা ম্যান্ডেলা রুলস নামে পরিচিত। ইউএন মিনিমাম রুলস ফর ট্রিটমেন্ট অব প্রিজনারস শিরোনামের এই নীতিমালায় নির্জন কারাবাসের সংজ্ঞাও দেয়া আছে। ওই সংজ্ঞা অনুযায়ী, দিনের ২২ ঘন্টার বেশি যদি কাউকে অর্থপূর্ণ মানবিক যোগাযোগ থেকে বঞ্চিত করা হয়, তাহলে তা নির্জন বন্দিত্ব হিসেবে গণ্য হবে।

[৭৯] যুগান্তর, ২৬ অক্টোবর ২০১৯; https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/236479/

[৮০] যুগান্তর, ১৬ ডিসেম্বর ২০১৯; https://www.jugantor.com/politics/256230

[৮১] https://www.amnesty.org/download/Documents/ASA1314442019ENGLISH.pdf

[৮২] কোহিনুর কেমিক্যাল কোম্পানি পলাশের বিরুদ্ধে একটি মামলা করেছিল। এই মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে গত ২৫ মার্চ পলাশ তাঁর পরিবারের সদস্যদের নিয়ে মানববন্ধন করার সময় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, প্রশাসন ও পুলিশের বিরুদ্ধে বক্তব্য দেয়ার অভিযোগ করা হয়। এর জের ধরে স্থানীয় সরকারী দলের কর্মীরা তাঁকে মারপিট করে পুলিশের

ঘটনায় কারা কর্তৃপক্ষকে দায়ি করেছেন।[৮৩] ৮ মে পলাশ কুমার রায়ের মৃত্যুর ঘটনায় সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি শেখ হাসান আরিফ ও বিচারপতি রাজিক আল জলিলের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ কারাগারে কারাবন্দিকে যথাযথ নিরাপত্তা প্রদানে ব্যর্থতা কেন অবৈধ ঘোষণা করা হবে না এ মর্মে রুল জারি করেন এবং এই ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দেন।[৮৪]

২৪.২০১৯ সালে ৬০ জন ব্যক্তি কারাগারে মৃত্যুবরণ করেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এদের মধ্যে ৫৬ জন 'অসুস্থতাজনিত' কারণে, ১ জনকে হত্যা, ২ জন আত্মহত্যা এবং ১ জন আগুনে পুড়ে মৃত্যুবরণ করেছেন।

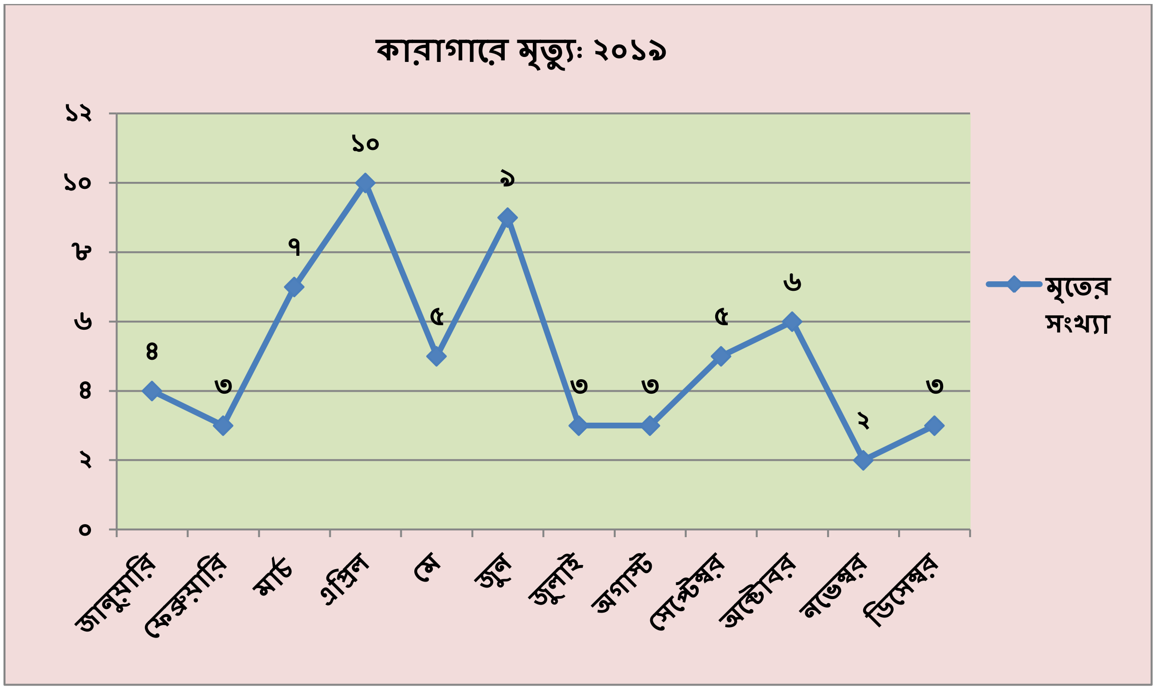

চার্ট: ৩

মৃত্যুদণ্ড ও মানবাধিকার

২৫.দেশের বিভিন্ন ফৌজদারি আইনে মৃত্যুদণ্ডের বিধান রয়েছে। প্রতি বছর নিম্ন আদালতে ব্যাপক সংখ্যক অভিযুক্তকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হওয়া এইসব অভিযুক্তকে বহু বছর কনডেম্‌ড সেলে (নির্জন প্রকোষ্ঠে) রাখার ফলে এবং যেকোন সময়ে দণ্ড কার্যকর হওয়ার আশঙ্কায় তাঁরা মানসিক ও শারীরিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন। সাধারণত পুলিশ রিমান্ডে নিয়ে নির্যাতনের মাধ্যমে অভিযুক্তদের স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিতে বাধ্য করা হয়ে থাকে[৮৫] এবং এর ওপর ভিত্তি করেই আদালত অভিযুক্তকে

হাতে তুলে দেয়। এরপর রাজীব রানা নামে স্থানীয় এক ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রীকে কটুক্তি করার অভিযোগে সদর থানায় পলাশের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন। গত ২৬ এপ্রিল পলাশ কুমারকে পঞ্চগড় জেলা কারাগার থেকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠানোর কথা ছিল। কিন্তু সকালে কারাগারের টয়লেট থেকে পলাশ অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় দৌড়ে বের হয়ে আসেন। গুরুতর আহতবস্থায় পলাশকে রংপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। ৩০ এপ্রিল পলাশ কুমার রায় ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে মারা যান।

[৮৩] যুগান্তর, ৬ মে ২০১৯; https://www.jugantor.com/todays-paper/news/174375/

[৮৪] যুগান্তর, ৯ মে ২০১৯; https://www.jugantor.com/todays-paper/last-page/175500/

[৮৫] ২০১৪ সালের ১৫ এপ্রিল মোহাম্মদ আজম তাঁর পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ুয়া ছেলে আবু সাঈদকে অপহরণ করা হয়েছে বলে ঢাকার হাজারীবাগ থানায় অজ্ঞাত ব্যক্তিদের আসামী করে একটি মামলা দায়ের করেন। পরবর্তীতে মামলাটি গোয়েন্দা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়। তদন্তে নেমে ডিবির উপপরিদর্শক রুহুল আমিন বরিশালের মেহেন্দীগঞ্জের বাসিন্দা আফজাল, সাইফুল, সোনিয়া ও শাহীন রাজিকে আটক করে। এরপর গোয়েন্দা পুলিশ তাঁদের ওপর নির্যাতন চালিয়ে আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিতে বাধ্য করে। সাইফুল বলেন, গোয়েন্দা পুলিশ তাঁদের চোখ বেঁধে পেটায় এবং মাটিতে ফেলে পারায়। এরপর গোয়েন্দা পুলিশের শেখানো কথা অনুযায়ী তাঁরা আদালতে বলেন, বরিশালগামী একটি লঞ্চ থেকে নদীতে ফেলে আবু সাঈদকে তাঁরা হত্যা করেছেন। এই ঘটনায় তাঁরা কয়েক বছর জেল খাটেন এবং পরবর্তীতে জামিনে মুক্তি পান। কিন্তু ২০১৯

সর্বোচ্চ সাজা প্রদান করার নজির রয়েছে। কোন অপরাধের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড হলে, সরকার তার অপছন্দের ব্যক্তিটিকে বিচার ব্যবস্থাকে ব্যবহার করে সেই দণ্ডের মাধ্যমে দীর্ঘদিন কারাভোগ করাতে পারে।

৩ জুলাই পাবনার অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক রোস্তম আলী ১৯৯৪ সালে পাবনার ঈশ্বরদীতে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বহনকারী ট্রেনে বোমা হামলা ও গুলির ঘটনায় ৯ জনকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন। মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্তরা সবাই বিরোধীদল বিএনপি এবং এর সহযোগী সংগঠন যুবদল ও ছাত্রদলের নেতা-কর্মী।[৮৬]

২০১৯ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন কারাগারে আটক মৃত্যুদণ্ডাদেশপ্রাপ্ত কয়েদিদের সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে অনিষ্পন্ন ১,৪৬৭টি মামলা এবং সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে ২৩৭টি মামলা বিচারাধীন অবস্থায় রয়েছে।[৮৭]

২৬.২০১৯ সালে ৩২৭ জনকে নিম্ন আদালতে মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি দেয়া হয়েছে এবং ২ জনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে।

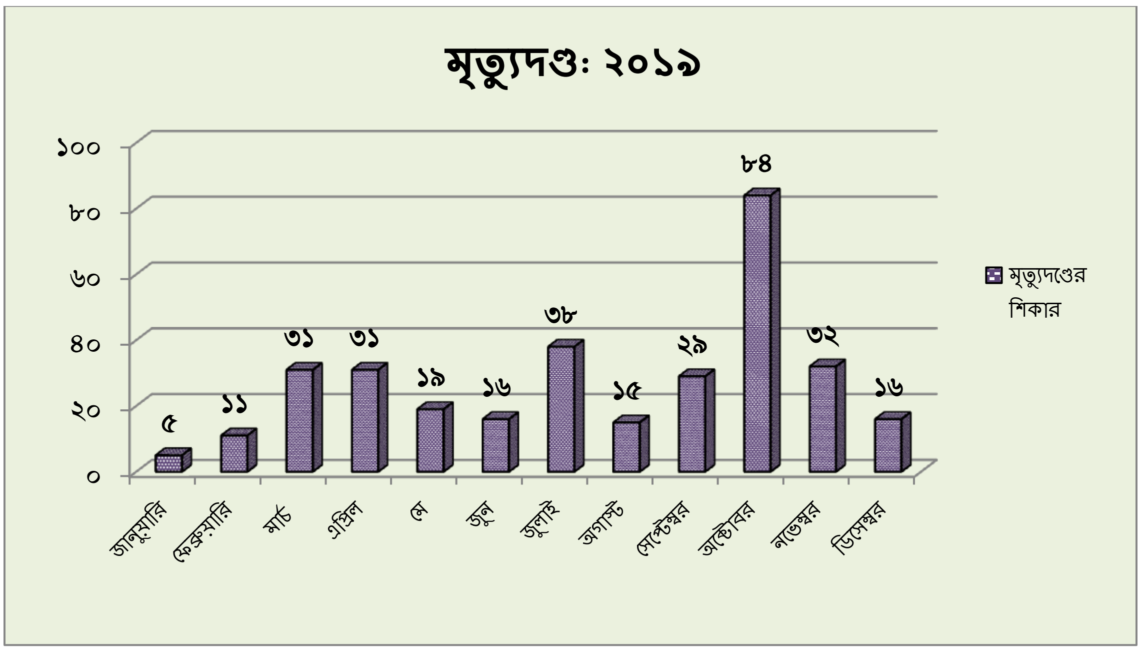

চার্ট: ৪

২৭.ঢাকাস্থ সৌদি আরব দূতাবাসের কর্মকর্তা খালাফ আল আলিকে হত্যার দায়ে ৩ মার্চ সাইফুল ইসলাম মামুন নামে এক ব্যক্তির মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে। ২০০২ সালে ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জে আমির আবদুল্লাহ হাসান ও সেন্টু মিয়া নামে দুই ব্যক্তিকে হত্যার দায়ে ২৪ জুলাই চাঁন মিয়া ওরফে চান্দু নামে এক ব্যক্তির মৃত্যুদণ্ড গাজীপুরের কাশিমপুর কারাগারে কার্যকর করা হয়েছে।[৮৮]

সালের ২৯ অগাস্ট ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের পল্লবী জোনের সিনিয়র সহকারী কমিশনার এসএম শামীমের কাছে আফজাল এসে জানান আবু সাঈদ জীবিত আছে এবং তার বাবা মার সঙ্গে বসবাস করছে।[৮৫] গত ৩০ অগাস্ট কথিত অপহরণ ও মিথ্যা খুনের নাটক সাজানোর ঘটনায় ভুক্তভোগী সোনিয়া সাতজনকে আসামী করে একটি মামলা দায়ের করেন। এরপর পুলিশ আবু সাঈদ ও তাঁর বাবা মোহাম্মদ আজম, মা মইনুর বেগমসহ চারজনকে গ্রেফতার করে।

[৮৬] যুগান্তর, ৪ জুলাই ২০১৯; https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/194999/

[৮৭] প্রথম আলো, ১২ জুলাই ২০১৯; https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1603790/

[৮৮] যুগান্তর, ২৫ জুলাই ২০১৯; https://www.jugantor.com/national/203019/

গণপিটুনিতে মানুষ হত্যা

২৮.বিচার ব্যবস্থার প্রতি আস্থা কমে যাওয়া, বিচারহীনতার সংস্কৃতি বজায় থাকা, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার প্রতি অবিশ্বাস ও সামাজিক অস্থিরতার কারণে দেশে অপরাধী সন্দেহে গণপিটুনি দিয়ে মানুষদের হত্যা করা অব্যাহত আছে। গণপিটুনিতে মৃত্যুর ঘটনা জীবনের নিরাপত্তা সংক্রান্ত সাংবিধানিক সুরক্ষা এবং নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক সনদের ৬ অনুচ্ছেদের লঙ্ঘন। ২০১৯ সালে সারাদেশে গণপিটুনীর ঘটনা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। এই সময় শিশু অপহরণের সঙ্গে যুক্ত সন্দেহে বিভিন্ন এলাকায় সন্দেহভাজন নারী পুরুষ উভয়কেই গণপিটুনী দেয়া হয়।[৮৯] এতে বেশ কয়েকজন নিরীহ মানুষ প্রাণ হারান। অকার্যকর বিচার ব্যবস্থার কারণে বিচারহীনতার সংস্কৃতি বিদ্যমান রয়েছে।

২৯.২০১৯ সালে গণপিটুনি দিয়ে ৫৬ জনকে হত্যা করা হয়।

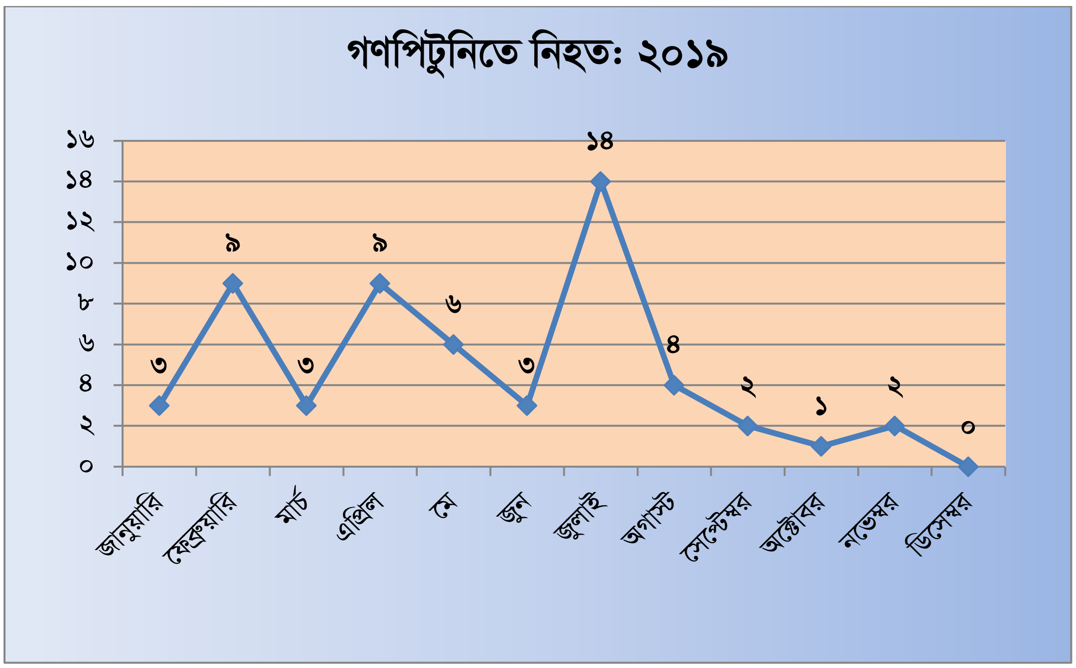

চার্ট: ৫

১১ জুলাই পটুয়াখালী জেলার আমতলীতে চোর সন্দেহে মানসিক প্রতিবন্ধী দাদন আলী নামে এক বৃদ্ধকে স্থানীয় লোকজন পিটিয়ে হত্যা করে।[৯০]

২০ জুলাই তাসলিমা বেগম নামে এক গৃহবধু ঢাকার উত্তর বাড্ডা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তাঁর সন্তানকে ভর্তির বিষয়ে খোঁজ নিতে গেলে শিশু অপহরণকারী সন্দেহে তাঁকে গণপিটুনী দিয়ে হত্যা করা হয়। একই দিনে নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে ছেলেধরা সন্দেহে গণপিটুনীতে নিহত সিরাজ ছিলেন বাক ও শ্রবণ প্রতিবন্ধি।[৯১]

[৮৯] দি গার্ডিয়ান, ২৫ জুলাই ২০১৯; https://www.theguardian.com/world/2019/jul/25/bangladesh-eight-lynched-over-false-rumours-of-child-sacrifices

[৯০] যুগান্তর, ১৩ জুলাই ২০১৯; https://www.jugantor.com/todays-paper/bangla-face/198670

[৯১] প্রথম আলো, ২২ জুলাই ২০১৯; https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1605476

গ. রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন, দমন-পীড়ন এবং সভা-সমাবেশে বাধা

সরকারদলীয় নেতাকর্মীদের দুর্বৃত্তায়ন ও অভ্যন্তরীণ কোন্দল

৩০.২০১৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর বিতর্কিত নির্বাচনে বিরোধীদলের প্রার্থী ও নেতাকর্মীদের ওপর হামলা এবং কারচুপিসহ বিভিন্ন সহিংসতার সঙ্গে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা জড়িত ছিল। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৯ সাল জুড়ে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা ব্যাপক দুর্বৃত্তায়ন ও সহিংসতা ঘটায়। এই সময় তাদের বিরুদ্ধে বিরোধীদলের নেতাকর্মীদের ওপর হামলা, হত্যা, নারীর প্রতি সহিংসতা, ভিন্নমতাবলম্বীদের ওপর নিপীড়ন, বিভিন্ন জায়গায় চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, জমিদখল, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আবাসিক হলগুলোতে 'টর্চার সেল' তৈরি করে শিক্ষার্থীদের ওপর নিপীড়ন[৯২] এবং শিক্ষকদের ওপর হামলাসহ বিভিন্ন ধরনের অপকর্ম করার অভিযোগ রয়েছে।

১১ মার্চ অনুষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রসংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের বিরুদ্ধে আগের রাতে ব্যালটে সিল মেরে রাখাসহ বিভিন্ন অনিয়ম ও কারচুপির মাধ্যমে বিজয়ী হওয়ার অভিযোগ রয়েছে। এই দুর্বৃত্তায়ন ও অনিয়মের প্রতিবাদে নির্বাচন চলাকালে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগ ছাড়া প্রায় সব প্যানেল নির্বাচন বর্জন করে।[৯৩]

কুয়েত-মৈত্রী হলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর গোলাম রব্বানি সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় সিল মারা ব্যালট হাতে কুয়েত-মৈত্রী হলের শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ। ছবিঃ ডেইলি স্টার, ১২ মার্চ ২০১৯

[৯২] দেশের শিক্ষাঙ্গনের ছাত্রাবাসগুলোতে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা সাধারণ ছাত্র, বিরোধী ছাত্র সংগঠনের নেতাকর্মী ও ভিন্নমতাবলম্বীদের 'টর্চার সেলে' নিয়ে তাদের ওপর নিপীড়ন চালাচ্ছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৩টি হলে অর্ধশতাধিক টর্চার সেল সক্রিয় রয়েছে বলে অভিযোগ আছে। ছাত্রলীগের মতের সঙ্গে না মিললে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে ছাত্রদের ওপর নীপিড়ন চালিয়ে পরে আক্রান্তকে শিবির কর্মী আখ্যায়িত করে পুলিশে দেয়া হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রশাসন যা সরকার সমর্থিত শিক্ষকদের দ্বারা পরিচালিত তাঁদের এবং পুলিশের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতায় এই সব নীপিড়ন চলছে বলে অভিযোগ রয়েছে। কোটা সংস্কার আন্দোলনের নেতা মশিউর রহমানকে ৩০ জুন ছাত্রলীগ নেতা সপু ও রিয়েল সহ ৬/৭ জন নেতাকর্মী রড ও লাঠি দিয়ে পিটিয়ে গুরুতর আহত করে এবং তাদের শেখানো কথা বলতে বাধ্য করে, যার ভিডিও তৈরি করে সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে দেয়া হয়। মারধরের পরম মশিউরকে শাহবাগ থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয় । পুলিশ তাঁকে কোর্টে চালান করলে দুই মাস জেল খেটে তিনি জামিনে মুক্তি পান।
https://epaper.prothomalo.com/?pagedate=2019-10-20&edcode=71&subcode=71&mod=1&pgnum=1&type=a

[৯৩] মানবজমিন, ১২ মার্চ ২০১৯; http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=163327&cat=2/

ছাত্রাবাসে নির্বাচনে অনিয়মের অভিযোগে সিল মারা ব্যালট হাতে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ। ছবিঃ ডেইলি স্টার, ১২ মার্চ ২০১৯

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) পুনর্নির্বাচন দাবিতে আমরণ অনশনরত শিক্ষার্থী। ছবিঃ প্রথম আলো, ১৫ মার্চ ২০১৯

২০১৯ সালে ব্যাপকভাবে আলোচিত হয় বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) এর শিক্ষার্থী আবরার ফাহাদ এর হত্যাকাণ্ড। এই তরুণ শিক্ষার্থী বাংলাদেশের ওপর ভারতের আধিপত্যের বিরুদ্ধে তাঁর ফেসবুকে স্ট্যাটাস দেয়ার কারণে ৬ অক্টোবর রাতে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের বুয়েট শাখার সাধারণ সম্পাদক মেহেদি হাসান রাসেলের নেতৃত্বে নেতাকর্মীরা তাঁকে ডেকে নিয়ে নির্মমভাবে পিটিয়ে হত্যা করে।[৯৪] আবরার হত্যার প্রতিবাদে সারাদেশে ব্যাপক ছাত্র বিক্ষোভের ফলে সরকার বাধ্য হয়ে আবরার হত্যার সঙ্গে জড়িত ছাত্রলীগের ২১জন নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করে। এরপর ১৪ নভেম্বর ২৫ জনকে অভিযুক্ত করে অভিযোগপত্র দাখিল করে পুলিশ।[৯৫]

[৯৪] প্রথম আলো, ৯ অক্টোবর ২০১৯; https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1618210

[৯৫] দি ডেইলি স্টার, ১৩ নভেম্বর ২০১৯; https://www.thedailystar.net/frontpage/news/they-sought-strike-terror-students-1826848

বুয়েট ছাত্র আবরার ফাহাদকে ছাত্রলীগের কর্মীরা পিটিয়ে হত্যা করে। ছবি: প্রথম আলো ৯ অক্টোবর ২০১৯

রাজশাহী সরকারি পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের কামাল হোসেন সৌরভ নামে এক ছাত্রলীগ নেতার ইন্সটিটিউটে উপস্থিতি খুবই কম থাকার কারণে ইন্সটিটিউটের অধ্যক্ষ ফরিদ উদ্দিন ঐ ছাত্রলীগ নেতাকে পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ দিতে অপরাগতা প্রকাশ করেন। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে ১ নভেম্বর সৌরভের নেতৃত্বে ১০ জন ছাত্রলীগের নেতাকর্মী অধ্যক্ষকে লাঞ্ছিত করে এবং পুকুরে ফেলে দেয়। এ বিষয়ে ফরিদ উদ্দিন রাজশাহীর চন্দ্রিমা থানায় ৫৭ জনের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করেন।[৯৬]

২৫ নভেম্বর সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় মিথ্যা অপবাদ দিয়ে দুই সন্তানের জননী এক গৃহবধূকে বিবস্ত্র করে তাঁকে মারধর করে তাঁর মাথার চুল বটি দিয়ে কেটে দেয় উধুনিয়া ইউনিয়ন ২নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি আব্দুর রশিদ এবং তার চার সহযোগী। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এই খবর ছড়িয়ে পড়লে ২ ডিসেম্বর থানায় মামলা দায়ের করা হলে অভিযুক্তরা গৃহবধূ ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের ভয়ভীতি দেখায় ও হুমকি প্রদর্শন করে। ফলে ওই গৃহবধূ বাড়ি থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন।[৯৭]

চুল কাটা ঘটনার শিকার গৃহবধূ এবং অভিযুক্ত আওয়ামী লীগ নেতা আব্দুর রশিদ। ছবিঃ যুগান্তর ৯ ডিসেম্বর ২০১৯

[৯৬] দি ডেইলি স্টার, ৩ নভেম্বর ২০১৯; https://www.thedailystar.net/backpage/news/bcl-activists-push-principal-pond-1822465
[৯৭] যুগান্তর, ৮ ডিসেম্বর ২০১৯; https://www.jugantor.com/national/253189/

৩১. ক্ষমতাসীনদলের নেতাকর্মীরা হত্যাসহ ব্যাপক সহিংসতার সঙ্গে জড়িত হলেও তারা দায়মুক্তি ভোগ করছে। দেখা যাচ্ছে যে, জনমতের চাপে সরকার প্রথমে তাদের নেতাকর্মীদের গ্রেফতার করতে বাধ্য হলেও পরবর্তীতে এসব নেতাকর্মীরা শাস্তি থেকে রেহাই পেয়ে যায়। ২০১১ সালের ১৯ অক্টেবর চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ (চমেক) ছাত্রবাসে চমেকের বিডিএস তৃতীয় বর্ষের ছাত্র আবিদুর রহমান আবিদকে ছাত্রদল কর্মী সন্দেহে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের নেতা মফিজুর রহমান জুম্মা (হল সংসদের ভিপি) ও চমেক ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক বিজয় সরকারসহ অন্যান্য নেতাকর্মীরা পিটিয়ে গুরুতর আহত করে। গুরুতর অবস্থায় আবিদকে চিকিৎসার জন্য চট্টগ্রাম মেডিক্যাল হাসপাতালে আনা হলে সেখানেও চিকিৎসা নিতে বাধা দেয়া হয়। ২১ অক্টোবর আবিদ মারা যান। এই ঘটনায় ছাত্রলীগের তৎকালিন ২২ জন নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে মামলা করা হয়। ২০১২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পুলিশ ১০ জন অভিযুক্তকে অভিযোগপত্র থেকে বাদ দিয়ে ১২ জনের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগপত্র দেয়। ২০১৯ সালের ১০ জুলাই চট্টগ্রাম পঞ্চম অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ জান্নাতুল ফেরদৌস ঐ ১২ জন অভিযুক্তকে বেকসুর খালাস দেন।[৯৮]

৩২. *অধিকার* এর প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ২০১৯ সালে রাজনৈতিক সহিংসতায় মোট ৭০ জন নিহত ও ৩৪৬৭ জন আহত হয়েছেন। এছাড়া এই সময়ে আওয়ামী লীগের ২৩৪টি, বিএনপি'র ৬টি এবং জাতীয় পার্টি'র ৩টি অভ্যন্তরীণ সংঘাতের ঘটনা রেকর্ড করা হয়েছে। আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ সংঘাতে ৩৯ জন নিহত ও ২৮২৬ জন আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। অপরদিকে, বিএনপি'র অভ্যন্তরীণ সংঘাতে ১ জন নিহত ও ৬২ জন আহত এবং জাতীয় পার্টি'র অভ্যন্তরীণ সংঘাতে ২৩ জন আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে।

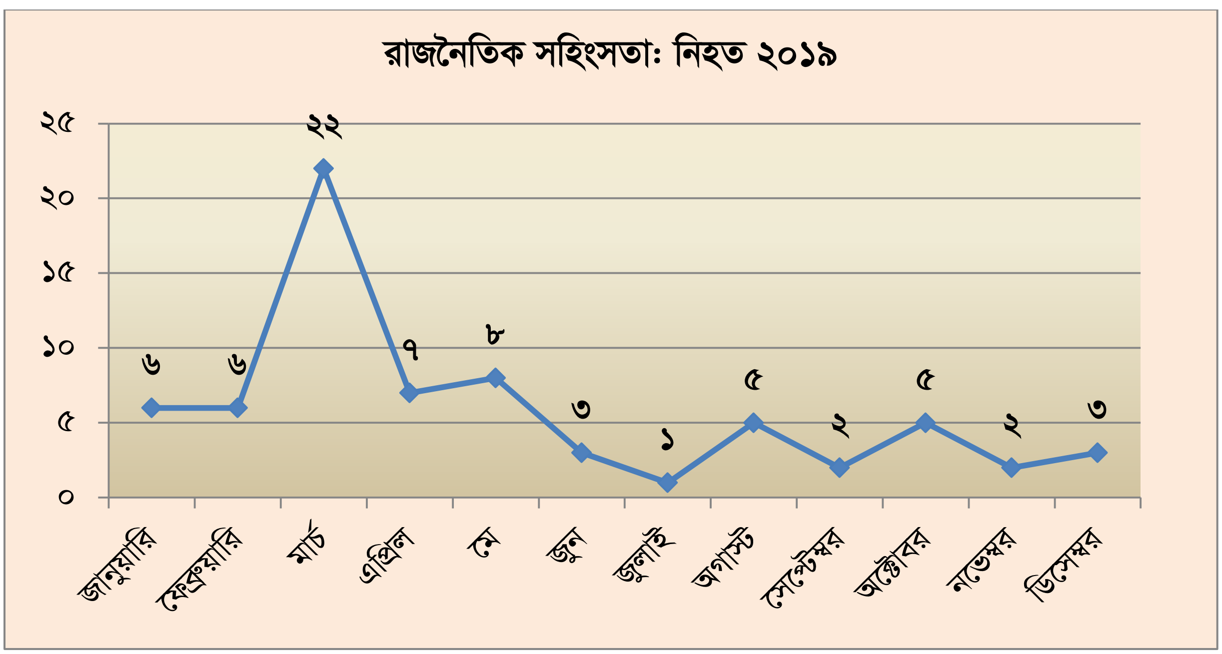

চার্ট: ৬

[৯৮] কালেরকণ্ঠ, ১০ অক্টোবর ২০১৯; https://www.kalerkantho.com/online/country-news/2019/10/10/824731

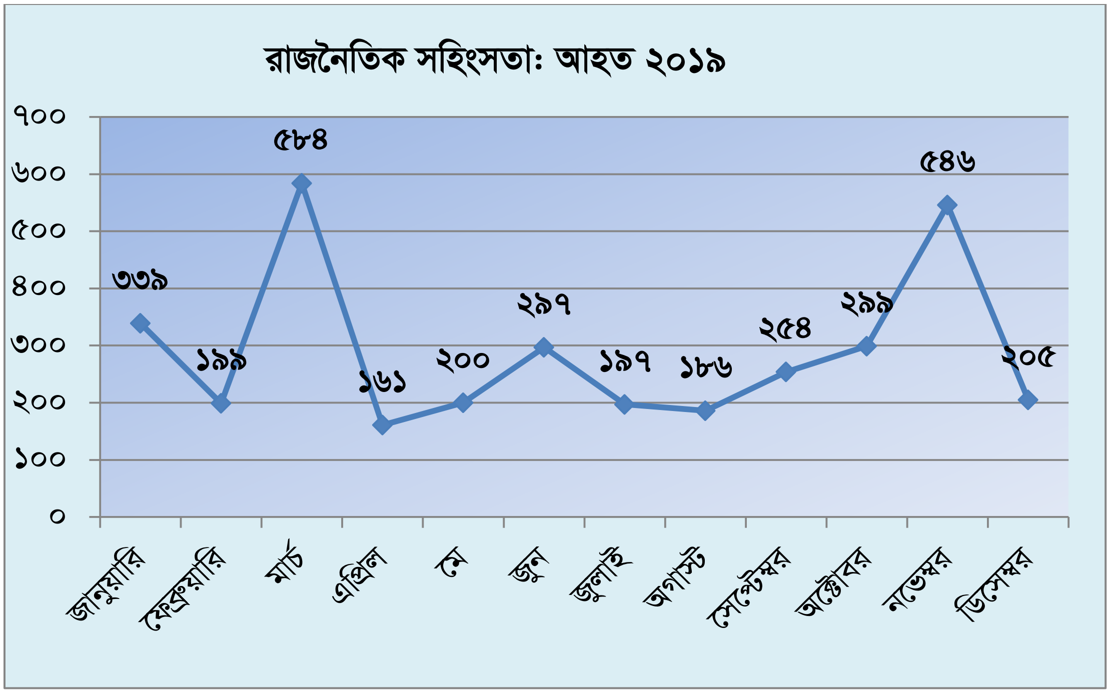

চার্ট: ৬.১

রাজনৈতিক সহিংসতা: দলীয় অন্তর্কোন্দল সংঘর্ষের পরিসংখ্যান ২০১৯								
মাস	অন্তর্দলীয় সংঘর্ষে নিহত		অন্তর্দলীয় সংঘর্ষে আহত			মোট অন্তর্দলীয় সংঘর্ষের ঘটনা		
	আওয়ামী লীগ	বিএনপি	আওয়ামী লীগ	বিএনপি	জাতীয় পার্টি	আওয়ামী লীগ	বিএনপি	জাতীয় পার্টি
জানুয়ারি	৪	০	৩২০	০	০	৩৯	০	০
ফেব্রুয়ারি	৬	০	১৯২	০	০	১৭	০	০
মার্চ	৯	০	৪৪৭	০	০	৪৩	০	০
এপ্রিল	২	০	১০৬	০	০	৮	০	০
মে	৩	০	১৮৭	০	৩	১৫	০	১
জুন	৩	০	২৭২	০	০	২০	০	০
জুলাই	০	০	১৮৬	০	০	১০	০	০
অগাস্ট	৫	০	১৩১	০	০	১৪	০	০
সেপ্টেম্বর	১	১	১৮৩	২৪	০	১৭	২	০
অক্টোবর	২	০	২৩৭	২০	০	১৩	১	০
নভেম্বর	১	০	৪৬০	১৮	২০	২৩	৩	২
ডিসেম্বর	৩	০	১০৫	০	০	১৫	০	০
মোট	**৩৯**	**১**	**২৮২৬**	**৬২**	**২৩**	**২৩৪**	**৬**	**৩**

ছক: ৩

বিরোধী রাজনৈতিক দল ও ভিন্নমতাবলম্বীদের ওপর দমন-পীড়ন এবং সভা-সমাবেশে বাধা ও হামলা

৩৩.২০১৯ সালে বিভিন্ন বিরোধী রাজনৈতিকদল ও ভিন্নমতাবলম্বীদের ওপর সরকারের দমন-পীড়ন ব্যাপক আকার ধারণ করে। এই সময়ে বিরোধী রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে (বিশেষ করে বিএনপি'র নেতাকর্মী) গায়েবী মামলা দায়ের, গ্রেফতার এবং জামিনের পর পুনরায় জেল গেট থেকে গ্রেফতারের ঘটনা ঘটেছে। ঘরোয়া সভা করার সময় বিরোধীদলের নারী কর্মীদেরও গ্রেফতার করা হয়েছে। বর্তমান সরকার সভা সমাবেশ বা মিছিল এমনকি ঘরোয়া সভা করার জন্যও পুলিশের অনুমতি নেয়া বাধ্যতামূলক করেছে। এ ক্ষেত্রে ক্ষমতাসীন দল ও তার মিত্র দলগুলোর সভা-সমাবেশে পুলিশের অনুমতিতে কোন বাধা না থাকলেও বিরোধী রাজনৈতিকদল ও সরকারের কাছে বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে আন্দোলনকারী সংগঠনের সভা-সমাবেশ এবং মিছিল আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগ ও যুবলীগের নেতাকর্মীদের বাধা ও হামলার মুখে পণ্ড হয়ে গেছে।

১৪ মে চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা উপজেলায় হাটবোয়ালিয়া গ্রামে একটি সাংগঠনিক বৈঠক থেকে জামায়াতে ইসলামীর ৪৬ জন নারী সদস্যকে পুলিশ গ্রেফতার করে। পুলিশ সুপার মাহাবুবুর রহমান জানান, আসন্ন ঈদুল ফিতরের আগে চুয়াডাঙ্গায় নাশকতা করার জন্য ঐ নারী সদস্যরা সভা করছিল।[৯৯] *১৩ অক্টোবর পাবনা শহরের মনসুরাবাদ আবাসিক প্রকল্প এলাকায় একটি বাড়িতে সভা করার অপরাধে পাবনা ইসলামী ছাত্রী সংস্থার সদস্যসহ ১৪ জনকে আটক করেছে পুলিশ। গ্রেফতারকৃতরা সবাই বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের ছাত্রী।*[১০০]

১৪ অক্টোবর চট্টগ্রাম মহানগর ছাত্রদলের সভাপতি গাজী সিরাজ উল্লাহ জামিন পেয়ে চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে বের হওয়ার সময় নগর গোয়েন্দা পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করে। উল্লেখ্য সিরাজ উল্লাহর বিরুদ্ধে শতাধিক রাজনৈতিক মামলা রয়েছে। এরমধ্যে ৩৭টি মামলায় জামিন পেয়ে তিনি কারাগার থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন।[১০১]

দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ফারজানা ইসলাম এর অপসারনের দাবিতে 'দুর্নীতির বিরুদ্ধে জাহাঙ্গীরনগর' ব্যানারে ৪ নভেম্বর সন্ধ্যা থেকে আন্দোলনরত শিক্ষার্থী ও শিক্ষকরা উপাচার্যের বাসভবন অবরুদ্ধ করে রাখে। ৫ নভেম্বর দুপুরে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা তাঁদের ওপর হামলা চালালে সাত জন শিক্ষকসহ ৩৫ জন আহত হন।[১০২] *পুলিশ হামলাকারীদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা না নিলেও এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ৯ জন সংগঠকের বাড়িতে গিয়ে তাঁদের পরিবারের সদস্যদের ভয়ভীতি প্রদর্শন করে।*[১০৩]

---

[৯৯] নয়াদিগন্ত, ১৫ মে ২০১৯; http://www.dailynayadiganta.com/more-news/410149/

[১০০] নয়াদিগন্ত, ১৫ অক্টোবর ২০১৯; https://www.dailynayadiganta.com/more-news/448234

[১০১] যুগান্তর, ১৬ অক্টোবর ২০১৯; https://www.jugantor.com/todays-paper/news/232677

[১০২] ছাত্রলীগের হামলার পর উত্তাল ক্যাম্পাস/ প্রথম আলো, ৬ নভেম্বর ২০১৯

[১০৩] প্রথম আলো, ১২ নভেম্বর ২০১৯; https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1623807

ছাত্রলীগের কর্মীরা সাভারের জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ভিসি'র বাসভবনের কাছে এক বিক্ষোভকারীকে মারধর করেন। ছবি: দি ডেইলি স্টার, ৬ নভেম্বর ২০১৯।

একজন সাংবাদিক আহত প্রতিবাদকারীকে উদ্ধার করছেন। ছবি: দি ডেইলি স্টার, ৬ নভেম্বর ২০১৯।

বেতন বৃদ্ধি ও বৈষম্য নিরসনের দাবিতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সংগঠন প্রাথমিক শিক্ষক ঐক্য পরিষদের ডাকে ২৩ অক্টোবর সারাদেশ থেকে প্রাথমিক শিক্ষকরা ঢাকায় এসে মহাসমাবেশ করার জন্য কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে যেতে চাইলে পুলিশ লাঠিচার্জ করে শিক্ষকদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়। এই ঘটনায় বেশ কিছু শিক্ষক আহত হন। আহতদের চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নেয়া হয়।[১০৪]

[১০৪] মানবজমিন, ২৪ অক্টোবর ২০১৯; http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=196004&cat=3/

পুলিশি বাধায় শিক্ষকদের সমাবেশ ছত্রভঙ্গ। ছবিঃ ঢাকা ট্রিবিউন, ২৩ অক্টোবর ২০১৯

২৮ নভেম্বর জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জে ১৭ দফা দাবিতে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টী (সিপিবি) আয়োজিত পদযাত্রায় আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা হামলা চালালে সিপিবির কেন্দ্রীয় কমিটির উপদেষ্টা মনজুরুল আহসানসহ ১০ জন নেতাকর্মী আহত হন।[১০৫] সিপিবি'র ঐ সভায় হামলার প্রতিবাদে ঢাকায় শান্তিনগরে মিছিল বের করলে সেখানেও ছাত্রলীগ হামলা করে। হামলায় সিপিবি শান্তিনগর শাখার সম্পাদক মন্‌জুর মঈন আহত হন।[১০৬]

আহত সিপিবি শান্তিনগর শাখার সম্পাদক মন্‌জুর মঈন। ছবিঃ নিউজটুডে২৪ ডট কম, ২৯ নভেম্বর ২০১৯

১০ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস উপলক্ষে বিএনপি ঢাকার নয়াপল্টনে তার প্রধান কার্যালয় থেকে র‍্যালি বের করতে চাইলে পুলিশের বাধার মুখে তা অনুষ্ঠিত হয়নি।[১০৭] ১৭ ডিসেম্বর ভারতের বিতর্কিত ও মুসলিম বিদ্বেষী নাগরিকত্ব আইনের প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি'র সামনে সাধারণ ছাত্র অধিকার সংরক্ষণ পরিষদের সমাবেশে মুক্তিযুদ্ধ মঞ্চের (ক্ষমতাসীনদলের নেতাকর্মীদের নিয়ে গঠিত) নেতাকর্মীরা হামলা চালালে ডাকসু'র ভিপি

[১০৫] মানবজমিন, ৩০ নভেম্বর ২০১৯; http://mzamin.com/beta/article.php?mzamin=201532&cat=9/

[১০৬] নিউজটুডে ২৪ ডট কম, ২৯ নভেম্বর ২০১৯; http://newstoday24.net/index.php/politics/683-2019-11-28-18-03-44

[১০৭] যুগান্তর, ১১ ডিসেম্বর ২০১৯; https://www.jugantor.com/todays-paper/last-page/254149

নুরুল হক নুরসহ সাধারণ ছাত্র পরিষদের ১০ জন আহত হন।[১০৮] *এই ঘটনার ধারাবাহিকতায় ২২ ডিসেম্বর মুক্তিযুদ্ধ মঞ্চের নেতাকর্মীরা ডাকসুর ভিপি নুরুল হক নুর এর কক্ষে ঢুকে হামলা চালালে নুরসহ সাধারণ ছাত্র অধিকার সংরক্ষণ পরিষদের ৩০ জন আহত হন। যাঁদের মধ্যে গুরুতর আহত ১৪জনকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।*[১০৯]

ঢামেকে আহত ডাকসু ভিপি নূরুল হক নূর। ছবিঃ যুগান্তর ১৮ ডিসেম্বর ২০১৯

ডাকসু সহ-সভাপতি নুরুল হক নূর ও তাঁর অনুসারীদের ওপর হামলার প্রতিবাদে শিক্ষার্থীরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে মিছিল বের করে। তারা 'নিষ্ক্রিয়তার' জন্য প্রক্টর অধ্যাপক একেএম গোলাম রাব্বানীর পদত্যাগও দাবি করে। ছবি: দি ডেইলি স্টার, ২৪ ডিসেম্বর ২০১৯।

---

[১০৮] যুগান্তর, ১৮ ডিসেম্বর ২০১৯; https://www.jugantor.com/national/256664

[১০৯] ডাকসুর ভিপির কক্ষের আলো নিভিয়ে হামলা/ প্রথম আলো, ২৩ ডিসেম্বর ২০১৯

৩০ ডিসেম্বর একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে ভোট কারচুপির অভিযোগ এনে সরকারের পদত্যাগ ও নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে পুনর্নির্বাচনের দাবিতে বাম গণতান্ত্রিক জোট প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় অভিমুখে একটি মিছিল নিয়ে ঢাকার মৎসভবন এলাকায় পৌঁছালে পুলিশ এতে হামলা চালায়। পুলিশের লাঠিপেটায় বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক ও গণসংহতি আন্দোলনের সমন্বয়কারী জোনায়েদ সাকিসহ ৪৫ জন নেতাকর্মী ও সাংবাদিক আহত হন।[১১০]

বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হকসহ বাম গণতান্ত্রিক জোট নেতাকর্মীদের ওপর পুলিশের হামলা। ছবিঃ ঢাকা টাইমস২৪ ডট কম, ৩০ ডিসেম্বর ২০১৯

গণসংহতি আন্দোলনের সমন্বয়কারী জোনায়েদ সাকির ওপর পুলিশের হামলা। ছবিঃ যুগান্তর, ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯

[১১০] বামদের মিছিলে লাঠিপেটা, সংঘর্ষ, আহত ৪৫/প্রথম আলো, ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯

বিদেশে রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা

৩৪. আগের বছরগুলোর মতো ২০১৯ সালেও বাংলাদেশের নাগরিকরা ঝুঁকিপূর্ণ সাগর পাড়ি দিয়ে অভিবাসী হওয়ার চেষ্টা করেছেন। দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার বেড়েছে বলে সরকার দাবি করলেও বর্তমানে ধনী ও দরিদ্র এই দুই শ্রেণীর মধ্যে ব্যবধান প্রকট হয়েছে। অন্যদিকে দেশে বিরোধীদলের নেতাকর্মীদের ওপর ব্যাপক নিপীড়ন চলছে। তাঁরা গুম ও বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হচ্ছেন এবং তাঁদের বিরুদ্ধে গায়েবী মামলা[১১১] দায়ের এবং গ্রেফতার করে তাঁদের ওপর নির্যাতন চালানো হচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে।[১১২] এইরকম পরিস্থিতিতে অনেক রাজনৈতিক নেতাকর্মী দেশের বাইরে গিয়ে আশ্রয় প্রার্থনা করছেন। রাজনৈতিক নিপীড়ন হতে রক্ষা পেতে এবং জীবিকার তীব্র সংকটের কারণে অত্যন্ত ঝুঁকি নিয়ে বাংলাদেশের নাগরিকরা দালালদের খপ্পরে পড়ে সীমান্ত পাড়ি দিচ্ছেন।

৯ মে গভীর রাতে ৭৫ জন অভিবাসী নিয়ে একটি বড় নৌকা লিবিয়ার উপকুল থেকে ইতালির উদ্দেশ্যে রওনা হয়। এরপর গভীর সাগরে নৌকাটি থেকে অপেক্ষাকৃত ছোট একটি নৌকায় যাত্রীদের তোলা হলে কিছুক্ষণের মধ্যে সেটি ডুবে যায় এবং অনেক নৌকা যাত্রী মারা যান। যাঁদের মধ্যে ৩৯ জন বাংলাদেশী নাগরিকও ছিলেন।[১১৩]

২৬ নভেম্বর বেশ কয়েকজন বাংলাদেশী নাগরিক মরক্কো থেকে নৌকায় ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে স্পেনের মেলেইয়াতে যাওয়ার সময় নৌকা ডুবি হয়। এতে ৪ জন বাংলাদেশী নাগরিক মারা যান এবং ২ জন নিখোঁজ হন।[১১৪]

মেক্সিকোর ভেরাক্রুজ রাজ্যের আকায়ুকা এলাকার এক বন্দিশিবিরে বাংলাদেশের ৪৬ জন নাগরিক আটক রয়েছেন। আটক ব্যক্তিরা নিজেদের লিব্যারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি (এলডিপি)'র কর্মী বলে দাবি করেছেন। উল্লেখ্য, এলডিপি বিএনপি নেতৃত্বাধীন ২০-দলীয় জোটের শরিকদল। আটক ব্যক্তিদের অভিযোগ, বিরোধী রাজনীতি করার ফলে ব্যাপক দমন-পীড়নের শিকার হওয়ার কারণেই মূলত তাঁরা দেশ ছেড়েছেন। বন্দিশিবিরে থাকা নোয়াখালীর বেগমগঞ্জের জাহিদ হাসানের মা সেলিনা আক্তার জানান, বিরোধী রাজনীতি (এলডিপি) করার কারণে তাঁর ছেলে প্রতিপক্ষ দ্বারা হামলার শিকার হয়ে হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। জীবন বাঁচাতে ভিটামাটি বিক্রি করে তাঁকে বিদেশে পাঠাতে হয়েছে।[১১৫]

৩৫. যাঁরা সাগর পাড়ি দিয়ে বা অন্যভাবে নিরপদে বিদেশে পৌঁছেছেন তাঁদের অধিকাংশই রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন। জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক সংস্থা ইউএনএইচসিআর এর হিসেব মতে গত পাঁচ বছরে এক লাখ ৬০ হাজার ৭৩৭ জন বাংলাদেশী নাগরিক বিভিন্ন দেশে রাজনৈতিক আশ্রয়ের জন্য আবেদন করেছেন; যা আগের পাঁচ বছরের তুলনায় দ্বিগুণেরও বেশি। তাঁরা তাঁদের আবেদনগুলোতে বিরোধী

[১১১] নয়াদিগন্ত, ১২ নভেম্বর ২০১৮; http://www.dailynayadiganta.com/first-page/364023/
[১১২] নয়াদিগন্ত, ১৩ নভেম্বর ২০১৮; http://www.dailynayadiganta.com/first-page/364250/
[১১৩] যুগান্তর, ১২ মে ২০১৯; https://www.jugantor.com/todays-paper/second-edition/176554/
[১১৪] যুগান্তর, ২৯ নভেম্বর ২০১৯; https://www.jugantor.com/exile/249749/
[১১৫] কালের কণ্ঠ, ২৬ অক্টোবর ২০১৯; https://www.kalerkantho.com/print-edition/first-page/2019/10/26/831298

রাজনীতিতে জড়িত থাকার কারণে গ্রেফতার, নির্যাতন ও মামলা দায়েরসহ নানা ধরনের হয়রানির বিষয় উল্লেখ করেছেন।[১১৬]

ঘ.মতপ্রকাশ ও সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ এবং নিবর্তনমূলক আইন

মতপ্রকাশের কারণে ভিন্নমতাবলম্বীদের ওপর নিপীড়ন

৩৬.সরকারের বিরুদ্ধে সমালোচনামূলক মন্তব্য করার কারণে ২০১৯ সালে ভিন্নমতাবলম্বী ব্যক্তি ও বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতাদের বিরুদ্ধে ক্ষমতাসীনদলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা 'রাষ্ট্রদ্রোহীতা'সহ ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা দায়ের করেছে এবং তাঁদের বাড়িঘরে হামলা চালিয়েছে। কোন একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে ক্ষমতাসীনদলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের দিয়ে ভিন্নমতাবলম্বী ও বিরোধী রাজনৈতিকদলের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে দেশের বিভিন্ন জায়গায় একাধিক হয়রানিমূলক মামলা দায়ের করা একটি প্রবণতা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এছাড়া ভারত সরকারের কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা[১১৭] বাতিলের ব্যাপারে নাগরিকদের মতপ্রকাশ করার ক্ষেত্রে সতর্ক করে দিয়ে কঠোর ব্যবস্থা নেয়ার হুমকি দিয়েছেন আইন প্রয়োগকারী সংস্থার একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা।

১৭ এপ্রিল কিশোরগঞ্জ সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মুহাম্মদ আবদুন নূরের আদালতে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের ট্রাস্টি ডাঃ জাফরুল্লাহ চৌধুরী, বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা মিজানুর রহমান মিনু ও গণবিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার দোলোয়ার হোসেনের বিরুদ্ধে 'ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করে রাষ্ট্রের উন্নয়নমূলক কাজের ক্ষতি' করার অভিযোগে দণ্ডবিধির ১২৪(ক) ধারায় রাষ্ট্রদ্রোহীতার মামলা দায়ের করেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ধর্ম বিষয়ক উপকমিটির সদস্য ও জয় বাংলা মুক্তিযোদ্ধা প্রজন্মলীগ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদের সভাপতি আকরাম হোসেন বাদল।[১১৮] উল্লেখ্য যাঁদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহীতার মামলা দায়ের করা হয়েছে তাঁরা বিভিন্ন জনসভায় রাজনৈতিক বক্তৃতায় সরকারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন মন্তব্য করেছিলেন।

৯ অগাস্ট র‍্যাপিড একশান ব্যাটালিয়ান (র‍্যাব) এর মহাপরিচালক বেনজির আহমেদ ভারতের কাশ্মির ইস্যুতে দেশের অভ্যন্তরে কেউ পানি ঘোলা করার চেষ্টা করলে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে হুঁশিয়ারি দেন।[১১৯]

১৮ সেপ্টেম্বর ডিবিসি টিভি চ্যানেলের এক টকশোতে বিএনপি নেতা শামসুজ্জামান দুদু 'প্রধানমন্ত্রীকে হত্যার হুমকি' দিয়েছেন এই অভিযোগে চুয়াডাঙ্গায় শামসুজ্জামান দুদুর বাড়িতে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা হামলা চালিয়ে ভাংচুর করে এবং দুদুর বিরুদ্ধে ঢাকা ও চট্টগ্রাম আদালতে রাষ্ট্রদ্রোহীতার দুটি মামলা দায়ের করে।[১২০]

গণমাধ্যমের স্বাধীনতা

৩৭.বরাবরের মতো ২০১৯ সালেও হামলা-মামলা ও হুমকির মাধ্যমে সরকার গণমাধ্যমের ওপর চাপ সৃষ্টি করে বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদ প্রচার ব্যাহত করেছে। অনেক গণমাধ্যম সেল্ফ সেন্সর করতে বাধ্য হয়েছে। প্রায় সব ইলেকট্রনিক মিডিয়া এবং অধিকাংশ প্রিন্ট মিডিয়া সরকারের অনুগত ব্যক্তিবর্গের মালিকানাধীন এবং একমাত্র রাষ্ট্রীয় টিভি বিটিভি সম্পূর্ণভাবে সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন। ২০১৯ সালেও সরকার ১১টি নতুন

---

[১১৬] মানবজমিন, ১০ জুলাই ২০১৯, https://www.mzamin.com/article.php?mzamin=180571;
[১১৭] ৫ অগাস্ট ২০১৯ ভারত সরকার ভারতীয় সংবিধানের ৩৭০ অনুচ্ছেদ বাতিলের মাধ্যমে কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা রদ করে দেয়।
[১১৮] মানবজমিন, ২০ এপ্রিল ২০১৯; http://mzamin.com/article.php?mzamin=168911&cat=6
[১১৯] নয়াদিগন্ত, ১০ অগাস্ট ২০১৯; http://www.dailynayadiganta.com/last-page/431884/
[১২০] যুগান্তর, ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৯; https://www.jugantor.com/todays-paper/last-page/222546

বেসরকারী টিভি চ্যানেলের অনুমতি দিয়েছে।[১২১] অনুমতি পাওয়া নতুন এই ১১টি বেসরকারী টিভি চ্যানেলের মালিকরা সরকার সমর্থিত ব্যক্তি বলে জানা গেছে। একদিকে সরকার নিজস্ব ব্যক্তিদের মাধ্যমে গণমাধ্যমগুলো নিয়ন্ত্রণ করছে এবং অন্যদিকে অল্প কিছু সংখ্যক সংবাদমাধ্যম যারা এখনও কিছুটা নিরপক্ষেভাবে কাজ করার চেষ্টা করছে, তাদের স্বাধীনভাবে কাজ করার ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত হস্তক্ষেপ করছে। গণমাধ্যমের ওপর সরকারের এই হস্তক্ষেপ ব্যাপকভাবে শুরু হয় ২০১৩ সালে বিরোধীদলপন্থী ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া- দিগন্ত টিভি, ইসলামিক টিভি এবং আমার দেশ পত্রিকা বন্ধ করে দেয়ার মধ্যে দিয়ে। এখনও পর্যন্ত এই সংবাদমাধ্যমগুলো খুলে দেয়া হয়নি।

৩৮.রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডারের ২০১৯ সালের সূচকে বাংলাদেশ সর্ম্পকে বলা হয়েছে, ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে সাংবাদিকরা কঠোর নীতিমালার শিকার হচ্ছেন। ২০১৯ সালের গণমাধ্যমের স্বাধীনতা সূচকে দেখা গেছে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের স্থান ১৫০তম। ২০১৮ সালের সূচকে বাংলাদেশের স্থান ছিল ১৪৬তম, ২০১৯ সালে তা ৪ ধাপ পিছিয়ে ১৫০ এসে দাঁড়িয়েছে।[১২২] ২০১৯ সালে দমনমূলক পরিস্থিতিতে পুলিশ সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে হয়রানীমূলক মামলা দায়ের ও উদ্দেশ্যমূলকভাবে 'রাজনৈতিক মামলায়' অভিযোগপত্রে নাম অন্তর্ভুক্ত করাসহ নির্যাতন চালিয়েছে এবং সরকারদলীয় নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে পত্রিকা অফিস ভাংচুর, সাংবাদিকদের ওপর হামলা, প্রাণনাশের হুমকিসহ বিভিন্ন অভিযোগ রয়েছে।

৩৯.**২০১৯ সালে পেশাগত দায়িত্ব পালনকালে ৪৫ জন সাংবাদিক আহত, ৫ জন লাঞ্ছিত, ৫ জন আক্রমণের শিকার, ১২ জন হুমকির সম্মুখীন হন, ৪ জনকে গ্রেফতার এবং ৩৩ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে।**

সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা: ২০১৯								
মাস	সাংবাদিক/ প্রতিবেদক/ সংবাদদাতা							
	আহত	লাঞ্ছিত	আক্রমণ	গ্রেফতার	হুমকি	নির্যাতন	মামলা	মোট
জানুয়ারি	৪	০	২	২	১	০	১	১০
ফেব্রুয়ারি	৮	০	০	২	১	০	৪	১৫
মার্চ	২	০	০	০	০	০	০	২
এপ্রিল	২	২	০	০	০	০	০	৪
মে	১৯	১	১	০	১	০	০	২২
জুন	০	০	০	০	১	০	০	১
জুলাই	১	০	০	০	১	০	০	২
অগাস্ট	২	২	০	০	৩	০	০	৭
সেপ্টেম্বর	৪	০	০	০	০	০	৩	৭
অক্টোবর	০	০	০	০	১	০	১৬	১৭
নভেম্বর	০	০	২	০	২	০	৭	১১
ডিসেম্বর	৩	০	০	০	১	১	২	৭
মোট	**৪৫**	**৫**	**৫**	**৪**	**১২**	**১**	**৩৩**	**১০৫**

ছক: ৪

[১২১] যুগান্তর, ১২ নভেম্বর ২০১৯; https://www.jugantor.com/todays-paper/city/242842/
[১২২] World Press Freedom Index 2019, RSF https://rsf.org/en/2019-rsf-index-asia-pacific-press-freedom-impacted-political-change

ফেনী জেলার সোনাগাজী মাদ্রাসার ছাত্রী নুসরাত জাহান রাফিকে পুড়িয়ে মারার[১২৩] ঘটনায় পুলিশ সুপার (এসপি) এসএম জাহাঙ্গির আলম সরকার এর দায়িত্বে অবহেলার ওপর বিভিন্ন পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশিত হলে তাঁকে **১২** *মে ফেনী থেকে প্রত্যাহার করা হয়। এতে জাহাঙ্গির আলম ক্ষিপ্ত হন এবং ফেনী থেকে বদলি হয়ে চলে যাওয়ার আগে তাঁর নির্দেশে তড়িঘড়ি করে ৯টি নাশকতার মামলার[১২৪] অভিযোগপত্র আদালতে দাখিল করে পুলিশ। এই সব অভিযোগপত্রে দৈনিক নয়াদিগন্তের ফেনী প্রতিনিধি ও স্থানীয় দৈনিক ফেনীর সময়'র সম্পাদক মোহাম্মদ শাহাদাত হোসাইন, বাংলানিউজ এর স্থানীয় প্রতিনিধি সোলাইমান হাজারী ডালিম, দৈনিক সময়ের আলো'র স্থানীয় প্রতিনিধি মাইনউদ্দিন পাটোয়ারী ও দৈনিক অধিকার'র স্থানীয় প্রতিনিধি এসএম ইউসুফ আলীকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।[১২৫]*

একাত্তরের মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে ফাঁসি কার্যকর হওয়া জামায়াত নেতা আব্দুল কাদের মোল্লাকে 'শহীদ' উল্লেখ করে প্রতিবেদন প্রকাশ করায় **১২** *ডিসেম্বর দৈনিক সংগ্রাম অফিসে মুক্তিযুদ্ধ মঞ্চ নামের একটি (ক্ষমতাসীনদলের নেতাকর্মীদের নিয়ে গঠিত সংগঠন) সংগঠনের নেতাকর্মীরা হামলা চালিয়ে ভাংচুর করে এবং পত্রিকায় আগুন ধরিয়ে দেয়। পত্রিকার সম্পাদক আবুল আসাদকে লাঞ্ছিত করে ধরে অফিসের বাইরে নিয়ে আসে। পরে পুলিশ এসে আবুল আসাদকে হাতিরঝিল থানায় নিয়ে যায়। সংগ্রামের প্রধান প্রতিবেদক রুহুল আমিন গাজী অভিযোগ করেন, হামলার সময় সেখানে পুলিশ থাকলেও হামলাকারীদের বাধা দেয়নি।[১২৬] সরকারি মদদপুষ্ট হামলাকারীদের বিরুদ্ধে পুলিশ কোন ব্যবস্থা না নিলেও আবুল আসাদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহীতা ও নিবর্তনমূলক ডিজিটাল আইনে মামলা দায়ের করা হয় এবং পুলিশ আদালতের মাধ্যমে তাঁকে ৩ দিনের রিমান্ডে নেয়।[১২৭]*

টেকনাফ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা প্রদীপ কুমার দাসসহ পুলিশের অন্যান্য সদস্যদের ব্যাপারে বিভিন্ন দুর্নীতি ও অনিয়মের সংবাদ প্রকাশ করায় কক্সবাজার বাণী পত্রিকার সম্পাদক ফরিদুল মোস্তফা খানকে **২১** *সেপ্টেম্বর ঢাকা থেকে পুলিশ বিনা পরোয়ানায় গ্রেফতার করে বলে তাঁর পরিবারের সদস্যরা* **১৯** *ডিসেম্বর এক সংবাদ সম্মেলন করে অভিযোগ করেছে। তাঁকে ঢাকা থেকে টেকনাফে এনে থানা হাজতে তাঁর ওপর নির্যাতন চালানো হয়। এই সময় ফরিদুল মোস্তফার চোখে মরিচের গুড়া দিয়ে নির্যাতন করে বলে সংবাদ সম্মেলনে ফরিদুল মোস্তফার মেয়ে সুমাইয়া মোস্তফা অভিযোগ করেছেন।[১২৮]*

নিবর্তনমূলক ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ও তথ্য প্রযুক্তি আইনের ৫৭ ধারা

৪০. ২০১৯ সালে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সরকার ও ক্ষমতাসীনদলের উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তি বা দলের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে কোন ধরণের সমালোচনা প্রকাশ হওয়ার কারণে নিবর্তনমূলক ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন প্রয়োগ করে নাগরিকদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের ও গ্রেফতার করা হয়। ফলে নাগরিকদের মধ্যে ব্যাপক ভীতি তৈরি হওয়ায় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে ভিন্নমত প্রকাশের ক্ষেত্রে সেল্ফ সেন্সরসিপ অবলম্বন করতে হচ্ছে। এই সময়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোর ওপর ব্যাপকভাবে সরকারি নজরদারী বলবৎ ছিল।

[১২৩] ২৭ মার্চ ফেনী জেলার সোনাগাজী ইসলামিয়া সিনিয়র ফাজিল মাদ্রাসার অধ্যক্ষ সিরাজ উদ দৌলার বিরুদ্ধে একই মাদ্রাসার ছাত্রী নুসরাত জাহান রাফিকে যৌন হয়রানির অভিযোগে মামলা দায়ের করেন তাঁর মা শিরিন আক্তার। ভয়ভীতি দেখানোর পরও মামলাটি তুলে না নেয়ায় ৬ এপ্রিল এইচএসসি সমমানের আলিম আরবি প্রথমপত্রের পরীক্ষা দিতে গেলে অধ্যক্ষের অনুসারীরা নুসরাতকে মাদ্রাসার সাইক্লোন শেল্টারের ছাদে ডেকে নিয়ে গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়। ১০ এপ্রিল নুসরাত ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে মারা যান।

[১২৪] ২০১৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর একাদশতম জাতীয় নির্বাচনের আগে ফেনীর বিভিন্ন থানায় বিরোধীদল বিএনপি ও জামায়াতের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে এই মামলাগুলো দায়ের করা হয়েছিল।

[১২৫] অধিকার এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ফেণীর মানবাধিকারকর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন।

[১২৬] প্রথম আলো ১৪ ডিসেম্বর ২০১৯; https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1629210

[১২৭] যুগান্তর ১৩ ডিসেম্বর ২০১৯, https://www.jugantor.com/national/255214; যুগান্তর ১৪ ডিসেম্বর ২০১৯, https://www.jugantor.com/national/255533

[১২৮] যুগান্তর ২০ ডিসেম্বর ২০১৯; https://www.jugantor.com/todays-paper/news/257424

৪১.২০১৯ সালের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ে ৪২ জনকে 'ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন'[১২৯] এবং ৬ জনকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন-এ গ্রেফতার করা হয়েছে।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে 'মানহানিকর মন্তব্য ও অপপ্রচার চালানোর' অভিযোগে দৈনিক প্রথম ভোর পত্রিকার গাজীপুর জেলা প্রতিনিধি মোহাম্মদ মোজাহিদের বিরুদ্ধে শ্রীপুর উপজেলা আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের সভাপতি জাকিরুল ইসলাম জীকু শ্রীপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করলে ১১ মে পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করে। তাঁর বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা দায়ের করা হয়।[১৩০]

ডেইলি নিউ নেশন পত্রিকার খুলনা প্রতিনিধি ও খুলনা প্রেসক্লাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মুনির উদ্দিন আহমেদ তাঁর ফেসবুক আইডিতে ভোলার[১৩১] *ঘটনা নিয়ে ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ (আইজিপি) কে উদ্দেশ্য করে তাঁর মতামত ব্যক্ত করলে ২০ অক্টোবর তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। ২১ অক্টোবর খুলনা থানার এসআই শরিফুল আলম ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মুনির উদ্দিন আহমেদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন। পরে তাঁকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়। ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত তিনি খুলনা জেলা কারাগারে বন্দি ছিলেন।*[১৩২]

২৬ ডিসেম্বর 'ধর্মীয় উসকানি ও অপপ্রচার এবং মানহানী'র অভিযোগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদের (ডাকসু) ভিপি নূরুল হক নুর ও সাধারণ ছাত্র অধিকার সংরক্ষণ পরিষদের যুগ্ম আহ্বায়ক রাশেদ খানের বিরুদ্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জগন্নাথ হল শাখা আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের প্রচার সম্পাদক অর্ণব হোড় ঢাকার ধানমন্ডি থানায় ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে একটি মামলা দায়ের করেন।[১৩৩]

ফেসবুকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছবি বিকৃত করার অভিযোগে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন এর ৫৭ ধারায় দায়ের করা মামলায় ৯ জানুয়ারি মোবাইল ফোন ব্যবসায়ী মোহাম্মদ মনির (২০) কে সাত বছর সশ্রম কারাদণ্ডসহ ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে সাইবার ট্রাইব্যুনালের বিচারক আসসামছ জগলুল হোসেন।[১৩৪]

ঙ.বাংলাদেশ এবং এর প্রতিবেশী রাষ্ট্র

বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে ভারতীয় বিএসএফ কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন

৪২.২০১৯ সালে বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) সদস্যদের হাতে বাংলাদেশী নাগরিকদের হত্যা, অপহরণ, নির্যাতনসহ মানবাধিকার লঙ্ঘন অব্যাহত ছিল। **২০১৮ সালে বাংলাদেশ ও ভারত সীমান্তে ১১ জন বাংলাদেশী নাগরিককে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনী বিএসএফ'র সদস্যরা হত্যা করেছিল। ২০১৯ সালে এই সংখ্যা ৪১ জন। ২০১৮ সালের চেয়ে ২০১৯ সালে প্রায় চারগুণ বেশি বাংলাদেশী নাগরিককে হত্যা করা হয়।** বিএসএফ'র পাশাপাশি ভারতীয় নাগরিকরাও বাংলাদেশী নাগরিকদের সীমান্তে হত্যা করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে। ২৫ নভেম্বর চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা সীমান্তে ভারতীয় নাগরিকরা আবদুল গনি (৩০) নামে এক বাংলাদেশী গরু ব্যবসায়ীকে কুপিয়ে হত্যা করে।[১৩৫] বিএসএফ ও ভারতীয় নাগরিকদের

---

[১২৯] ডিজিটাল নিরাপত্তা বিল ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৮ এ জাতীয় সংসদে পাস হয় এবং ৮ অক্টোবর ২০১৮ তা আইনে পরিণত হয়।

[১৩০] মানবাধিকার খবর, জুন ২০১৯; http://manabadhikarkhabar.com/epaper/index.php?id=28-5-2019-44

[১৩১] ফেসবুকে ইসলাম ধর্ম ও মহানবী (সা.) সম্পর্কে কটুক্তির অভিযোগের জেরে ভোলা জেলার বোরহানউদ্দিনে পুলিশের সঙ্গে 'তৌহিদী জনতার' ব্যাপক সংঘর্ষে চার জন নিহত হন।

[১৩২] অধিকার এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট খুলনার মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন।

[১৩৩] যুগান্তর, ২৯ ডিসেম্বর ২০১৯; https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/260738

[১৩৪] যুগান্তর, ১০ জানুয়ারি ২০১৯; https://www.jugantor.com/todays-paper/second-edition/131631/

[১৩৫] যুগান্তর, ২৭ নভেম্বর ২০১৯; https://www.jugantor.com/todays-paper/news/248641

হাতে বাংলাদেশী নাগরিকদের নিহত হওয়া অব্যাহত থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে তার নাগরিকদের রক্ষার জন্য কোন ধরনের পদক্ষেপ নিতে দেখা যায়নি। বরং পররাষ্ট্রমন্ত্রী একে আবুল মোমেন ১২ অক্টোবর সাংবাদিকদের বলেন, "যারা সীমান্তে মারা গেছে তারা অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশের চেষ্টা করেছে কিংবা চুরি করতে গেছে। অবৈধভাবে প্রবেশ করা বন্ধ হলে বর্ডারে হত্যাও বন্ধ হবে।"[১৩৬]

৪৩. উল্লেখ্য, দুই দেশের মধ্যে সমঝোতা এবং এই সম্পর্কিত চুক্তি অনুযায়ী যদি কোন দেশের নাগরিক অননুমোদিতভাবে সীমান্ত অতিক্রম করে তবে তা অনুপ্রবেশ হিসেবে চিহ্নিত হবার কথা এবং সেই মোতাবেক ঐ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে বেসামরিক কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করার কথা।[১৩৭] কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে, ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী দীর্ঘদিন ধরে ওই সমঝোতা স্বারক এবং আর্ন্তজাতিক আইন লঙ্ঘন করে সীমান্তের কাছে কাউকে দেখলে বা কেউ সীমান্ত অতিক্রম করলে তাঁকে নির্যাতন করছে বা গুলি করে হত্যা করছে।[১৩৮] এমনকি বিএসএফ সদস্যরা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বেআইনীভাবে অনুপ্রবেশ করে হামলা চালিয়েছে।

৪৪. *অধিকার* এর তথ্য অনুযায়ী ২০১৯ সালে **বিএসএফ'র হাতে ৪১ জন বাংলাদেশী নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এই সময়ে ৪০ জন বাংলাদেশী বিএসএফ কর্তৃক আহত হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এছাড়াও ৩৪ জন বাংলাদেশিকে বিএসএফ ধরে নিয়ে গেছে বলে অভিযোগ রয়েছে। উল্লেখ্য, আজ পর্যন্ত বিএসএফ কর্তৃক হত্যা এবং নির্যাতনের কোনো ঘটনারই বিচার হয়নি।**[১৩৯]

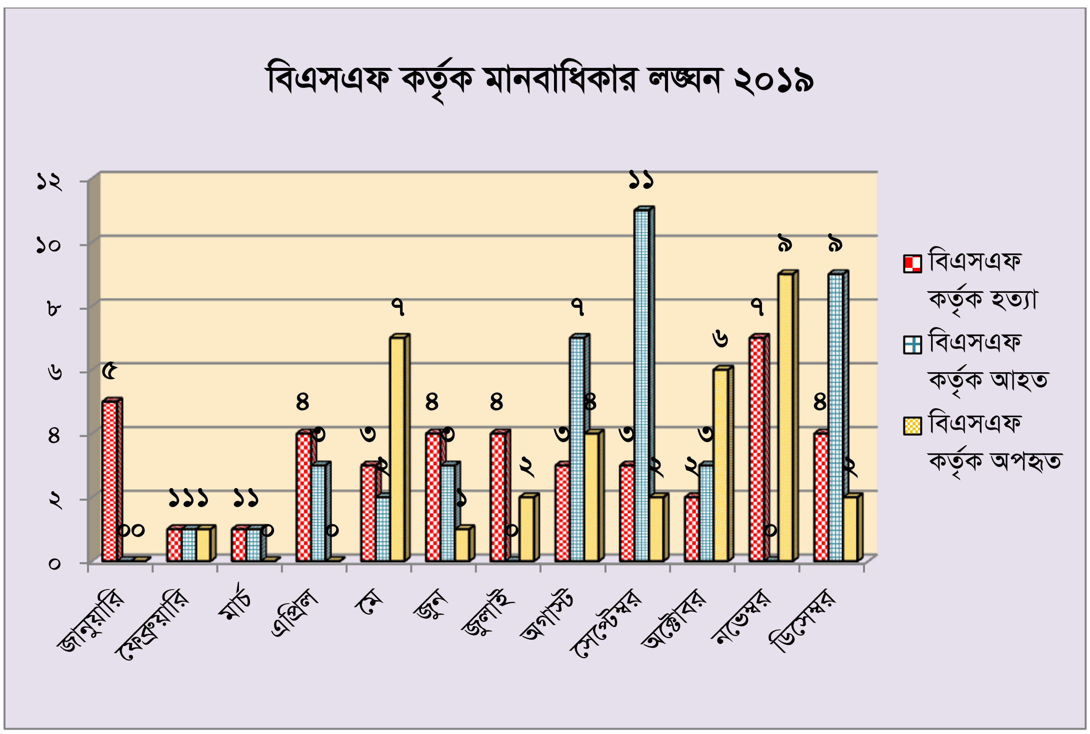

চার্ট: ৭

[১৩৬] মানবজমিন, ১৩ অক্টোবর ২০১৯; http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=194373
[১৩৭] নিউ এজ, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৬; http://archive.newagebd.net/253126/bsf-kills-2-bangladeshis-borders/
[১৩৮] https://www.hrw.org/report/2010/12/09/trigger-happy/excessive-use-force-indian-troops-bangladesh-border
[১৩৯] *অধিকার* বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৭ http://odhikar.org/wp-content/uploads/2018/01/Annual-HR-Report-2017_English.pdf

ছক: ৫ বিএসএফ'র হাতে বাংলাদেশী নাগরিকদের নিহতের তালিকা

ক্রমিক নং	ভিকটিমের নাম	ভিকটিমের পরিচয়	ঘটনার স্থান	ঘটনার তারিখ
১	খলিলুর রহমান (২৩)	বাংলাদেশী নাগরিক	ভুজারিপাড়া সীমান্ত, ডিমলা উপজেলা, নীলফামারি	১৫.০১.২০১৯
২	জাহাঙ্গীর আলম (২১)	বাংলাদেশী নাগরিক	ধর্মগড় সীমান্ত, রাণীশংকৈল, ঠাকুরগাঁও	১৮.০১.২০১৯
৩	জেনারুল (৩০)	গরু ব্যবসায়ী	মিনাপুর সীমান্ত, হরিপুর উপজেলা, ঠাকুরগাঁও	২২.০১.২০১৯
৪	জামাল উদ্দিন (৪৫)	গরু ব্যবসায়ী	চর আশারিয়াদাহা সীমান্ত, গোদাগাড়ি উপজেলা, রাজশাহী	২৪.০১.২০১৯
৫	সোহেল রানা বাবু (১৪)	বাংলাদেশী নাগরিক	জাগোদাল এলাকা, রাণীশংকৈল, ঠাকুরগাঁও	২৮.০১.২০১৯
৬	আসাদুল ইসলাম (৪২)	গরু ব্যবসায়ী	নবীনগর সীমান্ত, পাটগ্রাম, লালমনিরহাট	০২.০২.২০১৯
৭	টিপু (২০)	রাখাল	ওয়াহেদপুর সীমান্ত, শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ	০৪.০৩.২০১৯
৮	মিলন আলী (১৭) এবং নেসারুল ইসলাম (২৪)	বাংলাদেশী নাগরিক	শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ	০২.০৪.২০১৯
৯	বিশারত আলী বিশু (২২)	গরু ব্যবসায়ী	মাসুদপুর সীমান্ত, শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ	২০.০৪.২০১৯
১০	মোহাম্মদ সুমন (২২)	গরু ব্যবসায়ী	দানগাঁও সীমান্ত, হরিপুর, ঠাকুরগাঁও	২২.০৪.২০১৯
১১	কবিরুল ইসলাম মোল্লা (৩২)	বাংলাদেশী নাগরিক	কুশখালী সীমান্ত, সাতক্ষীরা	১১.০৫.২০১৯
১২	মোহাম্মদ আলম (৪০)	গরু ব্যবসায়ী	ধর্মজৈন সীমান্ত, বিরল, দিনাজপুর	২৬.০৫.২০১৯
১৩	মহিদুল ইসলাম (২৪)	গরু ব্যবসায়ী	রৌমারি সীমান্ত, কুড়িগ্রাম	২৯.০৫.২০১৯
১৪	জহিরুল ইসলাম (২৫)	বাংলাদেশী নাগরিক	গিলাবড়ি সীমান্ত, ভোলাহাট, চাঁপাইনবাবগঞ্জ	০৪.০৬.২০১৯
১৫	মানারুল ইসলাম (২৭)	গরু ব্যবসায়ী	শিংনগর সীমান্ত, শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ	২০.০৬.২০১৯

১৬	বক্কর ও সেলিম	গরু ব্যবসায়ী	বাখেরালি সীমান্ত, চাঁপাইনবাবগঞ্জ	২৪.০৬.২০১৯
১৭	এরশাদুল হক (৩৫)	গরু ব্যবসায়ী	শ্রীরামপুর সীমান্তের কাছে, পাটগ্রাম, লালমনিরহাট	০৭.০৭.২০১৯
১৮	দুলাল উদ্দিন (১৮)	বাংলাদেশী নাগরিক	কিরণগঞ্জে সীমান্তের কাছে, শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ	০৮.০৭.২০১৯
১৯	রয়েল রহমান ও সাদ্দাম হোসেন পাতাল	গরু ব্যবসায়ী	ওয়াহেদপুর সীমান্ত, শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ	১১.০৭.২০১৯
২০	রবি (৩০)	বাংলাদেশী নাগরিক	১৫৭ নং পিলার রামকৃষ্ণপুর ইউনিয়ন চরপাড়া, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া	০৩.০৮.২০১৯
২১	মোহাম্মদ আবদুল্লাহ (৪৫)	গরু ব্যবসায়ী	ঠাকুরপুর সীমান্ত, দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা	১৩.০৮.২০১৯
২২	আব্দুর রউফ (৩৭)	বাংলাদেশী নাগরিক	উত্তর দিমাই সীমান্ত, বড়লেখা, মৌলভীবাজার	২৪.০৮.২০১৯
২৩	বাবুল মিয়া (২৪)	বাংলাদেশী নাগরিক	পাটগ্রাম, লালমনিরহাট	০৩.০৯.২০১৯
২৪	নাজিম উদ্দিন(৩৫)	গরু ব্যবসায়ী	রাজপুর সীমান্ত পয়েন্ট, জীবননগর, চুয়াডাঙ্গা	০৫.০৯.২০১৯
২৫	মোহাম্মদ কামাল (৩২)	গরু ব্যবসায়ী	কাঠালডাঙ্গী সীমান্ত, হরিপুর, ঠাকুরগাঁও	২০.০৯.২০১৯
২৬	জহিরুল ইসলাম (৩০)	রাখাল	মাসুদপুর সীমান্ত, শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ	১৩.১০.২০১৯
২৭	শ্রীকান্ত সিং (৩২)	ইটভাটা শ্রমিক	কান্দহাল সীমান্ত, হরিপুর, ঠাকুরগাঁও	২০.১০.২০১৯
২৮	আব্দুর রহিম (৫০)	বাংলাদেশী নাগরিক	পালিয়ানপুর গ্রাম, মহেশপুর উপজেলা, ঝিনাইদহ	০৩.১১.২০১৯
২৯	সুমন (২৫)	গরু ব্যবসায়ী	মহেশপুর উপজেলা, ঝিনাইদহ	০৮.১১.২০১৯
৩০	উকিল মিয়া (২৫) ও খোকন মিয়া (২৫)	কলেজছাত্র ও ব্যবসায়ী	বাবেলাকোনা সীমান্ত, শেরপুর	১৮.১১.২০১৯
৩১	বাবুল	বাংলাদেশী নাগরিক	রৌমারি সীমান্ত, কুড়িগ্রাম	২৪.১১.২০১৯

৩২	আব্দুল গণি (৩০)	বাংলাদেশী কৃষক	চাকুলিয়া সীমান্ত, দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা	২৬.১১.২০১৯
৩৩	সালমান আহমেদ (১৮)	বাংলাদেশী নাগরিক	দোনা সীমান্ত, কানাইঘাট, সিলেট	২৮.১১.২০১৯
৩৪	আবুল হাসেম	গরু হাসেম	নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম	০৩.১২.২০১৯
৩৫	সাজু (৪০)	গরু ব্যবসায়ী	নাগরভিটা সীমান্ত, বালিয়াডাঙ্গি, ঠাকুরগাঁও	১৯.১২.২০১৯
৩৬	রেজাবুল ইসলাম (৩০)	গরু ব্যবসায়ী	হরিপুর, ঠাকুরগাঁও	২২.১২.২০১৯
৩৭	আনোয়ার (৩২)	পাচারকারী	মাসুদপুর সীমান্ত, শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ	২৫.১২২০১৯

২৭ এপ্রিল নওগাঁ জেলার সাপাহার সীমান্তে বিএসএফ'র সদস্যরা আজিম উদ্দিন (২৮) নামে এক বাংলাদেশী রাখালকে আটক করে তাঁর ওপর চরম নির্যাতন করেছে। বিএসএফ'র সদস্যরা ঐ যুবকের দুই হাতের ১০ আঙুলের নখ উপড়ে ফেলে দিয়ে বিভিন্নভাবে নির্যাতন করে।[১৪০]

নওগার সাপাহার সীমান্তে আজিম উদ্দিন এর ওপর অমানবিক নির্যাতন চালিয়েছে বিএসএফ। ছবিঃ মানবজমিন ২৮ এপ্রিল ২০১৯।

২ সেপ্টেম্বর রাজশাহী জেলার চর খানপুর সীমান্তে বাংলাদেশের সীমানার ভেতরে কৃষকরা তাঁদের জমিতে কাজ করার সময় বিএসএফ'র সদস্যরা ট্রাকে করে এসে তাঁদের ওপর গুলি ছুঁড়লে ১০ জন বাংলাদেশী কৃষক আহত হন। এই সময় বিএসএফ'র সদস্যরা কৃষকদের জমিতে কাজ করার সরঞ্জাম নিয়ে চলে যায়।[১৪১]

[১৪০] যুগান্তর, ২৮ এপ্রিল ২০১৯; https://www.jugantor.com/todays-paper/city/171750/
[১৪১] প্রথম আলো, ৩ সেপ্টেম্বর, ২০১৯; https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1612393

১৩ সেপ্টেম্বর লালমনিরহাট জেলার হাতিবান্ধা উপজেলার বড়খাতা দোলাপাড়া সীমান্তে বাংলাদেশের ভেতরে অবস্থিত কেরামতিয়া বড় মসজিদের দোতলা ভবন নির্মাণের সময় ভারতের শিতলকুচি থানার অমিত ক্যাম্পের বিএসএফ সদস্যরা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ঢুকে নির্মাণ কাজে বাধা দেয়ায় তা বন্ধ হয়ে যায়।[১৪২]

বাংলাদেশের ওপর ভারতের আগ্রাসন

৪৫.বাংলাদেশের নির্বাচনী ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়াসহ দেশে যে অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তার জন্য ভারত সরকার অনেকাংশে দায়ি বলে মনে করা হয়।[১৪৩] প্রহসনমূলক নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে ক্ষমতায় আসা আওয়ামী লীগ সরকার ভারতকে বাংলাদেশের ওপর ব্যাপক আধিপত্য বিস্তার ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে।[১৪৪]

৪৬.২০১৯ সালের ৫ অক্টোবর বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ও ভারতের প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে সাতটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর হয়। সমঝোতা স্মারকের মাধ্যমে একতরফাভাবে ভারত লাভবান হলেও বাংলাদেশের কোন স্বার্থ রক্ষা হয়নি। সমঝোতা স্মারকগুলোর মধ্যে একটির আওতায় বাংলাদেশের ফেনী নদী থেকে ১ দশমিক ৮২ কিউসিক পানি প্রত্যাহার করে ত্রিপুরায় নিতে পারবে ভারত।[১৪৫] ফেনী নদী বাংলাদেশের সম্পদ। এর উৎপত্তি, প্রবাহ এবং ভৌগলিক অবস্থান নিশ্চিত করে যে, ফেনী নদী কোনোভাবেই আন্তর্জাতিক নদী প্রবাহের সীমা রেখায় প্রবাহিত নয়। ভারত নিজেদের উত্তর-পূর্ব অংশের বেশ কয়েকটি রাজ্যের পানির অভাব মেটাতে অনেক বছর ধরে নানা কৌশলে ফেনী নদীকে আন্তর্জাতিক নদী প্রমাণের চেষ্টা চালিয়ে আসছিল।[১৪৬] সমঝোতা স্মারক অনুযায়ী ভারত পানি প্রত্যাহার করে নিলে শুষ্ক মওসুমে বাংলাদেশের নদী তীরবর্তী চট্টগ্রামের মিরসরাই, খাগড়াছড়ির রামগড় উপজেলা, ফেনীর ছাগলনাইয়া, পরশুরাম, সোনাগাজী, ফুলগাজী, কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামের দক্ষিণাংশ এবং নোয়াখালী-লক্ষ্মীপুরের কিছু অংশের বিভিন্ন সেচ প্রকল্পের পানির যোগান অনিশ্চিত হবে। এতে করে লক্ষ লক্ষ হেক্টর জমি চাষাবাদের জন্য অনুপোযোগী হয়ে পড়বে। বিশেষ করে দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম সেচ প্রকল্প মুহুরী সেচ প্রকল্প অকার্যকর হয়ে পড়বে।[১৪৭] এছাড়া সমঝোতা স্মারকের অন্যতম বিষয় হলো ভারত বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের উপকূলে ২০টি রাডার সিস্টেম নেটওয়ার্ক স্থাপন করবে। এই নেটওয়ার্ক হবে ভারতের জন্য একটি কৌশলগত সম্পদ এবং দেশটির নৌবাহিনীর জন্য সহায়ক। ভারত এই নজরদারি ব্যবস্থা চালু করে তাদের জাতীয় নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি যে কোন হুমকি শনাক্ত করে তার জবাব দিতে পারবে।[১৪৮] কিন্তু বাংলাদেশের উপকূলে অন্যকোন দেশের নজরদারী তার জাতীয় নিরাপত্তাকে ব্যাপকভাবে ক্ষুণ্ন করবে। এই সমঝোতা স্মারক অনুযায়ী ভারত বাংলাদেশের চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দরও ব্যবহার করবে, যা বাংলাদেশে ব্যাপক প্রভাব ফেলবে।

---

[১৪২] মানবজমিন, ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৯; https://www.mzamin.com/article.php?mzamin=190309&cat=3

[১৪৩]২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারির বিতর্কিত ও প্রতারনামূলক নির্বাচনের আগে বাংলাদেশের প্রায় সবকটি রাজনৈতিক দল নির্বাচনটি বয়কটের সিদ্ধান্ত নেয়। তখন তৎকালীন ভারত সরকারের পররাষ্ট্র সচিব সুজাতা সিং বাংলাদেশে আসেন এবং সেই সময় নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী জাতীয় পার্টিকে নির্বাচনে আনার জন্য চেষ্টা করে সফল হন। বিবিসি বাংলা, ১৬ নভেম্বর ২০১৮ https://www.bbc.com/bengali/news-46237664

[১৪৪] ভারত সরকার প্রায় বিনা খরচে বাংলাদেশের ওপর দিয়ে ট্রানজিট সুবিধা নিচ্ছে। ভারতের অনুরোধে বাংলাদেশ তার ভেতর দিয়ে ভারতের রাজ্য আসাম ও ত্রিপুরায় পণ্য পরিবহণের জন্য 'ফি' টন প্রতি ১০৫৪ টাকা থেকে কমিয়ে ১৯২ টাকা করেছে (https://www.bd-pratidin.com/abroad-paper/2019/11/24/477559)। সব মহলের প্রতিবাদের পরও ভারত রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ কাজ অব্যাহত রেখেছে। এই বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের ফলে বাংলাদেশের সুন্দরবন এবং এর চারপাশের প্রাণ বৈচিত্র্য ধ্বংস হয়ে যাবে এবং বাংলাদেশকে এক ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয় ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের দিকে ঠেলে দিবে।

[১৪৫] নয়াদিগন্ত, ৬ অক্টোবর ২০১৯; https://www.dailynayadiganta.com/first-page/445893/

[১৪৬] নয়াদিগন্ত, ৭ অক্টোবর ২০১৯; http://www.dailynayadiganta.com/first-page/446149

[১৪৭] নয়াদিগন্ত, ৭ অক্টোবর ২০১৯; http://www.dailynayadiganta.com/first-page/446149

[১৪৮] যুগান্তর, ৭ অক্টোবর ২০১৯; https://www.jugantor.com/todays-paper/news/229114

৪৭.অপরদিকে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী আগড়তলায় মহারাজা বীর বিক্রম বিমানবন্দরের রানওয়ে সম্প্রসারনের জন্য বাংলাদেশের কাছে ৫২ একর জমি চেয়েছে ভারত সরকার। ব্রাহ্মনবাড়িয়া জেলার সীমান্তে এই জমি চাওয়া হয়েছে।[১৪৯]

৪৮.বহুদিন ধরেই ভারত বাংলাদেশকে শুষ্ক মৌসুমে পানির ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে আসছে এবং এই কারণে বাংলাদেশের অধিকাংশ নদীই বর্তমানে মৃতপ্রায়। বাংলাদেশের পানির অধিকার আদায়ের জন্য তিস্তা চুক্তি অত্যন্ত জরুরী হলেও ভারত সরকার বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে তিস্তা চুক্তি সম্পাদন করেনি। ফারাক্কা বাঁধের কারণে পদ্মা অববাহিকাতে ইতিমধ্যেই চরম বিপর্যয়কর অবস্থা বিরাজ করছে। বর্ষা মৌসুমে ফারাক্কা ও গজলডোবা বাঁধের স্লুইস গেইটগুলো খুলে দিয়ে ভারত সরকার কৃত্রিমভাবে বাংলাদেশে বন্যার সৃষ্টি করে আন্তর্জাতিক আইন লংঘন করে চলেছে যার কোন প্রতিকার হয়নি। ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে যে সুদীর্ঘ চার হাজার কিলোমিটারেরও বেশী স্থল সীমান্ত, তার প্রায় পুরোটাই কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘিরে রেখেছে ভারত।[১৫০] এরমধ্যে কুড়িগ্রাম জেলার ফুলবাড়ি সীমান্তে আন্তর্জাতিক আইন অমান্য করে জিরো লাইনের ভেতরে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ করেছে ভারত।[১৫১] পঞ্চগড় জেলার তেঁতুলিয়া উপজেলায় বাংলাদেশী নাগরিকদের জমি পড়েছে কাঁটাতারের ভেতরে। এই উপজেলার সর্দারপাড়া গ্রামের জিয়াউল হাসান জানান, তাঁদের অন্তত সাত বিঘা জমি পড়েছে কাঁটাতারের বেড়ার ভেতরে। চাষ করতে তাঁদের সেখানে যেতে দেয়া হয় না। আনজুআরা বেগম নামে আরেকজন জানান, তাঁদের সব জায়গা জমি পড়েছে কাঁটাতারের বেড়ার ভেতরে। বিএসএফ তাঁদের জমিতে যেতে দেয় না।[১৫২]

সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া। ছবিঃ ঢাকা ট্রিবিউন

৪৯.ভারতের অবৈধ অভিবাসী শনাক্তকরণের জন্য প্রণীত জাতীয় নাগরিকপঞ্জি (এনআরসি)'র থেকে বাদ পড়া ব্যক্তিদের ভারত সরকার ইতিমধ্যেই বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পুশ-ইন করা শুরু করেছে। ভারতের আসাম

[১৪৯] মানবজমিন, ৩ অগাস্ট ২০১৯; http://www.dailynayadiganta.com/last-page/429978
[১৫০] নয়াদিগন্ত, ৩ অক্টোবর ২০১৯; http://www.dailynayadiganta.com/last-page/445062
[১৫১] যুগান্তর, ২৩ অক্টোবর ২০১৯; https://www.jugantor.com/todays-paper/last-page/235325
[১৫২] নয়াদিগন্ত, ৩ অক্টোবর ২০১৯; http://www.dailynayadiganta.com/last-page/445062

প্রদেশে এনআরসি'র চূড়ান্ত তালিকা থেকে বাদ পড়েছেন ১৯ লাখ ৬ হাজার ৬৫৭ জন। আসামে এনআরসি'র কাজ শুরুর পর থেকেই বাদ পড়া ব্যক্তিরা বাংলাদেশী নাগরিক বলে প্রচার করে আসছিল ভারত।[১৫৩] মে মাসে দক্ষিণ ভারতের বেঙ্গালুরুর বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালিয়ে বহু বাংলাভাষীকে আটক করে ভারতীয় পুলিশ। এরমধ্যে ৫৯ জনকে পশ্চিমবঙ্গে এনে আটক রাখা হয় বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ঠেলে পাঠানোর জন্য।[১৫৪] এদিকে প্রায়ই বাংলাদেশ সীমান্তে ভারত বাংলাভাষী ভারতীয় নাগরিকদের বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ঠেলে দিচ্ছে এবং বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)'র সদস্যরা তাঁদের আটক করে মামলা দিয়ে কারাগারে পাঠাচ্ছে। আটক ব্যক্তিদের অধিকাংশই মুসলমান।[১৫৫]

মিয়ানমারে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠির ওপর নৃশংস অপরাধসমূহ

৫০. ২০১৭ সালের ২৫ অগাস্ট থেকে রোহিঙ্গাদের ওপর নতুন করে গণহত্যা ও তাঁদের মিয়ানমার থেকে উচ্ছেদ করার প্রক্রিয়া শুরু করে মিয়ানমারের সেনাবাহিনী ও বৌদ্ধ চরমপন্থীরা। এই অভিযানগুলোতে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠির সদস্যরা হত্যা, গুম, গণধর্ষণ, ঘরবাড়ী, চাষের জমি আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয়াসহ বিভিন্ন ধরণের নির্যাতন ও সহিংসতার শিকার হয়েছেন। ২০১৭ সালের ২৮ অগাস্ট বাংলাদেশ সরকার মিয়ানমারে গণহত্যার সঙ্গে জড়িত অং সান সুচির সরকারের সঙ্গে বাংলাদেশ-মিয়ানমার সীমান্তে 'রোহিঙ্গা বিদ্রোহীদের' বিরুদ্ধে যৌথ অভিযান চালানোর প্রস্তাব দিলেও পরবর্তীতে সেখান থেকে সমালোচনার মুখে সরে এসে গণহত্যার শিকার রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশে প্রবেশের জন্য সীমান্ত খুলে দেয়। এরপর রোহিঙ্গারা বাংলাদেশের কক্সবাজার জেলার উখিয়া এবং টেকনাফ উপজেলার ৩৪টি শরণার্থী ক্যাম্পে আশ্রয় নেন। ২০১৯ সালে রোহিঙ্গারা মিয়ানমার, ভারত ও বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের রাষ্ট্রীয় ও অরাষ্ট্রীয় সহিংসতা, হয়রানি ও প্রতিবন্ধকতার শিকার হয়েছেন।

৫১. ৪ জানুয়ারি ২০১৯ মিয়ানমারের বুথিডংয়ে চারটি সীমান্ত চৌকিতে বিদ্রোহী সশস্ত্রগোষ্ঠী আরাকান আর্মির হামলার জেরে রাখাইনে অবশিষ্ট রোহিঙ্গারা পুনরায় মিয়ানমার সেনাবাহিনীর আক্রমণের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।[১৫৬] অতীতে বিভিন্ন সময়ে ভারতে আশ্রয় নেয়া রোহিঙ্গাদের ভারত সরকার বাংলাদেশে চলে আসতে বাধ্য করছে। ২০১৮ সালের ১ ডিসেম্বর থেকে ২০১৯ সালের ১৬ জানুয়ারি পর্যন্ত ভারত থেকে কমপক্ষে ১ হাজার ৩০০ জন রোহিঙ্গা শরণার্থী বাংলাদেশে প্রবেশ করেছেন।[১৫৭] অথচ বাংলাদেশ সরকার এর কোনো প্রতিবাদ করেনি বা এর বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ নেয়নি। বাংলাদেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিজিবি) এই রোহিঙ্গাদের আটক করে কক্সবাজারের রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবিরে পাঠিয়ে দিয়েছে বলে জানা গেছে।

৫২. রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে প্রত্যাবসন এবং বাংলাদেশের ভাসানচরে স্থানান্তর এই দুইটি ইস্যু ছিল ২০১৯ সালে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ২২ অগাস্ট দ্বিতীয়বারের মত প্রত্যাবাসনের জন্য ৩ হাজার ৫৪০ জন রোহিঙ্গাকে ছাড়পত্র দেয় মিয়ানমার সরকার। মিয়ানমার সরকার রোহিঙ্গাদের মূল দাবিগুলোর[১৫৮] কোনটিই পূরণ না করায় তাঁরা

[১৫৩] মানবজমিন, ৩ সেপ্টেম্বর ২০১৯, http://mzamin.com/article.php?mzamin=188659&cat=2
[১৫৪] বিবিসি, ২৭ নভেম্বর ২০১৯ https://www.bbc.com/bengali/news-50559797
[১৫৫] হঠাৎ অনুপ্রবেশ বৃদ্ধি, আটক ২০৩/ প্রথম আলো, ২১ নভেম্বর ২০১৯
[১৫৬] নয়াদিগন্ত, ৯ জানুয়ারি ২০১৯; http://www.dailynayadiganta.com/last-page/379202
[১৫৭] প্রথম আলো, ১৭ জানুয়ারি ২০১৯; https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1575017
[১৫৮] মূল দাবিগুলোর মধ্যে রয়েছে- নাগরিকত্ব পুনর্বহাল করা, রোহিঙ্গা জাতি হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান, রাখাইনে তাঁদের নিরাপত্তা এবং মৌলিক অধিকারগুলো নিশ্চিত করা

মিয়ানমারে ফিরে যেতে অস্বীকৃতি জানান। ফলে দ্বিতীয় প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়াও ব্যর্থ হয়।[১৫৯] প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া নিয়ে রোহিঙ্গা সংকটের অবনতিতে বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ৬১টি এনজিও এক যৌথ বিবৃতিতে জানায় যে, মিয়ানমারের বর্তমান অবস্থা রোহিঙ্গাদের নিরাপত্তা ও অধিকারের নিশ্চয়তা দেয় না।[১৬০] মিয়ানমারের মানবাধিকার বিষয়ক জাতিসঙ্ঘের স্পেশাল রেপোর্টিয়ার ইয়াং হিলি ২৪ জানুয়ারি ভাসানচর পরিদর্শন করে বলেন, ভাসানচরে সাইক্লোন হলে কি পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে সেটা না দেখে এবং দ্বীপটির সুযোগ সুবিধা পর্যাপ্ত যাচাই না করে কোনভাবেই তাড়াহুড়ো করে রোহিঙ্গাদের সেখানে পাঠানো উচিত হবেনা।[১৬১] অথচ রয়টার্সের প্রকাশিত নথিতে দেখা গেছে, জাতিসংঘ হাজার হাজার রোহিঙ্গা শরণার্থীকে ভাসানচরে স্থানান্তরিত করতে সরকারকে সহায়তা করার পরিকল্পনা করছে। রোহিঙ্গাদের ভাসানচরের মত দুর্যোগ প্রবণ এলাকায় স্থানান্তরিত করা হলে একদিকে যেমন তাঁদের ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, অন্যদিকে তাঁদের দ্রুত প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়াও বাধাগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।[১৬২]

৫৩. ২০১৯ সালের ২৫ আগস্ট রোহিঙ্গা গণহত্যা দিবসের দুই বছর পূর্তিতে শরণার্থীরা বিশাল শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভের আয়োজন করে। সেই সময় রোহিঙ্গারা তাঁদের নাগরিকত্ব পুনর্বহাল করা, রোহিঙ্গা জাতি হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান, রাখাইনে তাঁদের নিরাপত্তা এবং মৌলিক অধিকারগুলো নিশ্চিত করা হলে তাঁরা মিয়ানমারে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।[১৬৩]

৫৪. ৭ সেপ্টেম্বর রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্প এলাকায় সমস্ত টেলিযোগাযোগ অপারেটরকে থ্রিজি এবং ফোরজি সেবা সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত বন্ধ করার নির্দেশ দেয় বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি)। এরপর থেকে থ্রিজি এবং ফোরজি সেবা ক্যাম্পগুলোতে বন্ধ রয়েছে। সরকারের নির্দেশে কক্সবাজারের উখিয়া এবং টেকনাফ এলাকায় মোবাইলের নতুন সিম বিক্রি করা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।[১৬৪] রোহিঙ্গাদের তথ্যের প্রবাহ কমাতে বা অবাধে একত্রিত হওয়ার এবং রাজনৈতিক মতামত প্রকাশ করার ক্ষেত্রে বাধা প্রদান করতে সরকার এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। ফলে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক সেবা প্রদানকারী সংস্থার কর্মীদের কর্মকাণ্ড ব্যাহত হয়েছে।

৫৫. ৪ জুলাই আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (আইসিসি) এর কৌঁসুলি ফাতু বেনসুদা মিয়ানমারে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠির ওপর মানবতাবিরোধী অপরাধের তদন্তের অনুমতি চেয়ে আইসিসিতে আবেদন করেন। ১৪ নভেম্বর আইসিসি'র বিচারক ওলগা হেরেরা কারবুসিয়ার নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের প্রাক শুনানী চেম্বার রোহিঙ্গাদের ওপর নৃশংসতায় মানবতাবিরোধী অপরাধ হয়েছে কিনা, সে বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ তদন্তের জন্য ফাতু বেনসুদাকে নির্দেশ দেন।[১৬৫] অন্যদিকে ১১ নভেম্বর জাতিসংঙ্গের সর্বোচ্চ বিচারিক সংস্থা আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে মিয়ামারের বিরুদ্ধে মামলা করে আফ্রিকার দেশ গাম্বিয়া। ৪৬ পৃষ্ঠার একটি আবেদনে মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে নির্বাচারে গণহত্যা, রোহিঙ্গা নারীদের ধর্ষণ ও বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগের অভিযোগ করেছে

[১৫৯] ডেইলি স্টার, ২৩ অগাস্ট ২০১৯, https://www.thedailystar.net/frontpage/rohingya-repatriation-distrust-holds-them-back-1789192
[১৬০] মানবজমিন, ২২ অগাস্ট ২০১৯; http://mzamin.com/article.php?mzamin=186760&cat=6
[১৬১] বিবিসি, ২৫ জানুয়ারি ২০১৯; https://www.bbc.com/bengali/news-47003349
[১৬২] দি ডেইলি স্টার, ২৪ মার্চ ২০১৯; https://www.thedailystar.net/rohingya-crisis/news/un-draws-plans-facilitate-rohingya-relocation-island-1719652
[১৬৩] নয়াদিগন্ত, ২৬ অগাস্ট ২০১৯; www.dailynayadiganta.com/first-page/435139/
[১৬৪] ডেইলি স্টার, ৮ সেপ্টেম্বর ২০১৯, https://www.thedailystar.net/rohingya-crisis/no-mobile-phone-services-for-rohingya-refugees-1794367
[১৬৫] প্রথম আলো, ১৫ নভেম্বর ২০১৯; https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1624379

গাম্বিয়া।[১৬৬] একই অভিযোগে ১৩ নভেম্বর মিয়ানমারের স্টেট কাউন্সিলর অং সান সুচি এবং দেশটির একাধিক শীর্ষ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আর্জেন্টিনায় মামলা দায়ের করে রোহিঙ্গা বিষয়ক ও লাতিন আমেরিকার বেশ কয়েকটি মানবাধিকার সংগঠন।[১৬৭] ১০-১২ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে মিয়ানমারের বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধের শুনানি হয়।[১৬৮]

৫৬.ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) ৫ ডিসেম্বর এক প্রতিবেদনে বলেছে যে, জাতিসংঘের কয়েকটি সংস্থা এবং আন্তর্জাতিক এনজিওর প্রশাসনিক ও ওভারহেড ব্যয় বাংলাদেশের রোহিঙ্গা এবং স্থানীয় সম্প্রদায়ের জন্য তাদের কর্মসূচিতে ব্যয়ের তুলনায় বেশি। এই প্রতিবেদনে রোহিঙ্গা শরনার্থী ক্যাম্পগুলোতে তাদের কার্যক্রম এবং রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী এবং স্থানীয় জনগণের জন্য অনুদানের ব্যবহারে দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ইউএন উইমেনস তার তহবিলের ৩২.৬ শতাংশ ওভারহেড ব্যয় করে এই সংক্রান্ত ব্যয়ের তালিকার শীর্ষে রয়েছে। অন্যদিকে ইউএনএইচসিআর ২৫.৯৮ শতাংশ ওভারহেড ব্যয় করে রয়েছে তালিকার দ্বিতীয়তে। জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কের কার্যালয় থেকে সংগৃহীত জানুয়ারি ২০১৭ থেকে অক্টোবর ২০১৯ মেয়াদে জাতিসংঘের সাতটি সংস্থার তথ্যের ভিত্তিতে টিআইবি এই প্রতিবেদনটি তৈরি করেছে।[১৬৯]

৫৭.২৭ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে মিয়ানমারে রোহিঙ্গা মুসলমান এবং মিয়ানমারের অন্যান্য সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনের নিন্দা জানিয়ে প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছে চীনসহ নয়টি দেশ। মোট ১৩৪টি দেশ মিয়ানমারকে সমস্ত মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিচার নিশ্চিত করার জন্য প্রস্তাবটি অনুমোদনের পক্ষে সমর্থন জানায়। অপরদিকে ২৮টি দেশ ভোটদান থেকে বিরত থাকে।[১৭০]

চ. শ্রমিকদের অধিকার

৫৮.২০১৯ সালে আনুষ্ঠানিক (ফরমাল) এবং অনানুষ্ঠানিক (ইনফরমাল) এই দুই সেক্টরের শ্রমিকরা বিভিন্নভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার হয়েছেন। এছাড়া অভিবাসী নারী শ্রমিকরা যৌন নিপীড়নসহ বিভিন্ন ধরনের সহিংসতার শিকার হয়ে দেশে ফিরে এসেছেন।

৫৯. **২০১৯ সালে ফরমাল ও ইনফরমাল সেক্টরে ৯৭ জন শ্রমিক নিহত এবং ৩৫৪ জন আহত হয়েছেন।**

তৈরি পোশাক শিল্পের শ্রমিক

৬০.তৈরি পোশাক শিল্প বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের অন্যতম প্রধান ক্ষেত্র। এই শিল্পে ৩৫ লাখ শ্রমিক কর্মরত রয়েছেন। সরকার এবং মালিকপক্ষ শ্রমিকদের নিরাপত্তা, বেতন-ভাতা, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, মাতৃত্বকালীন ছুটি, ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার নিশ্চিত না করে তাঁদের অধিকার হরণ করেছে। ২০১৯ সালে তৈরি পোশাক শিল্পে শ্রমিকদের না জানিয়ে কারখানা বন্ধ করে দেয়া, শ্রমিক ছাঁটাই ও সেই সঙ্গে বেতন প্রদান না করার অনেক ঘটনা ঘটেছে এবং এর ফলে শ্রমিক অসন্তোষের সৃষ্টি হয়েছে। বিজিএমইএ'র তথ্য মতে ২০১৯ সালের জানুয়ারি থেকে নভেম্বর পর্যন্ত ৬১টি তৈরি পোশাক কারখানা বন্ধ হওয়ার কারণে ৩১,৬০০ শ্রমিক

---

[১৬৬] নিউ এজ, ১২ নভেম্বর ২০১৯; https://www.newagebd.net/article/90354 এবং নয়া দিগন্ত, ১২ নভেম্বর ২০১৯; http://www.dailynayadiganta.com/first-page/455413

[১৬৭] মানবজামিন, ১৫ নভেম্বর ২০১৯; http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=199169&cat=6

[১৬৮] প্রথম আলো, ১৩ ডিসেম্বর ২০১৯; https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1629127

[১৬৯] নিউ এজ, ৬ নভেম্বর ২০১৯; http://www.newagebd.net/article/92791/tib-finds-irregularities-in-running-rohingya-camps

[১৭০] নিউ এজ, ২৯ নভেম্বর ২০১৯; http://www.newagebd.net/article/94964/no-solution-to-rohingya-crisis-in-sight

চাকরি হারিয়েছেন। এছাড়া এক্সপোর্ট প্রোমোশন ব্যুরো'র তথ্যমতে জুলাই থেকে নভেম্বর পর্যন্ত এই শিল্পের ৭.৭৪% রপ্তানি কমে গেছে।[১৭১] এই শিল্পের সঙ্গে জাড়িত নারী শ্রমিকরা প্রতিনিয়ত বৈষম্য ও সহিংতার শিকার হয়েছেন। উল্লেখ্য কারখানাগুলোতে ৬০% এর বেশী শ্রমিক নারী[১৭২] হলেও অনেক কারখানায় নারী শ্রমিকরা বিভিন্ন ধরনের বঞ্চনা এবং শারীরিক ও মানসিক নিপীড়নের শিকার হয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক সংগঠন ফেয়ার লেবার এসোসিয়েশন এবং আওয়াজ ফাউন্ডেশনের এক যৌথ সমীক্ষায় জানা গেছে বেশিরভাগ নারী শ্রমিকরা মাতৃত্বকালীন ছুটির অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।[১৭৩]

শ্রমিকরা তাঁদের বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে প্রতিবাদমুখর হওয়ার কারনে পুলিশ তাঁদের ওপর হামলা করলে ১ জন শ্রমিক নিহত ও বহু শ্রমিক আহত হন। নূন্যতম মজুরিকাঠামো বাস্তবায়ন ও বকেয়া বেতন প্রদানসহ বিভিন্ন দাবিতে ৫ জানুয়ারি থেকে শ্রমিকরা ঢাকা ও এর আশেপাশের এলাকায় আন্দোলন শুরু করলে ৮ জানুয়ারি পুলিশের গুলিতে সাভারে মোহাম্মদ সুমন মিয়া (২২) নামে এক শ্রমিক নিহত হন।[১৭৪] এই আন্দোলনে অংশগ্রহণের কারণে ঢাকা, সাভার, আশুলিয়া, গাজীপুর এবং নারায়ণগঞ্জের ৯৯টি কারখানার ১১ হাজার শ্রমিককে ছাঁটাই করা হয়েছে এবং ৩৪টি মামলায় ৩৫০০ শ্রমিককে আসামি করা হয়েছে।[১৭৫]

পুলিশের গুলিতে নিহত সুমন মিয়া। ছবিঃ বাংলা ট্রিবিউন, ৮ জানুয়ারি ২০১৯

[১৭১] দি ডেইলি স্টার, ২০ নভেম্বর ২০১৯; https://www.thedailystar.net/business/news/double-trouble-rmg-1845232
[১৭২] ঢাকা ট্রিবিউন, ৩ মার্চ ২০১৮; https://www.dhakatribune.com/business/2018/03/03/womens-participation-rmg-workforce-declines
[১৭৩] নিউ এজ, ২০ অক্টোবর ২০১৯; http://www.newagebd.net/article/88178/female-rmg-workers-in-bangladesh-deprived-of-maternity-benefits-study
[১৭৪] নয়াদিগন্ত, ৯ জানুয়ারি ২০১৯; http://www.dailynayadiganta.com/first-page/379168/
[১৭৫] নিউএজ, ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৯; http://www.newagebd.net/article/64683/11000-rmg-workers-fired

১৪ জানুয়ারি বিক্ষোভের সময় শ্রমিকদের ওপর পুলিশের হামলা। ছবিঃ নয়া দিগন্ত ১৮ জানুয়ারি ২০১৯

তৈরি পোশাক কারখানাগুলোতে শ্রমিকরা বিভিন্ন সময়ে কারখানার মালিক বা কর্মকর্তা কর্তৃক সহিংসতার শিকার হয়েছেন। ৯ মার্চ চট্টগ্রাম ফোর এইচ অ্যাপারেলস নামের একটি পোশাক কারখানায় হাজেরা নামে এক নারী শ্রমিককে চুরির অভিযোগে কারখানার কর্মকর্তারা জুতার মালা পড়িয়ে হেনস্থা করলে তিনি ওইদিনই আত্মহত্যা করেন।[১৭৬]

২৫ জুলাই ঢাকার পশ্চিম হাজীপাড়া এলাকায় অবস্থিত ইজি গার্মেন্টেসএ পোশাক চুরির অপরাধে দেলোয়ার হোসেন নামে এক শ্রমিককে কারাখানার মালিকপক্ষের লোকজন বেদম মারধর করলে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান।[১৭৭]

২৩ ডিসেম্বর ঢাকার সাভারে কাজীপুর ফ্যাশন্স লিমিটেড কারখানায় ফাহিমা খাতুন নামে এক নারী শ্রমিক অসুস্থ হয়ে পড়ে ছুটি চাইলে কারখানা কর্তৃপক্ষ অন্যান্য শ্রমিকদের সামনে তাঁকে গালিগালাজসহ অপদস্থ করে। এতে অপমানিত হয়ে ঐ নারী শ্রমিক কারখানার ৭ তলা ভবনের ওপর থেকে লাফ দিয়ে আত্মহত্যা করেন।[১৭৮]

তৈরি পোশাক শিল্পের শ্রমিকদের অবস্থা: ২০১৯		
নিহত	**আহত**	**চাকুরিচ্যুত**
৩	৩০০	৩৯৪

ছক: ৬

পাটকল শ্রমিকদের অবস্থা

৬১. পাট খাতে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ, বকেয়া মজুরি, বেতন পরিশোধ, জাতীয় মজুরি ও উৎপাদনশীলতা কমিশনের সুপারিশ ২০১৫ কার্যকর, অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিক-কর্মচারীদের প্রভিডেন্ট ফান্ড ও গ্র্যাচুইটির অর্থ

---

[১৭৬] প্রথম আলো, ১৪ মার্চ ২০১৯; https://www.prothomalo.com/bngladesh/article/1583328/
[১৭৭] যুগান্তর, ২৭ জুলাই ২০১৯; https://www.jugantor.com/todays-paper/city/203694
[১৭৮] মানবজমিন, ২৪ ডিসেম্বর ২০১৯; https://www.mzamin.com/article.php?mzamin=205144&cat=6

পরিশোধ, চাকরিচ্যুত শ্রমিক কর্মচারীদের পুনর্বহাল, শ্রমিক-কর্মচারীদের শূন্যপদের বিপরীতে নিয়োগ ও স্থায়ীকরণসহ ৯ দফা দাবিতে ৫ মে থেকে কর্মবিরতি ও অবরোধ কর্মসূচি পালন শুরু করে রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকল শ্রমিকরা। ৭ মে অবরোধের সময় ঢাকার ডেমরায় শ্রমিকরা মিছিল বের করলে পুলিশ শ্রমিকদের ওপর লাঠিচার্জ ও রাবার বুলেট নিক্ষেপ করে। ১৩ মে থেকে রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকল শ্রমিকরা অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘটের ডাক দেন।[১৭৯] ১০ ডিসেম্বর থেকে খুলনায় পাটকল শ্রমিকরা বকেয়া বেতনসহ ১১ দফা দাবিতে আমরণ অনশন কর্মসূচী পালন করেন। এই সময় অনশনরত অবস্থায় অসুস্থ হয়ে ১২ ডিসেম্বর আবদুস সাত্তার[১৮০] ও ১৫ ডিসেম্বর সোহরাব[১৮১] হোসেন নামে দুজন শ্রমিক মারা যান। একই দাবিতে ৩০ ডিসেম্বর থেকে যশোর, খুলনা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও নরসিংদীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে পাটকল শ্রমিকরা পুনরায় আমরণ অনশন কর্মসূচি শুরু করেন।[১৮২]

কারখানায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে শ্রমিক হতাহত

৬২. ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ২ জুলাই গাজীপুর জেলার শ্রীপুরে অটো স্পিনিং লিমিটেড নামে একটি স্পিনিং মিলে ৬ জন,[১৮৩] ১১ ডিসেম্বর ঢাকার কেরানীগঞ্জে প্রাইম পেট অ্যান্ড প্লাস্টিক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটিডে নামে একটি প্লাস্টিকসামগ্রী তৈরীর কারখানায় ১৯ জন[১৮৪] এবং ১৫ ডিসেম্বর গাজীপুরে লাক্সারি ফ্যান কারখানায় ১০ জন[১৮৫] নিহত হয়েছেন। নিহতদের অধিকাংশই শ্রমিক। অটো স্পিনিং এর নিহতদের স্বজনরা বলেন, ওই কারখানায় পর্যাপ্ত পানির ব্যবস্থা থাকলে এবং দ্রুত বের হওয়ার সুযোগ থাকলে হয়তো আগুনে পুড়ে একজনও মারা যেতেন না।[১৮৬] প্রাইম পেট অ্যান্ড প্লাস্টিক ইন্ডাস্ট্রিজএর পরিবেশগত ছাড়পত্র এবং আগুন নেভানোর সক্ষমতা না থাকলেও এই ব্যাপারে প্রশাসন ছিল নিশ্চুপ।[১৮৭] শ্রমিকরা জানিয়েছে, বড় কারখানা হলেও এতে প্রবেশ এবং বের হবার জন্য মাত্র একটি গেট ছিল। মূলত এই কারণে নিহতের সংখ্যা বেড়েছে।[১৮৮] লাক্সারি ফ্যান কারখানাটির কোনো অনুমোদনই ছিল না এবং কোনো ফায়ার লাইসেন্স ও পর্যাপ্ত অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা ছিলনা বলে জানিয়েছেন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদফতরের কর্মকর্তারা।[১৮৯]

নির্মাণ শ্রমিকদের অবস্থা

৬৩. বাংলাদেশে অনানুষ্ঠানিক ক্ষেত্রে প্রচুর সংখ্যক নির্মাণ শ্রমিক কাজ করে থাকেন। রাস্তাঘাট, ব্রিজ, বিল্ডিংসহ বিভিন্ন নির্মাণ কাজে নির্মাণ শ্রমিকদের ব্যাপক অবদান রয়েছে। কিন্তু এই সেক্টরে কোন সুরক্ষা ব্যবস্থা না করেই শ্রমিকদের ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োগ করা হয়। ফলে বিভিন্ন ধরনের দুর্ঘটনার শিকার হয়ে শ্রমিকরা মারা যাচ্ছেন বা পঙ্গুত্ববরণ করছেন। এছাড়া শ্রমিকদের নিরাপত্তা, মজুরি, সুযোগ-সুবিধা ইত্যাদির ক্ষেত্রে তাঁরা

---

[১৭৯] যুগান্তর, ৯ মে ২০১৯; https://www.jugantor.com/todays-paper/last-page/175494/
[১৮০] যুগান্তর, ১৩ ডিসেম্বর ২০১৯; https://www.jugantor.com/todays-paper/last-page/254913
[১৮১] যুগান্তর, ১৬ ডিসেম্বর ২০১৯; https://www.jugantor.com/todays-paper/news/255975
[১৮২] তীব্র শীতে দ্বিতীয় দিনের মতো আমরণ অনশন/ প্রথম আলো, ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯
[১৮৩] মানবজমিন, ৪ জুলাই ২০১৯; http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=179679&cat=2 , দি ডেইলি স্টার, ৪ জুলাই ২০১৯; https://www.thedailystar.net/backpage/6-killed-in-gazipur-spinning-factory-fire-1766464
[১৮৪] যুগান্তর, ১৬ ডিসেম্বর ২০১৯; https://www.jugantor.com/todays-paper/last-page/255957
[১৮৫] যুগান্তর, ১৬ ডিসেম্বর ২০১৯; https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/255950
[১৮৬] মানবজমিন, ৪ জুলাই ২০১৯; http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=179679&cat=2 , দি ডেইলি স্টার, ৪ জুলাই ২০১৯; https://www.thedailystar.net/backpage/6-killed-in-gazipur-spinning-factory-fire-1766464
[১৮৭] অনুমোদন ছাড়াই এক যুগ ধরে চলছিল কারখানাটি/ প্রথম আলো, ১৩ ডিসেম্বর ২০১৯
[১৮৮] নয়াদিগন্ত, ১৩ ডিসেম্বর ২০১৯; http://www.dailynayadiganta.com/first-page/463752
[১৮৯] যুগান্তর, ১৭ ডিসেম্বর ২০১৯; https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/256263

ব্যাপক বৈষম্যের শিকার। নির্মাণ শিল্পে পুরুষদের প্রাধান্য দেয়া হয় বলে এই সেক্টরে নারী শ্রমিকদের আরও বেশি বৈষম্যের শিকার হতে হয়। তাঁরা প্রায়শই নিম্নতম মজুরির নিচে কাজ করতে বাধ্য হন। এছাড়া তাঁদের পৃথক টয়লেট, গোসলের ব্যবস্থা এবং সন্তান রাখার কোন ব্যবস্থা ছাড়াই তাঁদের কাজ করতে হয়।

অভিবাসী শ্রমিকদের মানবাধিকার

৬৪. প্রচুর পরিশ্রমের মাধ্যমে বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশী অভিবাসী শ্রমিকরা দেশে বিপুল পরিমান রেমিটেন্স পাঠিয়ে দেশের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় ব্যাপক ভূমিকা রাখলেও বাংলাদেশ সরকার এই অভিবাসী শ্রমিকদের কল্যাণ ও সুরক্ষার জন্য কার্যকরী পদক্ষেপ নিচ্ছেন না বলে অভিযোগ রয়েছে।

৬৫. ২০১৯ সালে বিভিন্ন ধরনের সহিংসতার শিকার হয়ে অন্ততঃ ২০,০০০ নারী শ্রমিক দেশে ফেরত এসেছেন।[১৯০] দেশে ফেরত আসা ডালিয়া জানান, তাঁরা সৌদি আরবে বাংলাদেশ দূতাবাসের সেফহোমে ছিলেন ৪০০ জনের মতো। সবাই নানা ধরনের সহিংসতার শিকার হয়ে সেখানে আশ্রয় নেন। কাজ করতে গিয়ে অনেকে মারধর ও যৌন হয়রানীর শিকার হয়েছেন।[১৯১] মধ্যপ্রাচ্যে নারী শ্রমিকদের ওপর যৌন নির্যাতনসহ নানা ধরনের নিপীড়ন চলছে। এর আগেও বহু নারী শ্রমিক দেশে ফিরে তাঁদের ওপর অত্যাচারের কথা ব্যক্ত করেছেন।[১৯২] ২০১৯ সালে প্রায় শতাধিক নারীকর্মী লাশ হয়ে দেশে ফিরেছেন। এর মধ্যে হত্যা ও আত্মহত্যা ছাড়াও ধর্ষণ এবং নির্যাতনের ঘটনাও আছে। কিন্তু একটি ঘটনাও আইনি প্রক্রিয়ায় নিতে পারেনি বাংলাদেশ দূতাবাস।[১৯৩] প্রবাসী শ্রমিকদের সুরক্ষায় কার্যকর পদক্ষেপ নিতে না পারলেও সরকারের পক্ষ থেকে এটাকে নায্যতা দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, "সৌদি আরবে ২ লক্ষ ৭০ হাজার নারী কাজের জন্য গেছেন। এঁদের মধ্যে ৫৩ জনের মরদেহ ফিরে এসেছে। ৮ হাজারের মতো কাজ থেকে ফিরে এসেছেন। শতকরা হিসেবে সংখ্যাটি খুই সামান্য।"[১৯৪] প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সৌদি আরব থেকে দেশে ফেরা নারী গৃহকর্মীদের প্রায় ৩৫ শতাংশ সেখানে শারীরিক ও যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। আর ৪৪ শতাংশ নারীকে নিয়মিত বেতন-ভাতা দেয়া হতো না।[১৯৫]

মানিকগঞ্জ জেলার সিংগাইরের দুই সন্তানের জননী ও বিধবা নাজমা বেগম (৪২) কে হাসপাতালে চাকরি দেয়ার কথা বলে সৌদি আরবে পাঠানো হলেও কাজ দেয়া হয় একটি বাসায়। গৃহকর্তা সেখানে তাঁর ওপর যৌন ও শারীরিক নিপীড়নসহ নানা ধরনের সহিংসতা চালাতে থাকলে তিনি দেশে টেলিফোন করে বিষয়টি জানিয়ে তাঁকে বাচাঁনোর অনুরোধ করেন। কিন্তু বিভিন্নভাবে চেষ্টা করেও নাজমার স্বজনরা তাঁকে দেশে ফিরিয়ে আনতে পারেননি।[১৯৬] নির্যাতনের শিকার হয়ে ২ সেপ্টেম্বর নাজমা সৌদি আরবের একটি হাসপাতালে মারা যান। ২৪ অক্টোবর নাজমার লাশ

[১৯০] মানবজমিন, ৫ নভেম্বর ২০১৯; http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=197896&cat=2
[১৯১] প্রথম আলো, ২৮ অগাস্ট ২০১৯; https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1611515/
[১৯২] নয়াদিগন্ত, ১১ জুন ২০১৮/ www.dailynayadiganta.com/first-page/324510 / নিউএজ, ১০ জুন ২০১৮/ http://www.newagebd.net/article/43316/overseas-jobs-shrinking
[১৯৩] মানবজমিন, ৫ নভেম্বর ২০১৯; https://mzamin.com/article.php?mzamin=197896
[১৯৪] প্রথম আলো, ১৭ নভেম্বর ২০১৯; https://www.prothomalo.com/we-are/article/1624755/
[১৯৫] প্রথম আলো, ১৭ নভেম্বর ২০১৯; https://www.prothomalo.com/we-are/article/1624755/
[১৯৬] যুগান্তর, ২৫ অক্টোবর ২০১৯; https://www.jugantor.com/national/236386/

দেশে এসে পৌঁছায়। উল্লেখ্য, একবছর আগে ১ লাখ ৮০ হাজার টাকা নিয়ে দালাল ছিদ্দিক নাজমা বেগমকে সৌদি আরবে পাঠায়।[১৯৭]

৩১ অক্টোবর গৃহকর্মী পারভিন আক্তারের লাশ দেশে আসে। তাঁর মৃত্যুসনদে লেখা ছিল 'আত্মহত্যা'। তাঁর পরিবারের অভিযোগ সৌদি আরবে যাওয়ার পর থেকে পারভিন অসংখ্যবার দেশে ফোন করে তাঁর ওপর সহিংসতার অভিযোগ করেছিলেন।[১৯৮]

ছ. নারীর প্রতি সহিংসতা

৬৬. অন্যান্য বছরের তুলনায় ২০১৯ সালে নারীর প্রতি সহিংসতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। এই সময়ে বিপুল সংখ্যক নারী যৌতুক, ধর্ষণ, যৌন হয়রানি এবং এসিড নিক্ষেপসহ পারিবারিক সহিংসতার শিকার হয়েছেন। নারীর প্রতি সহিংসতার ক্ষেত্রে ক্ষমতাসীনদলের নেতাকর্মী ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদেরও জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে।

ধর্ষণ

৬৭. ২০১৯ সালে ধর্ষণ ব্যাপক আকার ধারন করে। এটি অত্যন্ত উদ্বেগজনক যে মেয়ে শিশুদের ধর্ষণের ঘটনা বেড়ে গেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ধর্ষণের শিকার ভিকটিমরা বিচার পান না। অনেক ক্ষেত্রে ক্ষমতাবানরা সাক্ষীদের ভয়ভীতি দেখিয়ে বা অন্যভাবে ম্যানেজ করে বিচারকে প্রভাবান্বিত করে। এছাড়া ধর্ষণের ঘটনায় ক্ষমতাসীনদলের নেতাকর্মীরা সালিশ করে মিটমাট করে দিয়ে মোটা অংকের টাকা উপার্জন করে বলে অভিযোগ রয়েছে। অনেক সময় এইসব ক্ষেত্রে থানা পুলিশ জড়িত থাকে।

৬৮. ২০১৯ সালে মোট ১০৮০ জন নারী ও মেয়ে শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছেন বলে জানা গেছে। এঁদের মধ্যে ৩৩০ জন নারী, ৭৩৭ জন মেয়ে শিশু এবং ১৩ জনের বয়স জানা যায়নি। ঐ ৩৩০ জন নারীর মধ্যে ১০ জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে, ১৫০ জন গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন এবং ২ জন নারী আত্মহত্যা করেছেন। ৭৩৭ জন মেয়ে শিশুর মধ্যে ৩২ জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে, ১৩৭ জন গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন এবং ৫ জন মেয়ে শিশু আত্মহত্যা করেছেন। এই সময়কালে ১৪৯ জন নারী ও মেয়ে শিশুকে ধর্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে।

---

[১৯৭] মানবজমিন, ২৯ অক্টোবর ২০১৯; http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=196393&cat=9/

[১৯৮] প্রথম আলো, ৩ নভেম্বর ২০১৯; https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1622488

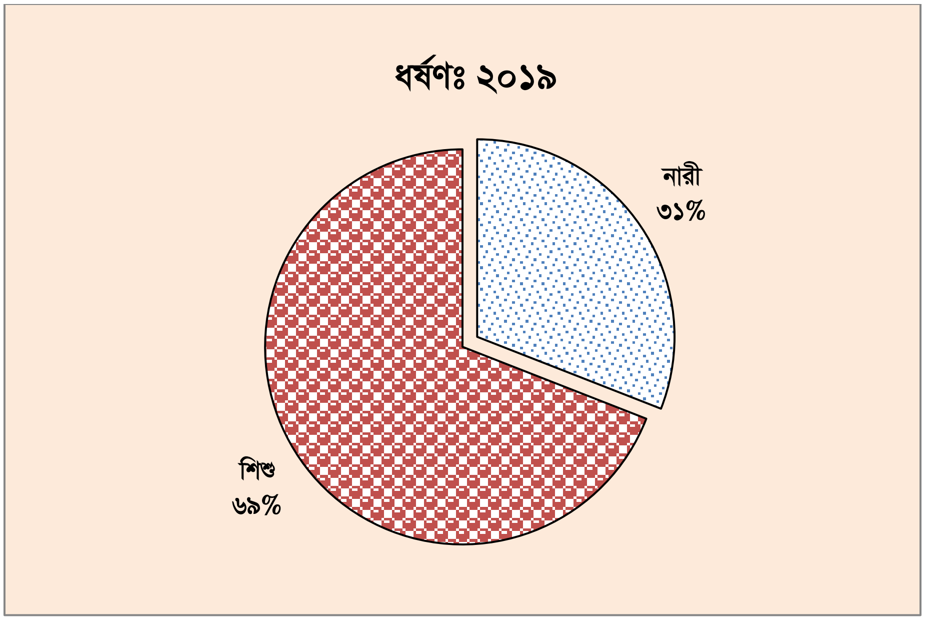

চার্ট: ৮

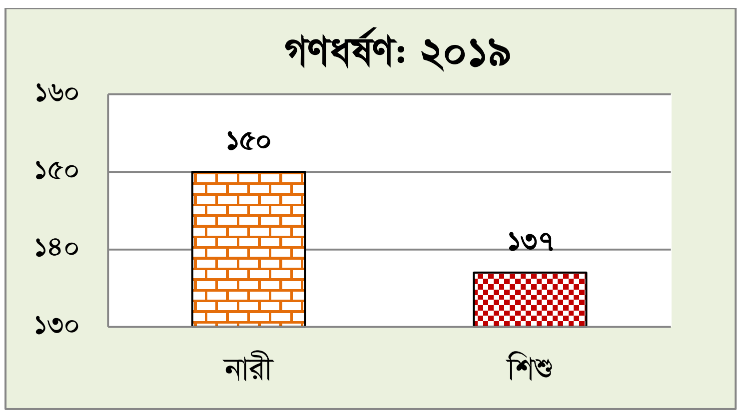

চার্ট: ৮.১

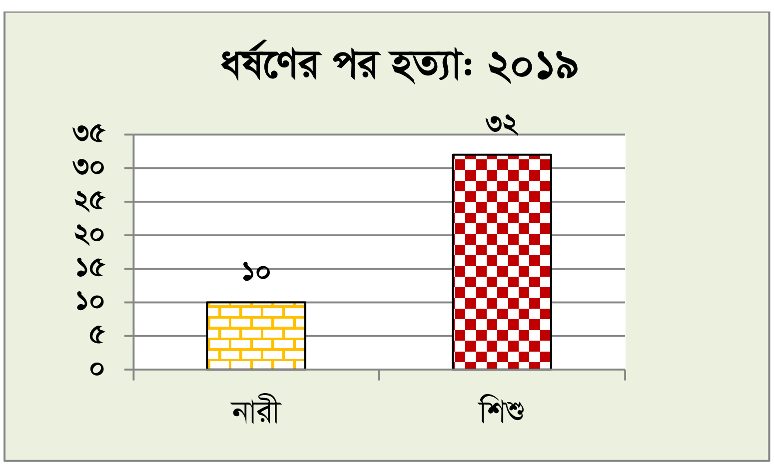

চার্ট: ৮.২

২০১৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি প্রার্থীকে ভোট দেয়ার কারণে নোয়াখালীর সুবর্ণচরে এক গৃহবধূকে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা গণধর্ষণ করে। ১৩ অক্টোবর নোয়খালীর নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আদালতে এই মামলায় সাক্ষ্য দেয়ার সময় বাদীপক্ষের দুজন সাক্ষীকে আসামী পক্ষে অবস্থান নেয়ায় বৈরী ঘোষণা করেন রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীরা।[১৯৯]

২৬ অক্টোবর ভোলা জেলার চরফ্যাশন থেকে স্পিডবোটে মনপুরায় শ্বশুড়বাড়িতে যাওয়ার সময় এক গৃহবধূকে ঐ স্পিডবোটে থাকা বেলাল পাটোয়ারী, মোহাম্মদ রাসেদ পালোয়ান, শাহীন খান ও কিরন চরপিয়ালে নিয়ে ধর্ষণ করে। এরপর স্পিডবোট চালক ঐ নারীসহ ধর্ষকদের স্পিডবোটের মালিক ও দক্ষিণ সাকুচিয়া ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি নজরুল ইসলামের কাছে নিয়ে গেলে নজরুল ধর্ষকদের তাড়িয়ে দিয়ে নিজে ঐ নারীকে ধর্ষণ করে এবং ধর্ষণের ঘটনার ভিডিওচিত্র ধারণ করে। এরপর এই বিষয়ে কাউকে কিছু জানালে ঐ ভিডিও ফেসবুকে ছেড়ে দেয়ার হুমকি দেয়।[২০০]

নোয়খালীর সুধারামে মাদ্রাসার ২য় শ্রেণীর এক ছাত্রীকে মিরন নামে এক যুবক ধর্ষণ করে। সাহেদ ও মিজান নামে দুই যুবক টের পেয়ে ঘটনাটি মানুষকে জানিয়ে দেয়ার ভয় দেখিয়ে ঐ শিশুকে ধর্ষণ করে। পরে শিশুটি অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁর বাবা সুধারাম মডেল থানায় মামলা করতে যান। এসআই বিপুল কুমার ঘোষ মামলা না নিয়ে আওয়ামী লীগ নেতা ছায়দুল হক ছাদুকে সালিশ বৈঠকের মাধ্যমে মীমাংসা করার নির্দেশ দেয়। বিষয়টি জানতে পেরে কয়েকজন সংবাদকর্মী ঘটনাস্থলে গেলে ছায়দুল হক তাঁদের বাড়াবড়ি না করতে হুমকি দেয়।[২০১]

বখাটেদের দ্বারা উত্ত্যক্তকরণ ও যৌন হয়রানি

৬৯. বাংলাদেশে বিশেষত জনসাধারণের জায়গায় নারীদের উত্যক্তকরণ এবং যৌন হয়রানির ঘটনা সাধারণ বিষয়। ২০১৯ সালে সারাদেশে নারীরা ব্যাপকভাবে উত্ত্যক্তকরণ ও যৌনহয়রানির শিকার হয়েছেন। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিশুও রয়েছে। এই সময়ে বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকদের হাতে যৌন হয়রানির শিকার হন। এছাড়াও ক্ষমতাসীনদলের নেতা এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের বিরুদ্ধেও যৌন হয়রানির অভিযোগ পাওয়া গেছে। এই সময়ে কর্মক্ষেত্রে ও গণপরিবহনে চলাফেরার সময় নারীরা যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন। আক্রান্ত হওয়ার পর এর প্রতিবাদ করতে যেয়ে নারীরা হামলা ও হত্যার শিকার হয়েছেন। যৌন হয়রানির শিকার হয়ে অনেক নারী বিশেষ করে কিশোরীরা আত্মহত্যা করেছেন।

৭০. ***অধিকার* এর প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ২০১৯ সালে মোট ১৮৯ জন নারী বখাটেদের দ্বারা হয়রানি ও সহিংসতার শিকার হয়েছেন। এঁদের মধ্যে ১৪ জন অপমান সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করেছেন, ৬ জনকে হত্যা করা হয়েছে, ২১ জন আহত, ৩৪ জন লাঞ্ছিত, ২ জন অপহৃত এবং ১১২ জন নারী বিভিন্নভাবে যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন। এছাড়া যৌন হয়রানির প্রতিবাদ করতে গিয়ে বখাটেদের হাতে ৭ জন পুরুষ ও ১ জন নারী নিহত, ২১ জন পুরুষ ও ৮ জন নারী আহত এবং ২ জন নারী লাঞ্ছিত হয়েছেন।**

---

[১৯৯] যুগান্তর, ১৪ অক্টোবর ২০১৯; https://www.jugantor.com/todays-paper/news/231734

[২০০] মনপুরার চরে মাকে ধর্ষণ, স্পিডবোটে শিশুর কান্না/ প্রথম আলো, ২৮ অক্টোবর ২০১৯

[২০১] যুগান্তর, ২২ নভেম্বর ২০১৯; https://www.jugantor.com/todays-paper/news/246758

বখাটে কর্তৃক মেয়ে শিশু যৌন হয়রানির শিকার: ২০১৯							
মাস	আত্মহত্যা	নিহত	আহত	লাঞ্ছিত	অপহৃত	অন্যান্য	মোট
জানুয়ারি	০	০	২	২	০	০	৪
ফেব্রুয়ারি	০	০	০	৩	০	৫	৮
মার্চ	২	০	০	০	০	৪	৬
এপ্রিল	৪	২	২	৮	১	৮	২৫
মে	০	০	৩	৮	০	৯	২০
জুন	১	১	২	০	০	৫	৯
জুলাই	০	২	৩	১	০	১৬	২২
অগাস্ট	৩	০	৩	২	১	২৩	৩২
সেপ্টেম্বর	০	১	১	০	০	৬	৮
অক্টোবর	০	০	৪	২	০	৪	১০
নভেম্বর	৩	০	০	৩	০	১৫	২১
ডিসেম্বর	১	০	১	৫	০	১৭	২৪
মোট	**১৪**	**৬**	**২১**	**৩৪**	**২**	**১১২**	**১৮৯**

ছক: ৬

মাস	যৌন হয়রানির প্রতিবাদ করার কারণে বখাটে কর্তৃক আক্রমণের শিকার: পুরুষ			যৌন হয়রানির প্রতিবাদ করার কারণে বখাটে কর্তৃক আক্রমণের শিকার: নারী			
	নিহত	আহত	মোট	নিহত	আহত	লাঞ্ছিত	মোট
জানুয়ারি	০	১	১	০	০	০	০
ফেব্রুয়ারি	০	১	১	০	০	০	০
মার্চ	১	০	১	০	০	০	০
এপ্রিল	০	২	২	০	২	০	২
মে	০	২	২	০	১	২	৩
জুন	০	২	২	০	০	০	০
জুলাই	১	৩	৪	১	০	০	১
অগাস্ট	১	৩	৪	০	৫	০	৫
সেপ্টেম্বর	০	০	০	০	০	০	০
অক্টোবর	১	২	৩	০	০	০	০
নভেম্বর	২	৪	৬	০	০	০	০
ডিসেম্বর	১	১	২	০	০	০	০
মোট	**৭**	**২১**	**২৮**	**১**	**৮**	**২**	**১১**

ছক: ৬.১

২০১৯ সালের অন্যতম আলোচিত ঘটনা হলো ফেনী জেলার সোনাগাজী ইসলামিয়া সিনিয়র ফাজিল মাদ্রাসার ছাত্রী নুসরাত জাহান রাফিকে মাদ্রাসার অধ্যক্ষ সিরাজ উদ দৌলা কর্তৃক যৌন হয়রানি এবং এর প্রতিবাদ করায় পরবর্তীতে তাঁকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যার ঘটনা।[২০২] *সরকার চাপের মুখে অভিযুক্তদের গ্রেফতার এবং দ্রুত বিচার সম্পন্ন করতে বাধ্য হয়। ২৪ অক্টোবর আদালত অভিযুক্ত ১৬ আসামীকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করে।*[২০৩]

মানিকগঞ্জ জেলার সাটুরিয়ায় এক স্কুল শিক্ষিকাকে স্কুলে আসা যাওয়ার পথে উত্ত্যক্ত করতো উপজেলা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল খালেক। ২৭ এপ্রিল আব্দুল খালেক তার সহযোগী শাহিনুর ইসলামসহ ঐ স্কুল শিক্ষিকার বাড়িতে যেয়ে তাঁকে উঠিয়ে নেয়ার চেষ্টা করলে শিক্ষিকার স্বামী এতে বাধা দেয় এবং তখন তাঁকে মারধর করা হয়। পরে পুলিশ আব্দুল খালেককে গ্রেফতার করে।[২০৪]

জামালপুর জেলার সরিষাবাড়ীতে স্কুলে যাওয়া আসার পথে তানিন তালুকদারসহ কয়েক দুর্বৃত্ত সোয়া সাহা নামে এক সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রীকে উত্ত্যক্ত করায় ২২ এপ্রিল তিনি আত্মহত্যা করেন।[২০৫]

যৌতুক সহিংসতা

৭১. ২০১৯ সালে যৌতুক না পেয়ে নারীদের গাছে বেঁধে মারধর ও মাথা ন্যাড়া করে দেয়া, শরীরে আগুন ধরিয়ে দেয়া, গলা টিপে, হাত-পায়ের রগ কেটে এবং কুপিয়ে হত্যা করার মতো অমানবিক ঘটনা ঘটেছে। হত্যা ও সহিংসতার শিকার অনেক নারীই অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। এমনকি প্রতিবন্ধী নারী, বাল্য বিবাহের শিকার হওয়া শিশু ও কিশোরীরাও যৌতুকের কারনে হত্যার শিকার হয়েছেন। ১৯৮০ সালের যৌতুক নিরোধ আইন এবং নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ অনুযায়ী যৌতুক দেয়া ও নেয়া দণ্ডনীয় অপরাধ হলেও এই অপসংস্কৃতি সমাজে ব্যাপকভাবে বিরাজমান রয়েছে। যৌতুক দেয়া ও নেয়ার ক্ষেত্রে আইনের প্রয়োগ নেই বললেই চলে। যৌতুকের কারণে নারীর পরিবারের সদস্যরা চরম মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করেন।

৭২. **২০১৯ সালে ১০৩ জন নারী যৌতুক সহিংসতার শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এঁদের মধ্যে ৪৮ জন নারীকে যৌতুকের কারণে হত্যা করা হয়েছে এবং ৫৫ জন বিভিন্নভাবে নিপীড়নের শিকার হয়েছেন। এই ১০৩ জনের মধ্যে ৫ জন শিশু বাল্যবিবাহের শিকার যাঁদের মধ্যে ৪ জনকে হত্যা ও ১ জনকে নিপীড়ন করার অভিযোগ রয়েছে।**

---

[২০২] ২৭ মার্চ ফেনী জেলার সোনাগাজী ইসলামিয়া সিনিয়র ফাজিল মাদ্রাসার অধ্যক্ষ সিরাজ উদ দৌলার বিরুদ্ধে একই মাদ্রাসার ছাত্রী নুসরাত জাহান রাফিকে যৌন হয়রানির অভিযোগে মামলা দায়ের করেন তাঁর মা শিরিন আক্তার। ভয়ভীতি দেখানোর পরও মামলাটি তুলে না নেয়ায় গত ৬ এপ্রিল এইচএসসি সমমানের আলিম আরবি প্রথমপত্রের পরীক্ষা দিতে গেলে অধ্যক্ষের অনুসারীরা নুসরাতকে মাদ্রাসার সাইক্লোন শেল্টারের ছাদে ডেকে নিয়ে গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়। গত ১০ এপ্রিল নুসরাত ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে মারা যান। এ মামলায় পুলিশ ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই) মাদ্রাসার অধ্যক্ষ সিরাজ উদ দৌলা, সোনাগাজী ইসলামিয়া সিনিয়র ফাজিল মাদ্রাসার ছাত্রলীগের সভাপতি শাহাদাত হোসেন শামীম, সোনাগাজী ইসলামিয়া সিনিয়র ফাজিল মাদ্রাসার ছাত্রদলের সভাপতি নূর উদ্দিন সোনাগাজী উপেজলা আওয়ামী লীগের সভাপিত রুহুল আমিন, পৌর আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও পৌর কাউন্সিলর মাকসুদ আলম, মাদ্রাসার ইংরেজী বিভাগের প্রভাষক আবসার উদ্দিন ও মোঃ শামিমসহ ১৬ জনকে অভিযুক্ত করে ২৯ মে ফেনীর জ্যেষ্ঠ বিচারিক হাকিম জাকির হোসাইনের আদালতে চার্জশিট দাখিল করে।

[২০৩] দি ডেইলি স্টার, ২৫ অক্টোবর ২০১৯; https://www.thedailystar.net/frontpage/news/brutal-murder-feni-madrasa-16-get-death-penalty-1818355

[২০৪] সাটুরিয়ায় যুবলীগ নেতা গ্রেপ্তার/ প্রথম আলো ৩০ এপ্রিল ২০১৯

[২০৫] যুগান্তর ২৪ এপ্রিল ২০১৯; https://www.jugantor.com/todays-paper/news/170261

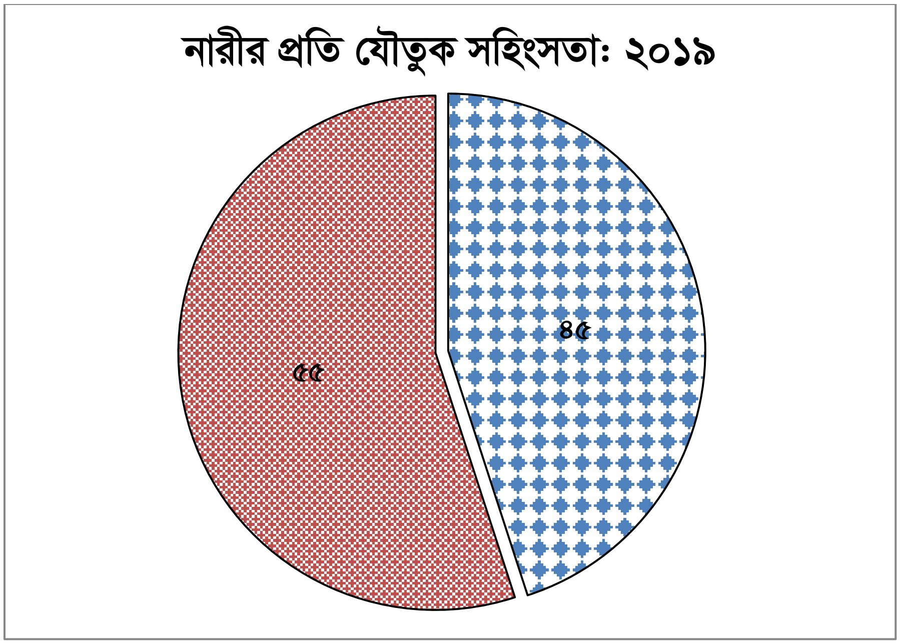

চার্ট: ৯

*১৮ জানুয়ারি ঢাকার টঙ্গীতে অন্তঃসত্ত্বা গৃহবধূ আফরোজা আক্তার পুস্প[২০৬], ১৮ ফেব্রুয়ারি ময়মনসিংহ জেলার ফুলবাড়িতে ৯ম শ্রেণীর ছাত্রী অন্তঃসত্ত্বা গৃহবধূ জান্নাতুল ফেরদৌস সিমু[২০৭], ১০ মার্চ চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি অন্তঃসত্ত্বা গৃহবধূ চন্দ্রাধর[২০৮], ১৬ এপ্রিল ময়মনসিংহ জেলার গফরগাঁও এ বাল্য বিবাহের শিকার শিশু **সাথী** আক্তার (১৪)[২০৯], ৩০ এপ্রিল নড়াইল জেলার কালিয়া উপজেলার অন্তঃসত্ত্বা গৃহবধু সিমলা বেগম[২১০], ৮ মে ঢাকা মহানগরের কল্যানপুরে অন্তঃসত্ত্বা গৃহবধূ রিভা আক্তার[২১১], ১৩ মে বগুড়া জেলার নন্দীগ্রামে বাল্য বিবাহের শিকার শিশু ফারজানা (১৫)[২১২], ২৯ অক্টোবর গাজীপুর জেলার কালীগঞ্জে বাক প্রতিবন্ধী গৃহবধূ মারজিয়া আক্তার লিপিসহ[২১৩] আরো অনেক নারীকে যৌতুকের কারণে তাঁদের স্বামী ও স্বামীর পরিবারের সদস্যরা হত্যা করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে।*

বরিশাল জেলার গৌরনদীতে জামাতার যৌতুকের দাবীকৃত ২ লক্ষ টাকা দেয়ার চাপ সহ্য করতে না পেরে ২৫ এপ্রিল গফুর সর্দার নামে এক গৃহবধূর বাবা আত্মহত্যা করেন।[২১৪]

এসিড সহিংসতা

৭৩.এসিড সহিংসতার কারণ বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, প্রেমের প্রস্তাব প্রত্যাখান করায় জেদের বশবর্তী হয়ে, যৌতুক না পেয়ে, ধর্ষণের বিচার চাওয়ার কারণে, জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধের কারণে এসিড সহিংসতার ঘটনা ঘটে। ২০১৯ সালে যাঁরা এসিড সহিংসতার শিকার হয়েছেন তাঁরা প্রায় সবাই নারী ও শিশু। এসিড

---

২০৬ যুগান্তর, ২০ জানুয়ারি ২০১৯; https://www.jugantor.com/todays-paper/city/135419
২০৭ মানবজমিন, ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৯; http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=160247&cat=9
২০৮ যুগান্তর, ১১ মার্চ ২০১৯; https://www.jugantor.com/todays-paper/news/153651
২০৯ যুগান্তর, ১৮ এপ্রিল ২০১৯; https://www.jugantor.com/todays-paper/news/168120
২১০ যুগান্তর, ৩ মে ২০১৯; https://www.jugantor.com/todays-paper/bangla-face/173397
২১১ প্রথম আলো, ১০ মে ২০১৯
২১২ নয়াদিগন্ত, ১৫ মে ২০১৯; http://www.dailynayadiganta.com/bangla-diganta/410097
২১৩ নয়াদিগন্ত, ৩১ অক্টোবর ২০১৯; http://www.dailynayadiganta.com/more-news/452448/
২১৪ যুগান্তর, ২৬ এপ্রিল ২০১৯; https://www.jugantor.com/country-news/171252

সহিংসতা একটি চরম মানবাধিকার লংঘন হলেও এই মামলাগুলোতে অভিযোগ প্রমাণ করতে না পারায় অধিকাংশ আসামী খালাস পেয়ে যাচ্ছেন বলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে। মাত্র ৯ শতাংশ মামলায় অভিযুক্তদের সাজা হয়েছে। গত ১৬ বছরে সারাদেশে মামলা হয় ২,১৬৯টি। অভিযোগ প্রমানিত হয়নি দাবি করে ৮৬৬টি মামলায় চূড়ান্ত প্রতিবেদন দিয়েছে পুলিশ। এরমধ্যে সাজা হয়েছে মাত্র ১৯৯ টি মামলায়। খালাস পেয়ে গেছেন ১ হাজার ৯৫০ জন অভিযুক্ত। এসিড অপরাধ দমন আইন, ২০০২ অনুযায়ী ৯০ কার্যদিবসের মধ্যে মামলার বিচারপ্রক্রিয়া শেষ করার কথা বলা হলেও মামলাগুলো বছরের পর বছর ঝুলে থাকে। ফলে ভিকটিমরা ন্যায় বিচার থেকে বঞ্চিত হন।[২১৫]

৭৪.২০১৯ সালে ৩১ জন এসিডদগ্ধ হয়েছেন। এঁদের মধ্যে ২১ জন নারী এবং ১০ জন পুরুষ।

এসিড সহিংসতার কারণ: ২০১৯						
ক্রমিক নং	**এসিড সহিংসতার কারণ**	**নারী**	**মেয়ে শিশু**	**পুরুষ**	**ছেলে শিশু**	**মোট**
১	যৌতুক সমস্যা	৩	০	০	০	৩
২	বিয়ে/ভালবাসা/ যৌন প্রস্তাব প্রত্যাখান	১	১	০	০	২
৩	বিবাহ সমস্যা/পারিবারিক বিরোধ/তালাক	৪	২	০	১	৭
৪	যৌন হয়রানি	১	০	০	০	১
৫	জমি/সম্পত্তি নিয়ে বিরোধ	১	১	১	০	৩
৬	পূর্ব শত্রুতা	১	০	৫	০	৬
৭	মামলা প্রত্যাহার	০	০	১	০	১
৮	দর্জির কাজ শিখতে না দেওয়ায় বিরোধ	০	১	০	০	১
৯	কারণ জানা যায়নি	৪	১	০	২	৭
	মোট	**১৫**	**৬**	**৭**	**৩**	**৩১**

ছক: ৭

২৪ জানুয়ারি হবিগঞ্জ জেলার মাধবপুর উপজেলায় হাবিবা আক্তার (২০) ও আয়েশা আক্তার (১০) দুই বোন[২১৬], ১২ মার্চ মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জে ৯ম শ্রেণীর ছাত্রী রিমা বেগম[২১৭], ২৮ সেপ্টেম্বর পাবনা চাটমোহরে রতন সরকার (১০) ও শরিফুল ইসলাম (১২) নামে দুই শিশু[২১৮], ২১ অক্টোবর সাতক্ষীরা জেলার আশাশুনিতে মা ফাতেমা সুলতানা (২৯) ও তাঁর মেয়ে জাকিয়া (২)[২১৯] এবং ১৬ নভেম্বর ফরিদপুর জেলার মধুখালী উপজেলার জগন্নাথদি গ্রামের স্বরস্বতী মালোর [২২০] ওপর দুর্বৃত্তরা এসিড ছুঁড়ে মারে।

[২১৫] প্রথম আলো, ২৪ জানুয়ারি ২০১৯; https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1575905/
[২১৬] যুগান্তর, ২৫ জানুয়ারি ২০১৯; https://www.jugantor.com/country-news/137534
[২১৭] মানবজমিন, ১৪ মার্চ ২০১৯; http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=163496&cat=9
[২১৮] মানবজমিন, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৯; http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=192451&cat=9
[২১৯] নিউএইজ, ২৩ অক্টোবর ২০১৯; http://www.newagebd.net/article/88527/man-throws-acid-on-ex-wife-daughter-in-satkhira
[২২০] দি ডেইলি স্টার, ১৮ নভেম্বর ২০১৯; https://www.thedailystar.net/backpage/news/acid-thrown-housewife-faridupur-1828708

নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচরে গণধর্ষণের[২২১] শিকার এক গৃহবধূর স্বামী নাসির তাঁর স্ত্রীকে ধর্ষণের বিচারের দাবিতে ২০১৯ সালের ২৬ অগাস্ট নোয়াখালী প্রেসক্লাবের সামনে মানববন্ধনে অংশ নিয়ে ফেরার পথে ধর্ষণ মামলার আসামী অভিযুক্ত জয়নাল, রাসেল, জাকের, ফারুখ ও মন্নাসহ কয়েকজন তাঁকে হুমকি দেয়। এরপর ২৬ অগাস্ট দিবাগত রাত আনুমানিক তিনটায় নাসির ঘরের বাইরে টয়লেটে যাওয়ার জন্য বের হলে তাঁর ওপর এসিড ছোঁড়া হয়।[২২২]

ঝ.ক্ষুদ্রজাতিগোষ্ঠি, ধর্মীয় ও ভাষাগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানবাধিকার

৭৫.২০১৯ সালে ক্ষুদ্রজাতিগোষ্ঠির নাগরিকদের ওপর হামলা ও তাঁদের বসত ভিটায় অগ্নিসংযোগ, ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বাড়িঘরে হামলা ও উপাসনালয় ভাংচুর এবং ভাষাগত সংখ্যালঘুদের ওপর পুলিশের হামলার ঘটনা ঘটেছে। এইসব ঘটনার সঙ্গে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা জড়িত থাকলেও তারা দায়মুক্তি ভোগ করছে। ২০১৬ সালে ৬ নভেম্বর গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে রংপুর চিনিকল শ্রমিক-কর্মচারী, আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগ ও যুবলীগ এবং পুলিশের সঙ্গে ক্ষুদ্রজাতিগোষ্ঠি সাঁওতালদের সংঘর্ষে তিনজন সাঁওতাল নিহত এবং সাঁওতালদের ঘর-বাড়ি পুড়িয়ে দেয়ার ঘটনায় ২০১৯ সালের ২৮ জুলাই পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই) আদালতে অভিযোগপত্র জমা দেয়। এই ঘটনায় তৎকালিন আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য আবুল কালাম আজাদ ও পুলিশ সদস্যদের সংশ্লিষ্টতা থাকলেও অভিযোগপত্রে তাঁদের নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।[২২৩]

২৫ জানুয়ারি রাতে নেত্রকোনা জেলার কলমাকান্দা উপজেলায় কালি মন্দিরে দুর্বৃত্তরা মূর্তি ভাঙ্গচুর করেছে। এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে আওয়ামী লীগ নেতা জালাল উদ্দিনের ছেলে ইয়ামিনকে (২২) আটক করা হয়।[২২৪]

পঞ্চগড় জেলার আহমদনগরে আহমদিয়া মুসলিম জামায়াত এর তিন দিনব্যাপি বার্ষিক সম্মেলন বন্ধের দাবিতে বিভিন্ন সংগঠনের ব্যানারে ১২ ফেব্রুয়ারি তাঁদের বাড়িঘর ও দোকানপাটে হামলা চালানো হয়। এরপর জেলা প্রশাসন আহমদিয়া মুসলিম জামাতের সম্মেলনের অনুমতি বাতিল করেন।[২২৫]

২৪ মার্চ ভোর রাতে নওগাঁ জেলার ডামুরহাট উপজেলায় জমি দখলের উদ্দেশ্যে ক্ষুদ্রজাতিগোষ্ঠি পাহান সম্প্রদায়ের নাগরিকদের বসতবাড়িতে আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেতা হোসেন মোশাররফের নেতৃত্বে একদল দুর্বৃত্ত ধারালো অস্ত্র ও লাঠিসোঁটা নিয়ে হামলা চালায় এবং বাড়িঘরে আগুন ধরিয়ে দেয়। অগ্নিসংযোগের ফলে ৩৭টি পরিবার বসতভিটাহীন হয়ে পড়েছেন যাঁদের অধিকাংশই পাহান সম্প্রদায়ের। পুলিশ এই ঘটনায় হোসেন মোশাররফকে গ্রেফতার করে।[২২৬]

---

[২২১] ৩০ ডিসেম্বর ২০১৮ একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচরে এক গৃহবধূ ধানের শীষে (বিএনপির নির্বাচনী প্রতীক) ভোট দেয়ার কারণে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী কর্তৃক গণধর্ষণের শিকার হন।

[২২২] নয়াদিগন্ত, ২৭ অগাস্ট ২০১৯; http://www.dailynayadiganta.com/first-page/435409

[২২৩] উল্লেখ্য, ২০১৭ সালের ৯ মার্চ হাইকোর্ট বিভাগে দাখিলকৃত বিচার বিভাগীয় তদন্ত প্রতিবেদনে সাঁওতালদের ঘর পুড়িয়ে দেয়ার ঘটনায় পুলিশের তিন সদস্যের জড়িত থাকার প্রমাণ পাওয়া গেছে। প্রথম আলো, ২৯ জুলাই ২০১৯; https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1606642, নিউ এজ, ২৯ জুলাই ২০১৯; http://www.newagebd.net/article/79948

[২২৪] নয়াদিগন্ত, ২৭ জানুয়ারি ২০১৯; www.dailynayadiganta.com/more-news/383633/

[২২৫] যুগান্তর, ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৯; https://www.jugantor.com/todays-paper/news/144239

[২২৬] দি ডেইলি স্টার, ২৭ মার্চ ২০১৯; https://www.thedailystar.net/backpage/news/goons-evict-37-landless-families-1720927

নওগাঁয়ের ধামইহরহাট উপজেলায় এই খাস জমিতে বয়োবৃদ্ধ নারীটির বাড়ি ছিল। ২৪ মার্চ সকাল আনুমানিক সাড়ে আটটায় জবরদখলকারীরা নারীর বাড়িটিসহ অন্তত ৩৭ টি বাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এই নারীসহ বেশিরভাগ ভুক্তভোগী পরিবার এখন খোলা আকাশের নিচে বসবাস করছেন। ছবি: ডেইলি স্টার, ২৭ মার্চ ২০১৯

৫ অক্টোবর ঢাকার মোহাম্মদপুর জেনেভা ক্যাম্পে বসবাসকারী ভাষাগত সংখ্যালঘু (উর্দূভাষী)[২২৭] সম্প্রদায়ের সদস্যরা বিদ্যুৎএর লোডশেডিং বন্ধের দাবিতে বিক্ষোভ[২২৮] করলে প্রথমে স্থানীয় ওয়ার্ড কাউন্সিলার আওয়ামী লীগ নেতা হাবিবুর রহমান মিজানের সমর্থক ও পরবর্তীতে পুলিশের সঙ্গে তাঁদের সংঘর্ষ হয়। এই সময় পুলিশ বিক্ষোভকারীদের ওপর

[২২৭] মুক্তিযুদ্ধের পর উর্দূভাষী নাগরিকরা পাকিস্থানে ফিরে যেতে না পেরে তাঁরা বাংলাদেশে আটকে পড়েন।

[২২৮] জানা যায়, প্রায় ৪০ হাজার উর্দূভাষী অধ্যুষিত ক্যাম্পের বিদুৎ বিল জাতিসংঘ বাংলাদেশের দুর্যোগ ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পরিশোধ করে আসছিল। কিন্তু চলতি বছর জুলাই পর্যন্ত ২৪ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা বিদুৎ বিল না দেয়ায় ক্যাম্পে বিদুৎএর লোডশেডিং শুরু করে ঢাকা পাওয়ার ডেভোলাপমেন্ট কর্পোরেশন। প্রতিদিন ক্যাম্পে ৮-১০ ঘন্টা বিদুৎ থাকে না। ডিপিডিসি বলছে , বিদুৎ বিল না পেলে লোডশেডিং চলবে। এর প্রতিবাদেই বিক্ষোভ করছিলো উর্দূভাষী ভাষাগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নাগরিকরা।

ক্যাঁদানে গ্যাস ও গুলি ছুঁড়লে প্রায় ৫০ জন উর্দূভাষী আহত হন। এরমধ্যে পুলিশের ছোঁড়া শটগানের গুলিতে মোহাম্মদ রকি নামে এক যুবকের একটি চোখ নষ্ট হয়ে যায়।[২২৯]

ঞ. মানবাধিকার কর্মকাণ্ডে বাধা

৭৬. মানবাধিকার সংগঠন *অধিকার এর ওপর* ২০১৩ সালে যে নিপীড়ন শুরু হয়েছিল তা ২০১৯ সালেও অব্যাহত ছিল। মানবাধিকার লজ্মনের বিরুদ্ধে *অধিকার* এর কণ্ঠরোধ করতে সরকার আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, দুর্নীতি দমন কমিশন ও নির্বাচন কমিশন এবং সরকার সমর্থকদের মালিকানাধীন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়াকে ব্যবহার করেছে। *অধিকার* এর সেক্রেটারি এবং পরিচালক এর বিরুদ্ধে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯) এ দায়ের করা মামলা এখনও বহাল রয়েছে। ২০১৪ সালে *অধিকার* সংস্থার নিবন্ধন নবায়নের[২৩০] জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনস্থ এনজিও বিষয়ক ব্যুরোতে আবেদন করলেও ২০১৯ সাল পর্যন্ত তা নবায়ন করা হয়নি। মানবাধিকার সংক্রান্ত সমস্ত কার্যক্রম ব্যাহত করার জন্য এনজিও বিষয়ক ব্যুরো পাঁচ বছর ধরে *অধিকার* এর সবগুলো প্রকল্পের অর্থছাড় বন্ধ এবং নতুন কোন প্রকল্পের অনুমোদন দেয়া সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে রেখেছে। সরকারি নিপীড়নের অংশ হিসেবে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকও *অধিকার* এর একাউন্টগুলো স্থগিত করে রেখেছে। *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকারকর্মীরা মানবাধিকার লংঘনের বিষয়ে সোচ্চার থাকার কারণে নজরদারি, মামলা-গ্রেফতার এবং কর্মসূচীতে বাধাসহ বিভিন্ন ধরনের হয়রানীর সম্মুখিন হয়েছেন। এছাড়া সরকারের বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা ও মতপ্রকাশে বাধা দেয়ার কারণে *অধিকার* তার প্রতিবেদন প্রকাশের ক্ষেত্রেও সেল্ফসেন্সরশিপ করতে বাধ্য হয়েছে।

ময়মনসিংহে অধিকার এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকারকর্মী এবং বিডিপ্রেস২৪ ডটকম এর সাংবাদিক আব্দুল কাইয়ুমকে ১১ মে ইদ্রিস খান (ক্ষমতাসীনদলের সংসদ সদস্যের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়) নামে স্থানীয় একজন প্রভাবশালী ব্যক্তির প্ররোচনায় গোয়েন্দা পুলিশের সদস্যরা গ্রেফতার করে তাঁর ওপর নির্যাতন চালায় বলে অভিযোগ রয়েছে। এরপর তাঁর বিরুদ্ধে নিবর্তনমূলক ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা দায়ের করা হয়।

২৮ মে ২০১৯ সিরাজগঞ্জে র‍্যাবের বাধার মুখে গুমের শিকার ব্যক্তিদের স্মরণে আন্তর্জাতিক সপ্তাহে অধিকার এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকারকর্মীদের মানববন্ধন কর্মসূচী পণ্ড হয়ে যায়।

---

[২২৯] নয়াদিগন্ত, ৬ অক্টোবর ২০১৯; https://www.dailynayadiganta.com/first-page/445892

[২৩০] ১৩ মে ২০১৯ তারিখে *অধিকার* সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে একটি রিট পিটিশন (নং. ৫৪০২/২০১৯) দাখিল করলে গত ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৪ সালে দাখিলকৃত অধিকারের নিবন্ধন নবায়ন আবেদন বিষয়ে এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর নিষ্ক্রয়তা কেন আইনবর্হিভূত বলে গণ্য করা হবে না এবং কেন ২০১৫ সাল থেকে *অধিকার* এর নিবন্ধন নবায়নের ক্ষেত্রে এনজিও বিষয়ক ব্যুরোকে আইন অনুযায়ী নির্দেশনা দেয়া হবে না মর্মে আদালত এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর প্রতি একটি রুল জারি করে। এই রুলটির ব্যাপারে দুই সপ্তাহের মধ্যে এনজিও বিষয়ক ব্যুরোকে জবাব দিতে বলা হলেও ব্যুরো *অধিকার* এর নিবন্ধন নবায়নের বিষয়ে কোন পদক্ষেপ নেয়নি।

সুপারিশ

১. অবিলম্বে একটি নিরপেক্ষ সরকার অথবা জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে অবাধ, সুষ্ঠু এবং অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের মাধ্যমে জবাবদিহিতামূলক সরকার গঠন করে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং অকার্যকর প্রতিষ্ঠানগুলোকে কার্যকর করার উদ্যোগ নিতে হবে।

২. সাংবিধানিক ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের ওপর সরকারের হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে হবে।

৩. রাজনৈতিক সহিংসতা বন্ধ করতে হবে। সরকারদলীয় কর্মী-সমর্থকদের দুর্বৃত্তায়ন বন্ধের জন্য সরকারকে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৪. সরকারকে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, নির্যাতন এবং অমানবিক ঘটনাগুলোর সঙ্গে জড়িত আইন প্রয়োগকারী সংস্থা গুলোর সংশ্লিষ্ট সদস্যদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে।

৫. গুম এবং গুমের পর হত্যার ব্যাপারে তদন্ত করে সরকারকে ব্যাখ্যা দিতে হবে। গুম হওয়া ব্যক্তিদের তাঁদের স্বজনদের কাছে ফেরত দিতে হবে। গুম ও হত্যার সঙ্গে জড়িত আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য এবং জড়িত অন্যান্যদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে। অবিলম্বে গুম হওয়ার বিরুদ্ধে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে গৃহীত সনদ ‘ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন ফর দি প্রোটেকশন অফ অল পারসনস্ ফ্রম এনফোর্সড ডিসএপিয়ারেনস্’ অনুমোদন করতে হবে।

৬. সরকারকে নির্যাতনবিরোধী জাতিসংঘ সনদের অপসোনাল প্রোটোকল অনুমোদন করতে হবে এবং নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন ২০১৩ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং রিমান্ডের নামে নির্যাতন বন্ধের জন্য ব্লাস্ট বনাম বাংলাদেশ মামলায় হাইকোর্ট ও আপিল বিভাগের নির্দেশনা মেনে চলতে হবে। জাতিসংঘের নির্যাতনবিরোধী কমিটির ৬৭তম সেশনে বাংলাদেশের প্রতি যে সুপারিশ করা হয়েছে, তা মেনে চলতে হবে। কারাগারে মানবাধিকার লঙ্ঘন বন্ধ করতে হবে।

৭. আইন প্রয়োগকারী সংস্থার যেসব সদস্য ফৌজদারি অপরাধের সঙ্গে যুক্ত হয় বা হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে কেবলমাত্র সাময়িক বরখাস্ত, পদাবনতি বা ক্লোজ করার মত বিভাগীয় ব্যবস্থার মধ্যেই শাস্তি সীমাবদ্ধ করলে চলবে না। আইনের ঊর্ধে কেউই নয়। ফলে যারা ফৌজদারি অপরাধের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সেইসব আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের অন্যসব অপরাধীদের মতই ফৌজদারি আইনে শাস্তির আওতায় আনতে হবে।

৮. দমনমূলক অসাংবিধানিক কর্মকাণ্ড থেকে সরকারকে বিরত থাকতে হবে। সভা-সমাবেশের অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে। অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিদের নামে মামলা দেয়া বন্ধ করতে হবে। বিরোধীদলীয় নেতাকর্মী ও ভিন্নমতাবলম্বীদের হয়রানি ও গ্রেফতার বন্ধ করতে হবে। অবিলম্বে রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তি দিতে হবে।

৯. মতপ্রকাশ ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতার ওপর সরকারের হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে হবে। সাংবাদিকসহ সমস্ত মানবাধিকার কর্মীর বিরুদ্ধে দায়ের করা সবগুলো মামলা প্রত্যাহার করতে হবে এবং তাঁদের ওপর হামলার ঘটনাগুলোর সুষ্ঠু তদন্ত সাপেক্ষে দোষী ব্যক্তিদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে। আমার দেশ পত্রিকা, দিগন্ত টিভি ও ইসলামিক টিভির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করতে হবে।

১০. বিশেষ ক্ষমতা আইন ১৯৭৪, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধনী ২০০৯ ও ২০১৩) ও ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ সহ সমস্ত নির্বতনমূলক আইন অবিলম্বে বাতিল করতে হবে। এইসব আইনের অধীনে দায়ের করা মামলাগুলো তুলে নিতে হবে এবং গ্রেফতারকৃতদের মুক্তি দিতে হবে।

১১. তৈরি পোশাক শিল্প এবং অন্যান্য শিল্প কারখানার শ্রমিকদের সমন্বিত সুরক্ষা কার্যক্রমের আওতায় আনতে, শ্রমিকদের ন্যায্য বেতন-ভাতা দিতে এবং শিল্প কারখানাগুলোকে পরিকল্পিতভাবে সঠিক অবকাঠামো ও পর্যাপ্ত সুবিধাসহ গড়ে তুলতে হবে।

১২. তৈরি পোশাক শিল্পকারখানাসহ সমস্ত কারখানায় ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার নিশ্চিত করাসহ আইএলও কনভেশন অনুযায়ী শ্রমিকদের অধিকার বাস্তবায়ন করতে হবে। শিশুদেরকে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত করা

থেকে বিরত রাখতে হবে এবং সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী সমস্ত শিল্প কারাখানায় যৌন হয়রানি প্রতিরোধ কমিটি গঠন করতে হবে। পুলিশ ও মালিকপক্ষ কর্তৃক শ্রমিকদের মানবাধিকার লঙ্ঘন ও হয়রানি বন্ধ করতে হবে। নির্মাণ শিল্পসহ অন্যান্য ইনফরমাল সেক্টরের শ্রমিকদের জন্য সুষ্ঠু নীতিমালা তৈরি এবং এর প্রয়োগের ব্যাপারে *অধিকার* দাবি জানাচ্ছে।

১৩. অভিবাসী শ্রমিকদের বিশেষ করে নারী শ্রমিকদের সুরক্ষা দিতে হবে এবং মানবপাচারের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের আইনের আওতায় আনতে হবে। আর্থিক, শারীরিক ও মানসিক নিপীড়নের শিকার অভিবাসী শ্রমিকদের জন্য বিদেশে বাংলাদেশ দূতাবাসগুলোকে শ্রমিকদের সুরক্ষা ও বিচার পাওয়ার বিষয়টি মনিটর করার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১৪. সমাজের অন্যান্য নাগরিকদের তুলনায় যেসব নাগরিক তাঁদের ভাষা, জাতিগত বা ধর্ম বিশ্বাসের কারণে সংখ্যালঘু, তাঁদের জানমালের সুরক্ষা দিতে হবে এবং তাঁদের ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে তাঁদের পূর্ণ অধিকার নিশ্চিত করার জন্য রাষ্ট্র ও সরকারকে বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হবে। সরকারকে সকল দোষী ব্যক্তিদের বিচারের আওতায় আনতে হবে।

১৫. নারী ও শিশুদের প্রতি সহিংসতা বন্ধে দ্রুততার সঙ্গে অপরাধীদের বিচার করে শাস্তি দিতে হবে এবং প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াসহ সর্বস্তরে সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। ধর্ষণকারীসহ নারীদের ওপর সহিংসতাকারীদের বিষয়ে সালিশ করা বন্ধ করতে হবে এবং নারীর বিচার প্রাপ্তির জন্য পুলিশকে সঠিকভাবে তদন্ত করে অভিযুক্তদের গ্রেফতার করে বিচারের সম্মুখিন করতে হবে। সরকারদলীয় দুর্বৃত্ত যারা নারীদের ওপর হামলা চালাচ্ছে তাদের দায়মুক্তি দেয়া চলবে না।

১৬. সীমান্তে বাংলাদেশী নাগরিকদের ভারতীয় বিএসএফ কর্তৃক হত্যা, নির্যাতনসহ সব ধরণের মানবাধিকার লঙ্ঘন বন্ধ করতে হবে এবং ভিকটিমদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। ভারতকে সীমান্তচুক্তি মেনে চলতে হবে। বাংলাদেশের ওপর ভারতের আগ্রাসী আচরণ বন্ধ করতে হবে। বাংলাদেশকে পানির ন্যায্য অধিকার দিতে এবং বাংলাদেশে কৃত্রিমভাবে বন্যা সৃষ্টির সমস্ত কার্যক্রম ভারতকে অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। বাংলাদেশে প্রাণ-পরিবেশ ধ্বংসের সম্ভাবনা সৃষ্টিকারী রামপাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ এবং আন্তর্জাতিক সীমান্ত আইন অমান্য করে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের জিরো পয়েন্টে ভারতের বেড়া নির্মাণ বন্ধ করতে হবে।

১৭. রোহিঙ্গাদের পূর্ণ রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করে তাঁদের প্রত্যাবাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। *অধিকার* আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে মিয়ানমার সরকারের ওপর কঠোর চাপ প্রয়োগ করে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করতে এবং সেই সঙ্গে গণহত্যার দায়ে অভিযুক্ত মিয়ানমার সেনাবাহিনী, চরমপন্থী বৌদ্ধসহ অন্যান্য দায়ী ব্যক্তিদের আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের আওতায় এনে বিচারের দাবি জানাচ্ছে।

১৮. মানবাধিকার সংগঠন ও মানবাধিকার কর্মীদের ওপর নিপীড়ন ও হয়রানি বন্ধ করতে হবে। *অধিকার* এর সেক্রেটারি এবং পরিচালক এর বিরুদ্ধে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯) এ দায়ের করা মামলা প্রত্যাহার করতে হবে। *অধিকার* এর নিবন্ধন নবায়ন করতে হবে এবং এর মানবাধিকার বিষয়ক প্রকল্পগুলোর অবিলম্বে অর্থছাড় করতে হবে।

এপেনডিক্স

মানবাধিকার লঙ্ঘনের পরিসংখ্যান: ২০০৯ - ২০১৯

ছক: ১

বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড: ২০০৯ - ২০১৯

বছর	র‍্যাব	পুলিশ	র‍্যাব-পুলিশ	যৌথ বাহিনী	আনসার	সেনাবাহিনী	বিজিবি	পুলিশ-বিজিবি	র‍্যাব-কোস্ট গার্ড	র‍্যাব-পুলিশ-কোস্ট গার্ড	কোস্ট গার্ড	ডিবি পুলিশ	বন রক্ষী	জেল কর্তৃপক্ষ/পুলিশ	পুলিশ, আর্মড ব্যাটালিয়ন, র‍্যাব ও বিজিবি	আর্মড ব্যাটালিয়ন	বিজিবি-র‍্যাব	রেলওয়ে পুলিশ	নিরাপত্তা বাহিনী	প্যারা কমান্ডো	সর্বমোট
২০১৯	১০১	২০৩	০	১	০	৪	৫৬	৪	০	০	১	২০	০	০	০	০	০	০	০	১	৩৯১
২০১৮	১৩৬	২৭৬	০	০	০	০	২	০	০	০	২	৪৬	১	০	০	০	২	০	১	০	৪৬৬
২০১৭	৩৩	১১৭	০	০	০	২	১	০	০	০	০	২	০	০	০	০	০	০	০	০	১৫৫
২০১৬	৫১	১১৮	০	১	০	০	২	১	৪	০	০	০	০	০	০	০	০	১	০	০	১৭৮
২০১৫	৫৩	১২৬	০	১	০	০	৫	০	০	০	০	০	০	০	০	১	০	০	০	০	১৮৬
২০১৪	২৯	১১৯	০	১১	১	২	৫	০	০	০	৩	০	০	০	০	০	২	০	০	০	১৭২
২০১৩	৩৮	১৭৫	১	৮	০	০	১১	৩২	০	০	০	০	০	০	৬৪	০	০	০	০	০	৩২৯
২০১২	৪০	১৮	২	০	৩	০	২	০	৪	০	০	০	০	১	০	০	০	০	০	০	৭০
২০১১	৪৩	৩১	৪	০	০	০	০	০	৪	০	০	০	০	২	০	০	০	০	০	০	৮৪
২০১০	৬৮	৪৩	৯	০	০	০	১	০	৩	৩	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	১২৭
২০০৯	৪১	৭৫	২৫	০	২	৩	৫	০	০	০	১	০	১	১	০	০	০	০	০	০	১৫৪
মোট	৬৩৩	১৩০১	৪১	২২	৬	১১	৯০	৩৭	১৫	৩	৭	৬৮	২	৪	৬৪	১	৪	১	১	১	২৩১২

ছক: ১.১

ক্রসফায়ার/ বন্দুকযুদ্ধ/ শুটআউট: ২০০৯ - ২০১৯														
বছর	র‍্যাব	পুলিশ	র‍্যাব-পুলিশ	যৌথ বাহিনী	সেনাবাহিনী	বিজিবি	পুলিশ-বিজিবি	র‍্যাব-কোস্ট গার্ড	র‍্যাব-পুলিশ-কোস্ট গার্ড	কোস্ট গার্ড	ডিবি পুলিশ	বন রক্ষী	বিজিবি-র‍্যাব	সর্বমোট
২০১৯	১০১	১৯৩	০	১	৪	৫৩	৪	০	০	১	১৯	০	০	৩৭৬
২০১৮	১৩৬	২৭০	০	০	০	২	০	০	০	২	৪৫	১	২	৪৫৮
২০১৭	৩২	১০৪	০	০	১	০	০	০	০	০	২	০	০	১৩৯
২০১৬	৫১	৯২	০	১	০	০	১	৪	০	০	২	০	০	১৫১
২০১৫	৪৮	৯৭	০	১	০	২	০	০	০	০	০	০	০	১৪৮
২০১৪	২৩	৮৩	০	৮	০	০	০	০	০	৩	০	০	২	১১৯
২০১৩	২৭	৩৬	০	২	০	০	০	০	০	০	০	০	০	৬৫
২০১২	৪০	৭	২	০	০	০	০	৪	০	০	০	০	০	৫৩
২০১১	৪২	১৫	৪	০	০	০	০	৪	০	০	০	০	০	৬৫
২০১০	৬৫	২১	৯	০	০	০	০	৩	৩	০	০	০	০	১০১
২০০৯	৩৮	৬৩	২৫	০	৩	০	০	০	০	০	০	০	০	১২৯
মোট	৬০৩	৯৮১	৪০	১৩	৮	৫৭	৫	১৫	৩	৬	৬৮	১	৪	১৮০৪

ছক: ২

গুম: ২০০৯-২০১৯				
বছর	সর্বমোট গুমের শিকার ব্যক্তি	লাশ পাওয়া গেছে	জীবিত ফেরত এসেছে	এখন পর্যন্ত কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি
২০১৯	৩৪	৮	১৭	৯
২০১৮	৯৮	১২	৬২	২৪
২০১৭	৮৮	৯	৬৪	১৫
২০১৬	৯৩	১৪	৬৮	১১
২০১৫	৬৭	১১	৪৮	৮
২০১৪	৩৯	১০	২১	৮
২০১৩	৫৪	২	১৯	৩৩
২০১২	২৬	১	১২	১৩
২০১১	৩২	৫	১	২৬
২০১০	১৯	১	০	১৮
২০০৯	৩	১	০	২
মোট	৫৫৩	৭৪	৩১২	১৬৭

ছক: ৩

কারাগারে মৃত্যুবরণ: ২০০৯-২০১৯	
বছর	জেল হেফাজতে মৃত্যু
২০১৯	৬০
২০১৮	৮১
২০১৭	৫৮
২০১৬	৬৩
২০১৫	৫১
২০১৪	৫৪
২০১৩	৫৯
২০১২	৬৩
২০১১	১০৫
২০১০	৬০
২০০৯	৫০
মোট	৭০৪

ছক: ৪

গণপিটুনিতে নিহত: ২০০৯ - ২০১৯	
বছর	মোট
২০১৯	৫৬
২০১৮	৪৮
২০১৭	৪৭
২০১৬	৫৩
২০১৫	১৩২
২০১৪	১১৬
২০১৩	১২৫
২০১২	১৩২
২০১১	১৬১
২০১০	১৭৪
২০০৯	১২৭
মোট	১১৭১

ছক: ৫

মৃত্যুদণ্ড: ২০০৯-২০১৯				
বছর	মৃত্যুদণ্ডের সংখ্যা		বছর	মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয়েছে
২০১৯	৩২৭		২০১৯	২
২০১৮	৩১৯		২০১৮	০
২০১৭	৩০৩		২০১৭	৩
২০১৬	২২৯		২০১৬	৬
২০১৫	১৭৩		২০১৫	৩
২০১৪	১৭৬		২০১৪	০
২০১৩	২৯১		২০১৩	২
২০১২	৭৭		২০১২	১
২০১১	৯৭		২০১১	৪
২০১০	৭৬		২০১০	৯
মোট	২০৬৮		মোট	৩০

ছক: ৬

রাজনৈতিক সহিংসতা: ২০০৯ - ২০১৯			
বছর	নিহত	আহত	মোট
২০১৯	৭০	৩৪৬৭	৩৫৩৭
২০১৮	১২০	৭০৫১	৭১৭১
২০১৭	৭৭	৪৬৩৫	৪৭১২
২০১৬	২১৫	৯০৫৩	৯২৬৮
২০১৫	১৯৭	৮৩১২	৮৫০৯
২০১৪	১৯০	৯৪২৯	৯৬১৯
২০১৩	৫০৪	২৪১৭৬	২৪৬৮০
২০১২	১৬৯	১৭১৬১	১৭৩৩০
২০১১	১৩৫	১১৫৩২	১১৬৬৭
২০১০	২২০	১৩৯৯৯	১৪২১৯
২০০৯	২৫১	১৫৫৫৯	১৫৮১০
মোট	২১৪৮	১২৪৩৭৪	১২৬৫২২

ছক: ৬.১

রাজনৈতিক সহিংসতা: দলীয় অন্তর্কোন্দল সংঘর্ষের পরিসংখ্যান: ২০০৯-২০১৯								
বছর	নিহত: অন্তর্দলীয় সংঘর্ষ		আহত: অন্তর্দলীয় সংঘর্ষ			মোট অন্তর্দলীয় সংঘর্ষেও ঘটনা		
	আওয়ামী লীগ	বিএনপি	আওয়ামী লীগ	বিএনপি	জাতীয় পার্টি	আওয়ামী লীগ	বিএনপি	জাতীয় পার্টি
২০১৯	৩৯	১	২৮২৬	৬২	২৩	২৩৪	৬	৩
২০১৮	৫৩	৩	৩২২৫	১১৫	০	২৮১	১৪	০
২০১৭	৬৬	০	৩৩২৭	২২৫	১০	৩১৪	২২	১
২০১৬	৭৩	৩	৩৫৮৬	২৩২	৫	৩৩৫	১৫	১
২০১৫	৪০	২	৩৮৮৪	১৫৭	১২	৩৬৪	১১	১
২০১৪	৪৩	২	৪২৪৭	৩৯৭	১১৯	৩৭৪	৩৯	৬
২০১৩	২৮	৬	২৯৮০	১৫৯২	৬৮	২৬৩	১৪০	৩
২০১২	৩৭	৬	৪৩৩০	১৬১৯	৪৭	৩৮২	১৪৬	৫
২০১১	২২	৩	৩৭৭০	১২৩৪	২০	৩৪০	১০৪	৪
২০১০	৩৮	৭	৫৬১৪	১১৪৬	৬০	৫৭৬	৯২	৯
২০০৯	৩৮	২	৬০৯২	৮৬৫	০	৬৬৩	৭৫	০
মোট	৪৭৭	৩৫	৪৩৮৮১	৭৬৪৪	৩৬৪	৪১২৬	৬৬৪	৩৩

ছক: ৭

ক্ষুদ্রজাতিগোষ্ঠির নাগরিকদের ওপর নিপীড়ন: ২০১২-২০১৯						
বছর	নিহত	আহত	অপহৃত	সম্পত্তি বিনষ্ট	জমি দখল	ধর্ষণ
২০১৯	১৮	১	২	০	১	৪
২০১৮	২৮	২৬	২	০	০	১৮
২০১৭	১	০	০	৩০৯	১	৮
২০১৬	১	১৫	০	০	০	৫
২০১৫	১৯	২৮	১	০	১	১৭
২০১৪	২০	৫৮	৮	৬৩	০	১১
২০১৩	৩২	৩২	৭১	৫	০	৮
২০১২	৩০	৭৮	৩৪	০	০	১৫
মোট	১৪৯	২৩৮	১১৮	৩৭৭	৩	৮৬

ছক: ৭.১

ক্ষুদ্রজাতিগোষ্ঠির নাগরিকদের অবস্থা: ২০১২-২০১৯					
অভিযুক্ত দুর্বৃত্ত	ভিকটিমের সংখ্যা				
	নিহত	আহত	অপহরণ	ধর্ষণ	জমি দখল
বাঙালি ঔপনিবেশিক	৪	৪২	১	৫৫	৩
ক্ষুদ্রজাতিগোষ্ঠির যুবক	১	০	০	১২	০
পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি (পিসিজেএসএস)	১৭	২৮	০	০	০
ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ)	৮	৩	৭০	০	০
জনসংহতি সমিতি (এমএন লারমা গ্রুপ)	৪	১	০	০	০
জনসংহতি সমিতি (সন্তু গ্রুপ)	৫	১	০	০	০
ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) এবং জনসংহতি সমিতি (এমএন লারমা গ্রুপ)	০	৬	০	০	০
যৌথভাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি (পিসিজেএসএস) এবং ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ)	৮	১৯	৪	০	০
জেএসএস এর অন্তর্দলীয় সংঘর্ষ	১	০	০	০	০
বাঙালি এবং পাহাড়িদের মধ্যে সংঘর্ষ	০	৫	০	০	০
পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ এবং বাঙালি ছাত্র পরিষদ	০	১৫	০	০	০
পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ এবং বাঙালি ঔপনিবেশিক	০	৮	০	০	০
ম্রু ন্যাশনাল পার্টিও দুই গ্রুপ	১	০	০	০	০
পুলিশ	০	১০	০	০	০
সেনাবাহিনী	৬	০	০	২	০
বিজিবি সদস্য	০	০	০	২	০
যৌথ বাহিনী সেনাবাহিনী, পুলিশ ও আনসার)	০	৬	০	০	০
আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য	০	১১	০	১	০
পরিচয় জানা যায়নি	৯৪	৮৩	৪৩	১৪	০
মোট	১৪৯	২৩৮	১১৮	৮৬	৩

ছক: ৮

সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা : সাংবাদিক/ প্রতিবেদক/ সংবাদদাতা ওপর আক্রমণ: ২০০৯-২০১৯										
বছর	নিহত	আহত	লাঞ্ছিত	আক্রমণ	গ্রেফতার	অপহৃত	হুমকি	নির্যাতন	মামলা	মোট
২০১৯	০	৪৫	৫	৫	৪	০	১২	১	৩০	১০২
২০১৮	০	৭১	২২	২	৪	০	১১	১	১৫	১২৬
২০১৭	১	২৪	৯	১	০	০	১১	০	৭	৫৩
২০১৬	০	৫৩	১৬	১	১	০	৯	০	৩১	১১১
২০১৫	১	৯০	১০	৪	১০	০	৩৪	১	১৮	১৬৮
২০১৪	১	৯২	২৪	২	৬	০	১৯	০	৩৩	১৭৭
২০১৩	০	১৪৬	৩৭	৭	৫	০	৩৩	১	১৯	২৪৮
২০১২	৫	১৬১	৫০	১০	০	০	৬৩	২	৩৬	৩২৭
২০১১	০	১৩৯	৪৩	২৪	১	০	৫৩	০	২৩	২৮৩
২০১০	৪	১১৮	৪৩	১৭	২	১	৪৯	০	১৩	২৪৭
২০০৯	৩	৮৪	৪৫	১৬	১	২	৭৩	০	২৩	২৪৭
মোট	১৫	১০২৩	৩০৪	৮৯	৩৪	৩	৩৬৭	৬	২৪৮	২০৮৯

ছক: ৯

তৈরি পোশাক শিল্পের শ্রমিকদের অবস্থা: ২০১০-২০১৯		
মোট নিহত	মোট আহত	মোট চাকুরিচ্যুত
১৩২০	১৩৯৯৫	১৬০৫২

ছক: ১০

নারীর ওপর যৌতুক সহিংসতা: ২০০৯-২০১৯				
বছর	নিহত	শারীরিক নিপীড়ন	আত্মহত্যা	মোট
২০১৯	৪৮	৫৫	০	১০৩
২০১৮	৭১	৬৯	২	১৪২
২০১৭	১১৮	১২৭	১১	২৫৬
২০১৬	১০৭	৯৪	৫	২০৬
২০১৫	১১৯	৭৭	৬	২০২
২০১৪	১২৩	১০৩	১১	২৩৭
২০১৩	১৫৮	২৬১	১৭	৪৩৬
২০১২	২৭৩	৫৩৫	১৪	৮২২
২০১১	৩০৫	১৯২	১৯	৫১৬
২০১০	২৩৫	১২২	২২	৩৭৯
২০০৯	২২৭	৮১	১১	৩১৯
মোট	১৭৮৪	১৭১৬	১১৮	৩৬১৮

ছক: ১১

ধর্ষণ: ২০০৯-২০১৯				
বছর	মোট ভিকটিমের সংখ্যা	মোট নারীর সংখ্যা	মোট মেয়ে শিশুর সংখ্যা	মোট বয়স জানা যায়নি নারীর সংখ্যা
২০১৯	১০৮০	৩৩০	৭৩৭	১৩
২০১৮	৬৩৫	১৭৬	৪৫৭	২
২০১৭	৭৮৩	২২৫	৫৫৩	৫
২০১৬	৭৫৭	২৩২	৫১১	১৪
২০১৫	৭৮৯	২৯৩	৪৭৯	১৭
২০১৪	৬৬৬	২৪৪	৩৯৩	২৯
২০১৩	৮১৪	৩৩৬	৪৫২	২৬
২০১২	৮০৫	২৯৯	৪৭৩	৩৩
২০১১	৭১১	২৪৬	৪৫০	১৫
২০১০	৫৫৯	২৪৮	৩১১	০
২০০৯	৪৫৬	২১৩	২৪৩	০
মোট	৮০৫৫	২৮৪২	৫০৫৯	১৫৪

ছক: ১১.১

বছর	গণধর্ষণ: ২০০৯-২০১৯			
	নারী	মেয়ে শিশু	বয়স জানা যায়নি	মোট
২০১৯	১৫০	১৩৭	৭	২৯৪
২০১৮	৮৯	৮৮	০	১৭৭
২০১৭	৯৩	১০৮	২	২০৩
২০১৬	১০৭	৯৯	৬	২১২
২০১৫	১৪১	১৩১	৫	২৭৭
২০১৪	১১৮	৯২	১৭	২২৭
২০১৩	১২৭	৯৪	১৫	২৩৬
২০১২	১০১	৮৪	১২	১৯৭
২০১১	১১৯	১১৫	৫	২৩৯
২০১০	১১৯	৯৫	০	২১৪
২০০৯	৯৭	৭৯	০	১৭৬
মোট	১২৬১	১১২২	৬৯	২৪৫২

ছক: ১১.২

বছর	ধর্ষণের পর হত্যা: ২০০৯-২০১৯			
	নারী	মেয়ে শিশু	বয়স জানা যায়নি	মোট
২০১৯	১০	৩২	০	৪২
২০১৮	১৫	৩২	০	৪৭
২০১৭	১৪	১৮	০	৩২
২০১৬	১৭	১২	২	৩১
২০১৫	৩২	৩৩	০	৬৫
২০১৪	৩১	৩৪	১	৬৬
২০১৩	৩০	৪০	১	৭১
২০১২	৩১	৩৯	৫	৭৫
২০১১	৫৪	৩৪	২	৯০
২০১০	৬১	৩০	০	৯১
২০০৯	৬৪	৩৩	০	৯৭
মোট	৩৫৯	৩৩৭	১১	৭০৭

ছক: ১২

যৌন হয়রানি: ২০১১-২০১৯			
বছর	মোট মেয়ে ভিকটিমের সংখ্যা	যৌন হয়রানির প্রতিবাদ করতে যেয়ে বখাটে কর্তৃক পুরুষ আত্মীয়/বন্ধু হামলার শিকার	যৌন হয়রানির প্রতিবাদ করতে যেয়ে বখাটে কর্তৃক মহিলা আত্মীয়/বন্ধু হামলার শিকার
২০১৯	১৮৯	২৮	১১
২০১৮	১৫৭	৪৪	৮
২০১৭	২৪২	৮৩	২৪
২০১৬	২৭১	৮৪	১৫
২০১৫	১৯১	৯৫	১০
২০১৪	২৭২	৪০	১৬
২০১৩	৩৫৭	৮৯	৯
২০১২	৪৭৯	১২২	২০
২০১১	৬৭২	১৮৭	৪২
মোট	২৮৩০	৭৭২	১৫৫

ছক: ১৩

বছর	মহিলা		মোট মহিলা ভিকটিম	পুরুষ		মোট পুরুষ ভিকটিম	সর্বমোট
	প্রাপ্ত বয়স্ক মহিলা	মেয়ে শিশু		প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ	বালক		
২০১৯	১৫	৬	২১	৭	৩	১০	৩১
২০১৮	১১	৬	১৭	৫	৪	৯	২৬
২০১৭	৩৩	৯	৪২	৯	১	১০	৫২
২০১৬	২৬	৫	৩১	৭	২	৯	৪০
২০১৫	২৯	৭	৩৬	১০	১	১১	৪৭
২০১৪	৪৪	১০	৫৪	৭	৫	১২	৬৬
২০১৩	৩৬	৫	৪১	১০	২	১২	৫৩
২০১২	৫৮	২০	৭৮	১৭	১০	২৭	১০৫
২০১১	৫৭	১০	৬৭	২৫	৯	৩৪	১০১
২০১০	৮৪	১৬	১০০	৩২	৫	৩৭	১৩৭
২০০৯	৬৪	১৩	৭৭	২০	৪	২৪	১০১
মোট	৪৫৭	১০৭	৫৬৪	১৪৯	৪৬	১৯৫	৭৫৯

ছক: ১৪

ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) কর্তৃক বাংলাদেশী নাগরিকদের নিহত, আহত ও অপহৃত: ২০০৯-২০১৯				
বছর	নিহত	আহত	অপহৃত	মোট
২০১৯	৪১	৪০	৩৪	১১৫
২০১৮	১১	২৪	১৬	৫১
২০১৭	২৫	৩৯	২৮	৯২
২০১৬	২৯	৩৬	২২	৮৭
২০১৫	৪৪	৬০	২৭	১৩১
২০১৪	৩৫	৬৮	৯৯	২০২
২০১৩	২৯	৭৯	১২৭	২৩৫
২০১২	৩৮	১০০	৭৪	২১২
২০১১	৩১	৬২	২৩	১১৬
২০১০	৭৪	৭২	৪৩	১৮৯
২০০৯	৯৮	৭৭	২৫	২০০
মোট	৪৫৫	৬৫৭	৫১৮	১৬৩০